

Himur Neel Jochna by Humayun Ahmed



For More Books & Music Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : <http://www.murchona.com/forum>
suman_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com
www.MurchOna.com
www.MurchOna.com
www.MurchOna.com

হিমুর নীল জোছনা

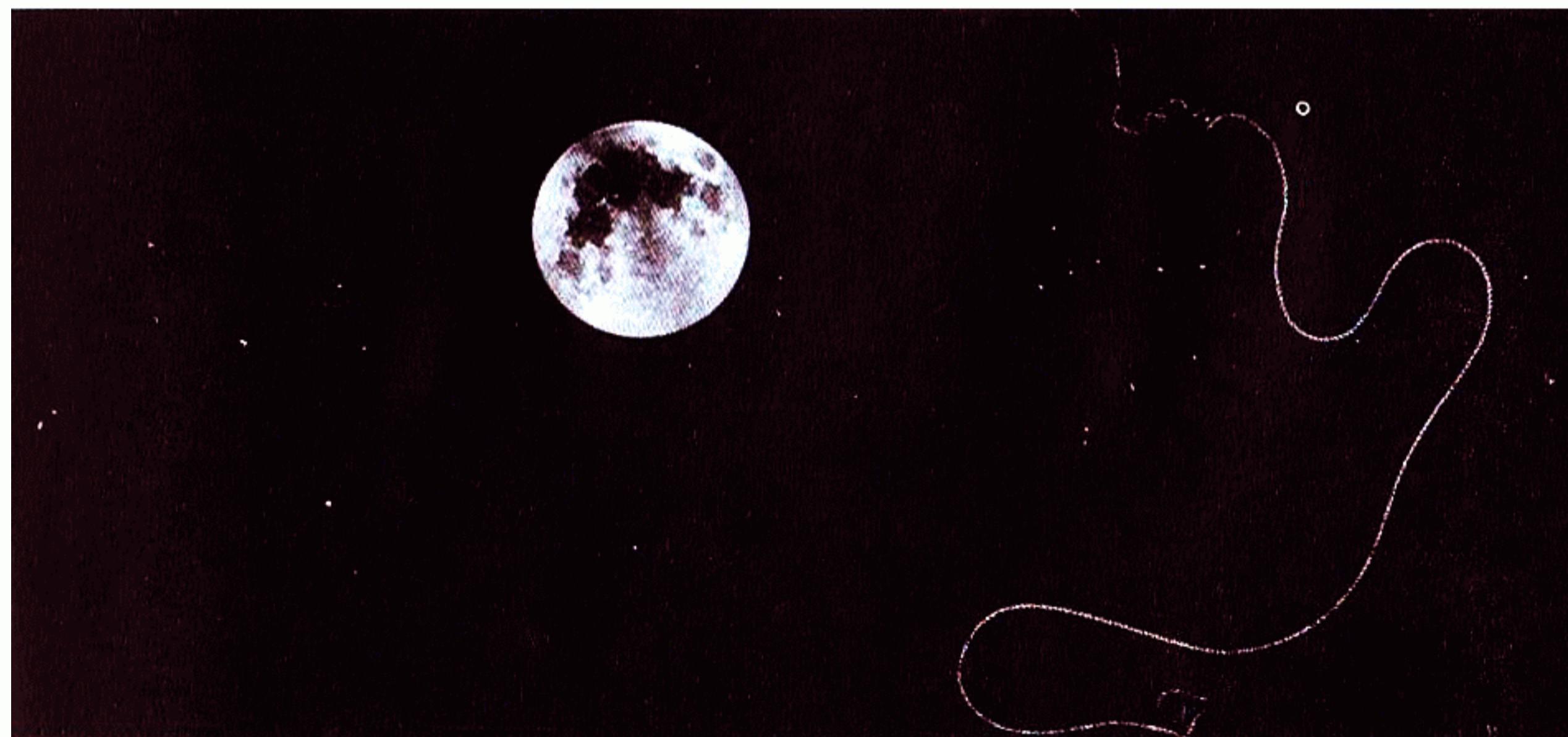
হুমায়ুন আহমেদ

www.MurchOna.com
www.MurchOna.com
www.MurchOna.com
www.MurchOna.com

www.MurchOna.com

www.MurchDNA.com

মেসের ঘরে হিমু শুয়ে আছে। শহর জুড়ে
লোডশেডিং। আকাশে থালার মতো চাঁদ
ওঠায় শহর অঙ্ককারে ডুবে যায় নি। জানালা
দিয়ে হিমুর ঘরে জোছনা চুকেছে। জোছনার
কোনো রং থাকে না। শুধু সিনেমার জোছনা
হয় নীল। হিমুর কাছে আজ রাতের জোছনা
সিনেমার জোছনার মতো নীল লাগছে। নীল
জোছনা গায়ে মাখতে ভালো লাগছে। মনে
হচ্ছে নীল রঙ চামড়া ভেদ করে ভেতরে
চুকে যাচ্ছে। জোছনারাতে বনে যাওয়ার
নিয়ম। তার কাছে শহরটাকে মাঝে মাঝে
গহীন অরণ্য মনে হয়। শহরের অলিতে
গলিতে ইঁটা মানে গহীন বনের ভেতরের
পায়ে চলা পথে ইঁটা।



ହିମୁ ର ନୀଲ ଜୋଛନା

বাষটি বছর বয়েসী কঠিন হিমু কেউ কি দেখেছেন ?
আমি দেখেছি। তার নাম সেহেরী। অবসরপ্রাপ্ত প্রধান
প্রকৌশলী, ঢাকা সিটি কর্পোরেশন। তিনি শুধু যে
হলুদ পাঞ্জাবি পরেন তা-না, তিনি নিজের চুল-দাঢ়ি
সবই মেহেদি দিয়ে হলুদ করে রাখেন। পূর্ণিমার রাতে
আয়োজন করে জোছনা দেখতে গাজীপুরের জঙগে
যান।

সৈয়দ আমিনুল হক সেহেরী
(হিমু, ফার্স্টফ্লাস)

ভূমিকা

(না পড়লেও চলবে)

প্রফেশনাল হ্যাজার্ড বলে একটা কথা ইংরেজিতে প্রচলিত আছে। বাংলায় হবে—
পেশাগত বিপদ। যে দরজি ছাতা সেলাই করে তার বিপদ হলো, আঙুলে সুই চুকে
যাওয়া। লেদ মেশিন যে চালায় তার বিপদ মেশিনে হাত কাটা পড়া। লেখকদের
বিপদ অনেক বেশি। লেখালেখির জন্যে মৃত্যুদণ্ডের ঘটনা আছে। দেশান্তরি হওয়ার
ঘটনা তো বাংলাদেশেই আছে।

হিমু নিয়ে যখন লেখি এক ধরনের শঙ্কা কাজ করে—না জানি কোন ঝামেলায়
পড়ি! বাংলাদেশের মানুষ যথেষ্টই সহনশীল। শুধু ক্ষমতাধর মানুষরা না। তারা
আমজনতাকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা উপভোগ করেন, তাদের নিয়ে রঞ্জ-রসিকতা সহ্য
করেন না। ক্ষমতাবানরা নিজেদের সবকিছুর উর্ধ্বে ভাবেন।

আমি এই বইতে কিছু কঠিন রসিকতা করেছি। সরি, আমি না, হিমু করেছে।
সমস্যা হলে হিমুর হবে। একটা ভরসা আছে, হিমু চাঁদের আলো ছাড়া কোনো
কিছুই গায়ে মাথে না।

হুমায়ুন আহমেদ
নুহাশ পল্লী



ঝুম বৃষ্টির শব্দে ঘুম ভাঙল। এই বৃষ্টির আরেক নাম আউলা ঝাউলা বৃষ্টি। কিছুক্ষণ দক্ষিণ দিক থেকে ফোঁটা পড়ছে, কিছুক্ষণ উত্তর দিক থেকে। মাঝে মাঝে বাতাসের ঝাপ্টা। সামান্য বিরতি, আবার শুরু। মেসবাড়ির একটা অংশে টিনের ছাদ। সেখানে শিলাবৃষ্টির ঝনঝন শব্দও হলো। ব্যাপারটা কী?

নতুনের মাস বৃষ্টি-বাদলার মাস না। আকাশে অতিরিক্ত কার্বন-ডাই-অক্সাইডের জন্যে নিচয়ই কোনো গড়বড় হয়েছে। আষাঢ়-শ্রাবণে বৃষ্টি নেই। নতুনের-ডিসেম্বরে বৃষ্টি। হিমালয়ের বরফ গলে যাচ্ছে। হিমবাহ দক্ষিণ মেরু ছেড়ে সাগরে ভাসতে শুরু করেছে। পেঙ্গুইন পাখিরা ডিম দিচ্ছে না। সিল মাছরা পানি ছেড়ে গঁঠীর ভঙ্গিতে ডাঙায় বসে আছে। পৃথিবীর চৌম্বকশক্তিতেও নাকি কী সব হচ্ছে। উত্তর মেরু হয়ে যাবে দক্ষিণ মেরু। আমাদের কাছের মালদ্বীপ সমুদ্রে তলিয়ে যেতে শুরু করেছে। ভবিষ্যতে মালদ্বীপ ফুটবল টিমের সঙ্গে বাংলাদেশ হয়তো আর সেমিফাইন্যাল খেলবে না—এমন দুশ্চিন্তা নিয়ে বিছানায় উঠে বসতেই শুনলাম, ভাইজান, ঘুম ভাঙছে? গুড মর্নিং ডিয়ার স্যার।

মাথা ঘোরালেই প্রশ্নকর্তাকে দেখতে পাব। মাথা না ঘুরিয়ে জানলার দিকে তাকিয়ে থাকলাম। কিছুক্ষণ বৃষ্টি দেখা থাক। এই বৃষ্টি বেশিদিন দেখা যাবে না। পত্রিকায় পড়েছি—জলবায়ু যেভাবে বদলাচ্ছে তাতে বাংলাদেশে ভবিষ্যতে বৃষ্টি হবে না। বৃষ্টি হবে আরবে। উটের বদলে তারা কোষা নৌকায় চলাচল করবে। বাংলাদেশ হবে মরুভূমি। আমরা উটের পিঠে চড়ব। ভাত-মাছের বদলে ডিনার করব খেজুর দিয়ে।

ভাইজান কি একটু আমার দিকে তাকাবেন? সিল্পল রিকোয়েস্ট।

আমি তাকালাম এবং সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো আসলে আমার ঘুম ভাঙে নি। এখনো ঘুমুচ্ছি এবং স্বপ্ন দেখছি। স্বপ্ন ছাড়া এই দৃশ্য দেখা সম্ভব না।

দেখলাম, বিছানার পাশে হাতলভাঙা চেয়ারে স্বয়ং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বসে আছেন। গায়ে আলখাল্লা। তিনি কলা দিয়ে পাউরুটি খাচ্ছেন। বেশ আগ্রহ

করে থাক্কে। টেবিলের উপর বিড়িয়ে প্যাকেট এবং দেয়ালাইও দেখা যাচ্ছে। তিনি সভবত ব্রেকফাস্ট খেয়ে করে বিড়ি ধুবাবেন।

মহাপুরুষদের বক্সে দেখাও বিড়িমারা। আমি একবার বক্সে আইনআইনকে দেখেছিলাম। তিনি কেবল হাতে ক্লাস নিছেন। আমি ক্লাসের একজন ছাত্র। ত্যাকে বোর্ডের দিকে তাকিয়ে আছি। সেখানে লেখা E=mc², আইনআইন আমাকে বললেন, You boy, 'ল' ঘানে কী? আমি বললাম, জানি বা ন্যার।

আইনআইন বললেন, কাছে আয়। মেরে আজ তোর হাতি গুঁড়া করব।

আমি কাছে শেলাম দা। তিনি নিজেই এগিয়ে এলেন। আমার ঘূম ভাঙল ক্ষেত্রে বাড়ি খেয়ে।

এখানে ঘটনা কী ঘূরতে পারছি দা। গত রাতে বাদলের ঘনে বিড়েবাড়ির দায়োত্ত খেতে গিয়েছিলাম। খাসির ঝেজামার ফিল্ম বাটি দুঃজনে দেখ করেছি। বাড়েসা কি সেখান থেকে উক? যাবতীয় দুর্ঘটনা মা-কি বদহসম্মের কারণে হয়। পাউরগুটি হাতে কবিঞ্জিনের উৎস সভবত গত রাতের ঘন বায়ুচৰি খাসির ঝেজামা।

ভাইজান কি আমারে দেখে চুক বাইছেন?

আমি জবাব দিলাম দা। বন্ধু থেকে বাতনে দেখা যাব কি দা লেই ছেঁ করছি।

আমার দাম ছামাদ। বহুগী ছামাদ। ববি ঠাকুরের ভেক ধোরছি। হয়েছে দা? হয়েছে।

আমি কাজী মজুরু পারি। গাবিজি পারি। গাবিজি সাজলে ছাগল নিয়া ঘূরতে হয়, এইটা অমস্যা।

অমস্যা কী জন্মে?

ছাগল দা ভা ভা ভক পাড়ে। একটা ছাগল দোড় দিয়া পানাইছিল, ধরতে পারিদাই। দুই হাজার তিমাটোকার ছাগল। তারপর ধাইলা ঠিক করেছি গাবিজি অফ। আৱ দা। ঠিক করেছি দা?

অবশ্যই ঠিক করেছেন।

ভাইজান, চাকের ব্যবহা কি কৰা যাব? সকালে প্রথম দুই কাপ চা দা খেলে আমার পাইখানা ক্লিয়ার হয় দা।

আমার দা দিয়ে হালকা শীতল ল্রোত বয়ে গেল। গল্প-উপন্যাসে পড়েছি, অতিভ্যুক্ত কোনো ঘটনার মুখোয়াধি হলে মেরুদণ্ড দিয়ে শীতল ল্রোত বয়ে যাব। আমার ক্ষেত্রে আৱ পৰিৱ দিয়েই বহুছে। আৱ ক্ষেত্ৰে বহুব দা! অবিকল ক্লবীন্সামের ঘজো দেখতে একজন লোক বলছে সকালে দুই কাপ চা দা খেলে

তার পাইখানা ক্লিয়ার হয় না। কী ভয়ঙ্কর! আমি নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম,
ছামাদ, আপনি কি আমাকে চেনেন?

জি-না। আপনার দরজা খোলা ছিল, চুকে পড়েছি। শুন্তাকি মাফ হয়। আর
আমারে আপনি বলবেন না। তুমি। স্বেফ তুমি। আপনার দিল যদি চায় তুইও
বলতে পারেন।

তুমি কি মেসের অন্য কাউকে চেনো?

জি-না।

আমার এখানে উদয় হলে কীভাবে বলবে?

ছামাদ বিড়ি ধরাতে ধরাতে বলল, সকালে নাশতা করার জন্যে একটা
পাউরুটি আর দুটা কলা কিনেছি। পার্কে যাব। বেঞ্চে বসে নাশতা করব। মাথায়
এই চিন্তা। শুরু হয়ে গেল বৃষ্টি। সঙ্গে নাই ছাতা। কী করি কী করি? দেখি মেসের
দরজা খোলা। চুকে পড়লাম। দারোবান আমাকে দেখল কিন্তু কিছু বলল না। মনে
হয় পোশাক দেখে টাসকি খেয়েছে। এই হচ্ছে ঘটনা। আর কিছু জানতে চান?

রবি ঠাকুর, নজরুল, গান্ধীজি—এদের তেক ধরার প্রয়োজন কী?

ভিক্ষার সুবিধা হয়। ধরেন রবি ঠাকুর সাজলাম, যারা রবি ঠাকুরের চিনে
তারা খুশি হয়ে পাঁচ-দশ টাকা দেয়। একবার পাঁচশ টাকা পেয়েছিলাম। এক
আপা দিয়েছিলেন। উনার মোবাইল নাম্বার আছে আমার কাছে। অনেকে ঘাড়ে
হাত দিয়ে ছবি তুলে। সবার হাতে মোবাইল, ছবি তুলতে অসুবিধা নাই। খটাখট
পিকচার।

চুল দাঢ়ি সব নকল?

জি। তবে টাইট ফিটিং, টানাটানি করলেও ছুটবে না। দাঢ়ি ধরে টান দিয়া
দেখেন।

ছামাদ মুখ এগিয়ে দিল।

ভাইজান, শক্ত করে টান দেন। কোনো অসুবিধা নাই। ছুটে গেলে গাম দিয়ে
লাগায়ে ফেলব। murchonam.com। গাম সাথে আছে।

আমি দাঢ়ি ধরে টানলাম। দাঢ়ি মুখ থেকে খুলে এল না। ছামাদ আনন্দিত
গলায় বলল, রবি ঠাকুর সাজা আমার জন্যে সহজ। আমার চেহারাটা উনার
মতো। উচ্চতা পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি। আগে পাঁচ ফুট এগারো ইঞ্চি ছিল। অভাবে
অনটনে উচ্চতা এক ইঞ্চি কমেছে।

আলখাল্লা পেয়েছ কোথায়?

আমার এক চাচাতো ভাই আছে, নাম সামচু। এফডিসিতে কাজ করে। ডাইরেক্টর এমদাদ সাহেবের থার্ড এসিস্টেন্ট। সে বানায়ে দিয়েছে। এফডিসির দরজি বিরাট এক্সপার্ট। যা বলবেন বানায়ে দেবে। রবি ঠাকুরের ড্রেস ঠিক আছে না ?

আমি বললাম, সবই ঠিক আছে। পায়ের স্পঞ্জের স্যান্ডেল ঠিক নাই। চটিজুতা! দরকার। উনি চটিজুতা পরতেন।

জানি। টাকার অভাবে কিনতে পারি না। দুইবেলা খাওয়া জুটে না, আর চটিজুতা। শুনেছি রবি ঠাকুর ছিলেন জমিদারের ছেলে, আর আমার বাবা ছিলেন মোটর মেকানিক। কার্বুরেটরের কাজ উনার মতো কেউ জানত না। মারা গেলেন ক্যানসারে। মৃত্যুর আগে আমারে বললেন, বাবা ছামাদ, যা করতে মন চায় করবি। একটাই উপদেশ, কার্বুরেটর ঠিক রাখবি। গাড়ির যেমন কার্বুরেটর ঠিক থাকলে সব ঠিক, মানুষেরও একই ঘটনা।

তোমার কার্বুরেটর কীভাবে ঠিক রাখছ ?

দুষ্ট কাজ কখনো করি না। খাওয়া জুটলে খাই, না জুটলে নাই। রবি ঠাকুর সাইজা মানুষের আনন্দ দেই। মানুষের আনন্দ দেওয়া বিরাট সোয়াবের কাজ।

টেবিলে পাউরগঠির কিছু গুঁড়া পড়ে ছিল। ছামাদ আঙ্গুলে করে পাউরগঠির গুঁড়া মুখে দিয়ে দিল। আমি বললাম, চলো তোমাকে চটিজুতা কিনে দেই। রবি ঠাকুর স্পঞ্জের স্যান্ডেল পরে ঘুরছেন এই দৃশ্য সহ্য হচ্ছে না।

আগে চা খাওয়ার ব্যবস্থা করেন। সকালে চা না খেলে অস্থির লাগে। একটা বিষয় বুঝলাম না, রবি ঠাকুর সাজলে অল্পতেই অস্থির লাগে। ভাইজান, উনি কি অস্থির ছিলেন ?

মনে হয় না। তিনি অস্থির প্রকৃতির হলে বাংলা সাহিত্যে অস্থিরতা চলে আসত। মূর্ছনার সৌজন্যে নির্মিত ই-বুক। তুমি উনার লেখা কিছু পড়েছ ?

ইঙ্গুলে তালগাছের লেখাটা পড়েছিলাম। ‘তালগাছ একপায় দাঁড়িয়ে’—ঢেটা। লেখাটায় ভুল আছে।

কী ভুল ?

উনি লিখেছেন ‘উকি মারে আকাশে’। গাছের কি চটখ আছে ? আসমানের দিকে ক্যামনে উকি মারবে। বিরাট ভুল না ?

আমি চুপ করে রইলাম। ছামাদ উৎসাহের সঙ্গে বলল, বড় মানুষ ভুল করেছে এইজন্যে পাবলিক কিছু বলে না। আপনে আমি ভুল করলে খবর ছিল। বিড়ি একটা খাবেন ? খালিপেটে বিড়ির আলাদা মজা। ধোঁয়া ব্রেইনের মধ্যে গিয়া লাগবে।

আমি খালিপেটে বিড়ি ধরিয়ে ধোয়া ব্রেইনে লাগানোর ব্যবস্থা করলাম।
ব্রেইনের চেয়ে ফুসফুসে বেশি লাগছে। কাশতে কাশতে জীবন বের হওয়ার
উপক্রম।

ছামাদ বলল, কেমন বুঝতেছেন?

আমি কাশতে কাশতে বললাম, ভালো বুঝতেছি।

ঠ্যাং উপরে মাথা নিচে—এই অবস্থায় বিড়ি কখনো খেয়েছেন?

না।

বিরাট মজা। প্রথমে মাথার মধ্যে একটা চক্র দেয়। তারপরে...

তারপরে কী?

এখন বলব না। প্র্যাকটিক্যালে দেখবেন। যদি অনুমতি দেন আজ সারা দিন
আছি আপনার সাথে।

সারা দিন তোমাকে নিয়ে আমি করব কী?

ছামাদ হাই তুলতে তুলতে বলল, আজ্ঞায়-বাক্সবের বাড়িতে নিয়া যাবেন।
বলবেন, রবি ঠাকুর নিয়া আসছি। অটেগ্রাফ নিতে চাইলে নাও। ছবি তুলতে
চাইলে তোলো। দশজনের মধ্যে আটজন বিশ্বাস করবে না। কিন্তু দুইজন বিশ্বাস
করবে। তখনই মজা। ভাইজান, চায়ের ব্যবস্থা কিন্তু এখনো করেন নাই।

আমি বিছানা থেকে নামতে নামতে বললাম, চলো মাজেদা খালার ফ্ল্যাটে
যাই। চা-নাশতা সেখানেই হবে।

মাজেদা খালা চোখ কপালে তুলে বললেন, বসার ঘরে কে বসে আছে?

আমি বললাম, অনুমান করো কে?

রবি ঠাকুর নাকি?

হ্যাঁ।

বলিস কী? উনি মারা গেছেন না?

তাঁর ক্লোন। বিজ্ঞানের আবিষ্কার।

বলিস কী? উনার ক্লোন হয়েছে? জানতাম না তো। একটা ভেড়ার ক্লোন
হয়েছে জানি, নাম ডলি।

নিজের চোখেই তো দেখলে। পত্রিকা পড়ো না, জানবে কীভাবে? আজকের
পত্রিকা পড়েছ? গুরুদেব সম্পর্কে নিউজ থাকার কথা।

খালা বললেন, আমার তো মনে হয় ড্রেস অ্যাজ ইউ লাইক। কেউ রবি ঠাকুর সেজেছে।

আমি বললাম, তুমি জীবনে কখনো ড্রেস অ্যাজ ইউ লাইকে কাউকে রবি ঠাকুর সাজতে দেখেছ? মূর্তি সাজে, মুক্তিযোদ্ধা সাজে। চুড়িওয়ালা, বাদামওয়ালা সাজে। রবীন্দ্রনাথ সাজে না।

খালা ফাঁপরে পড়ে গেলেন। আমি বললাম, চা-নাশতার ব্যবস্থা করো খালা। বিখ্যাত মানুষ। মূর্ছনার সৌজন্যে নির্মিত ই-বুক। চিরতার পানি আছে?

চিরতার পানি দিয়ে কী হবে?

রবি ঠাকুর সকালে নাশতার আগে এক গ্লাস চিরতার পানি খেতেন। ইনিও খান। তবে এক গ্লাস খান না। এক চামচ।

চিরতার পানি এখন কোথায় পাব?

তিতা করলা চিপে রস বের করে এক চামচ দাও। এতেই হবে।

নাশতা কী দেব?

গোশত-পরোটা, ডিমের ওমলেট।

উনি কি গরুর মাংস খান?

অবশ্যই। গরুই এখন উনার প্রধান খাদ্য।

তুই কি কাউকে রবি ঠাকুর সাজিয়ে নিয়ে এসেছিস?

এই কাজটা আমি কেন করব? আমার স্বার্থ কী?

সেটাও একটা কথা।

খালা চিন্তিত মুখে রান্নাঘরে চুকে গেলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই খালু সাহেবের ঘরে আমার ডাক পড়ল। খালু সাহেব খাটে হেলান দিয়ে বসে আছেন। তাঁর চোখমুখ কঠিন। দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। এটা নতুন কিছু না। সবসময় এরকমই থাকে। শুধু যখন কঠিন ডায়েরিয়া হয় তখনই তাঁর চোখমুখ স্বাভাবিক দেখায়। মনে হচ্ছে আজ তিনি ডায়েরিয়ামুক্ত। খালু সাহেবের সামনে একটা ইংরেজি খবরের কাগজ। যেসব বঙ্গভাষী ইংরেজি খবরের কাগজ পড়েন তাদের জাত আলাদা। আমি খালু সাহেবের বাঁ-পাশে রাখা সাইড টেবিলে বসতে বসতে বললাম, কেমন আছেন খালু সাহেব? ওরস্যালাইন চলছে নাকি চলছে না?

তিনি আমার দিকে না তাকিয়ে বললেন, চেয়ারে বসো। সাইড টেবিল বসার জন্যে না। আর শোনো, ডোক্ট ট্রাই টু বি ফানি। তুমি চার্লি চ্যাপলিন না।

আমি জায়গা বদল করলাম। খালু সাহেব শান্ত গলায় বললেন, তুমি নানাবিধ যন্ত্রণা তৈরি করেছ। বর্তমান যন্ত্রণাটির নাম কী?

আমি বললাম, কোন যন্ত্রণার কথা বলছেন ?

সোফাতে শয়ে সকালবেলা যে নাক ডাকিয়ে ঘুমাছে সে কে ?

তার ভালো নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । ডাকনাম ছামাদ । ছামাদ মিয়া ।

আমার সঙ্গে ফাজলামি করবে না । Speak out.

ছামাদ মিয়া রবীন্দ্রনাথ সেজেছে । সে আগে একটা চায়ের দোকানের ক্যাশিয়ার ছিল । টাকা চুরির অপরাধে চাকরি গেছে । তবে সে রবীন্দ্রনাথের কসম খেয়ে বলেছে যে, টাকা চুরি করে নি । ছামাদ বাবার উপদেশ মতো তার কার্বুরেটর ঠিক রেখেছে । যাদের কার্বুরেটর ঠিক তারা চুরি চামারি করে না । ছামাদের বাবা স্মোটর মেকানিক । তাঁর মটো হলো—‘কার্বুরেটর ঠিক থাকলেই সব ঠিক । হে মানব সম্প্রদায়, তোমরা কার্বুরেটর ঠিক রাখো ।’

অকারণ কথা বলবে না । বদটা রবীন্দ্রনাথ সেজেছে কেন ?

অল্পকথায় বলব, না ব্যাখ্যা করে বলব ?

অল্পকথায় বলো ।

সারা পৃথিবীতেই বিখ্যাত ব্যক্তির মতো সাজার প্রবণতা আছে । চার্লি চ্যাপলিনের জীবন্দশাতেই চার্লি চ্যাপলিন সেজে পাঁচজন ঘুরে বেড়াত । এদের আলাদা করা মুশ্কিল হতো । আইনস্টাইনের সময়ে তিনজন আইনস্টাইনের ভেক ধরেছিল । এক নকল আইনস্টাইন বিজ্ঞানী নীলস বোরের সঙ্গে দেখা করে বলেছিল—‘থিওরি অব রিলেটিভিটি বোগাস !’ আইনস্টাইনের কথা শুনে নীলস বোরের মাইল্ড স্ট্রোকের মতো হয়েছিল । তিনি বুঝতেই পারেন নি যে নকল আইনস্টাইনের সঙ্গে কথা হচ্ছে । আমাদের ছামাদও একই পথের পথিক ।

খালু সাহেব ইংরেজি খবরের কাগজ চোখের সামনে ধরতে ধরতে বললেন, তোমাকে তিন মিনিট সময় দিলাম । এই তিন মিনিটের মধ্যে তুমি ঐ বস্তু নিয়ে বিদায় হবে । আর কোনোদিন যেন তোমাকে এবং ঐ বস্তুকে আমার ফ্ল্যাটে না দেখি ।

আমি বললাম, তিন মিনিটের মধ্যে তো খালু সাহেব বিদায় হতে পারব না । গুরুদেব নাশতা করবেন । দু'কাপ চা খাবেন । চা খাবার পর তার পাইখানা ক্লিয়ার হবে । তারপর তিনি যাবেন । উনি আপনার ফ্ল্যাটে এসেছেন পাইখানা ক্লিয়ার করার জন্যে ।

খালু সাহেবের হাত থেকে পত্রিকা পড়ে গেল । তিনি তাকিয়ে আছেন আমার দিকে । তাঁর চোখে আগুন দাউদাউ করছে । খালু সাহেব সাধু-সন্ন্যাসী পর্যায়ের কেউ হলে তাঁর চোখের আগুনে আমি ভুঁ হয়ে যেতাম । ভাগিয়ে তিনি সাধু-হিমুর নীল জোছনা-২

সন্নাসী না। ইংরেজি খবর পড়া বাঙালি সন্তান, যার মাসে দু'বার সিরিয়াস
ভাষেরিয়া হয়।

You get lost!

আমি মধুর ভঙ্গিতে হেসে ঘর থেকে বের হয়ে এলাম।

টেবিলে নাশতা দেওয়া হয়েছে। মাজেদা খালা এবং তাঁর নতুন কাজের মেয়ে
হামিদা পাশেই দাঁড়িয়ে। মাজেদা খালার চোখে কৌতুহল। হামিদার চোখে ভয়।
কাজের মেয়েরা কী কারণে জানি ভয় পেতে পছন্দ করে।

গুরুদেব টেবিলে বসে খাবারের উপর ঝাপিয়ে পড়লেন। মাজেদা খালা
বললেন, চায়ের কাপে করলার রস। আগে করলার রস খান। গুরুদেব বললেন,
করলার রসের আমি কেঁথা পুড়ি।

মাজেদা খালা এবং হামিদা মুখ চাওয়া-চাওয়ি পর্বের ভেতর দিয়ে গেল।
'কেঁথা পুড়ি' রাবীন্দ্রিক ভাষার মধ্যে পড়ে না।

ছামাদ কাজের মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি বুয়া?

বুয়া এক পা পিছিয়ে গিয়ে বলল, জে স্যার।

চুরি করবা না খবরদার। কার্বুরেটর ঠিক রাখবা।

বুয়া চিঞ্চিত গলায় বলল, জে আচ্ছা রাখুম নে।

ঘরে পান আছে না?

জে আছে। মুর্ছনার সৌজন্যে নির্মিত ই-বুক।

জর্দি দিয়ে পান রেডি রাখো।

জে আচ্ছা।

মাজেদা খালা ফিসফিস করে বললেন, উনি কি দুপুরে যাবেন? দুপুরে খেলে
উনার পছন্দের খাবার তৈরি করতাম।

আমি বললাম, অন্য কোনো দুপুরে এসে খেয়ে যাব। আজ উনি অনেক
জায়গায় যাবেন। খালু সাহেবের গাড়িটা পাওয়া গেলে ভালো হতো। উনার মতো
মানুষকে নিয়ে তো রিকশায় করে যাওয়া যায় না। দেখি কী করা যায়।

খালু সাহেব নতুন গাড়ি কিনেছেন—টয়োটা আলাফার্ডো না কী যেন নাম।
নিচ্ছয়ই দামি গাড়ি। কারণ এই গাড়ি বের করা হয় না। গ্যারেজে জামা গায়ে
দিয়ে রাখা হয়। ড্রাইভার মজিদ সওহে দুইদিন গাড়ির গায়ে কী সব ক্রিম ঘষাঘষি
করে।

গুরুন্দেবকে নিয়ে আমি নিচে নামতেই খালু সাহেবের ড্রাইভার মজিদের সঙ্গে
দেখা। আমি বললাম, মজিদ! উনাকে চিনেছ? মজিদ বলল, উনারে চিনব না! কী
বলেন হিমু ভাই। উনার গানের সিডিতে আমার গাড়ি ভর্তি।

মজিদ এগিয়ে এসে পা ছুঁয়ে কদমবুসি করল। আমি বললাম, নতুন গাড়িটা
বের করো। আজ উনাকে নিয়ে ঘূরব। পত্রিকার অফিসে যেতে হবে। ইন্টারভিউ-
এর কোনো ব্যবস্থা করা যায় কি না দেখা দরকার। টিভি চ্যানেলগুলির সঙ্গে কথা
বলতে হবে। একটা টকশো'র ব্যবস্থা যদি হয়ে যায়। চ্যানেলগুলিতে রান্নারও
নানান অনুষ্ঠান হয়। সেখানে উনাকে সেলিব্রেটি হিসাবে উপস্থিত করার চেষ্টা করা
যেতে পারে। রান্নার একটা অনুষ্ঠান 'বাংলার ভর্তা'। সেখানে উনি একটা রেসিপি
দিতে পারেন—'কাঁচকলার খোসার ভর্তা'। রান্নার ফাঁকে ফাঁকে বাংলা সাহিত্য
নিয়ে কথা বললেন।

খালু সাহেবের দামি গাড়ি চলছে। আমি বসেছি ড্রাইভারের পাশে। ছামাদ
পেছনের সিটে আয়েসি ভঙ্গিতে বসা। গাড়িতে গান বাজছে। গুরুন্দেবের গান—

'আহা আজি এ বসন্তে'

ছামাদ বলল, ভাইজান, কিমানি গান না। হিন্দি ছাড়েন। শমসাদ বেগমের
সিডি আছে? উনার একটা গান 'সাইয়া দিলমে আনা রে' নোবেল প্রাইজের
যোগ্য। আজেবাজে জিনিস নোবেল পায়। ভালোটা পায় না। আফসোস।

হিন্দি গানের ক্যাসেট খুঁজে পাওয়া গেল না। ইংরেজি খবরের কাগজ পড়ুয়া
বঙ্গসন্তানরা হিন্দি গান শোনেন না। তাঁরা রবীন্দ্র, অতুলপ্রসাদ, দিজেন্দ্র গীতিতে
নিজেদের আটকে রাখেন।

ভাইজান, আমরা কই রওনা দিলাম?

বুঝতে পারছি না। প্রথম যাচ্ছি কোনো একটা টিভি চ্যানেলের অফিসে।
দেখি কিছু করা যায় কি না।

আপনার মতলব তো বুঝতেছি না। মতলব খোলাসা করেন।

আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, মতলব আমি নিজেও বুঝতে পারছি না।
দেখি কী হয়। প্রথম চেষ্টা টকশো।

ছামাদ বলল, জিনিসটা কী?

কথা বলার অনুষ্ঠান। কথা বলতে পারো তো?

এক বছর বয়স থাইকা কথা বলা ধরেছি। প্রথম কথা কী বলি শুনতে চান?
চাই।

বাপজানের কাছে শুনেছি আমার প্রথম কথা—'ঘাউ'।

ঘাউ কী ?

হ্যাদু দৃঃবিত গুণায় বলন, জানিবা কী। মিভুয়লে কী ভইয়া বলেছি কে জানে। এখনো ঘাউ ঘণ্ট্যে চিতা বন্ধি—ঘাউ কেন বলতাম। যেউ বললেও শুনতাম ফুসুরের ভাষা। ঘাউটা কী ?

হ্যাদু চোধ বষ কুলন। এমন হ্য 'ঘাউ' কেন বলত তা-ই ভাবছে। আমি নিজেও চোধ বষ কুলনাম। আমারও সৈশৱের কেরার ছেঁটা।

সৈশৱে আমার প্রিয় বই ছিল মোহন সিরিজ। দক্ষ মেহনের বোধাকুর কাওকারখানা। তার ঘামবলেবা। একটা বহুতে পড়লাম দস্তু মোহনকে পদ্মার মুক্ত লক্ষ্মীর ডেকে ধোঁ হলো। তাকে বতায় ভৱে, বতার মূখ সেমাই করে পদ্মার মেলে অঞ্চল ঢেলে ভেল।

এর পরপরই দেখক লিখেন, 'তাহার পুরো কীভাবে কী ঘটিল কে জানে, দস্তু মোহনকে দেখা দেল পদ্মার পাড়ে বসিয়া হসিমুখে ছুঁট টানিতছে।'

দেখক সত্ত্বত দস্তু মোহনকে বতায় ভেতর থেকে উদ্বারের কোনো উপায় খুঁজে না পেয়ে কীভাবে কী ঘটিল কে জানের আশ্রয় নিয়েছেন।

হ্যাদের বিষয়েও আমি নিখতে পাই—'কীভাবে কী ঘটিল কে জানে, হ্যাদকে দেখা দেল পরিবেশ ও বন্ধনীর অন্মে একটি টিভি চ্যানেলে আকাঙ্ক্ষার দিতেছে।'

এখনকার পাঠকরা আনেক অচেতন। কাজেই 'কীভাবে কী ঘটিল কে জানে'-তে যাওয়া যাচ্ছে না। কীভাবে ঘটেছে তার ব্যাখ্যায় যেতেই হবে।

হ্যাদকে নিয়ে আমি একটি টিভি চ্যানেলের অফিসে ছুকলাম। চ্যানেলের বায দিছি না। তারা ঘাষলা-মোকদ্দমা করে দিতে পারে। ধোঁ ঘাক টিভি চ্যানেলের বায 'চ্যানেল অঁধি'।

বিসিপশলে এক ট্যারা ফুকুরী বলে আছে। চ্যানেলের ঘানিকুরা তাদের অব আব্যায়বঞ্চকে চ্যানেলে ঢাকারি দেন। এই ক্লপশী ট্যারার অন্ম ক্ষেত্রেও কিছু হস্তিল না বলেই ঘনে হ্য এখানে কাজ পেয়েছে।

ট্যারারা কার দিকে তাকিয়ে কথা বলছে বোঁৰা কঠিন। তাদের ধন্ম কথাবার্তার অধৃত জটিল অবস্থিতে থাকতে হ্য। তরশী আমাকে কিংবা হ্যাদকে বিরুদ্ধ ঘূর্ণে বলন, 'আমাপচানিতা' অঙ্গানে এসেছেন ?

আমি বললাম, জি শ্যাভাম। উনি এসেছেন, আমি আরেব পিএ।

এত লেট করেছেন। বাহুত অমুঠাম। ঘন্টা ঘয়েদয় বলে আছেন। অমুঠাম শুন হয়েছে। দর্শকুরা অৱাসি টেলিফেন করছেন। এমুনি চলে যান চার ঘন্টা ছুটিগতে।

আমি বললাম, চার নম্বর স্টুডিও তো চিনি না।

রিসিপশনিস্ট বলল, আসুন আমার সঙ্গে।

মহিলা ছুটতে ছুটতে যাচ্ছে, আমরাও তার পেছনে ছুটছি। এর মধ্যে মহিলা মোবাইল টেলিফোনে কাকে যেন বলল, সমুদ্র স্যার। উনি চলে এসেছেন। আমি নিয়ে যাচ্ছি। মূর্ছনার সৌজন্যে নির্মিত ই-বুক। সিচুয়েশন আভার কন্ট্রোল।

স্টুডিওতে আমি ঢুকতে পারলাম না। বাইরে বসে রইলাম। যেখানে বসে আছি সেখানে এক বিশাল ফ্ল্যাটক্রিন টিভি। টিভিতে দেখছি ক্লপবতী হাস্যমুখী এক উপস্থাপিকা। শুধু তার ঠোঁট কুচকুচে কালো। আজকাল কালো লিপস্টিকের চল হয়েছে। দেখেই মনে হয় বিড়ি খাওয়া মহিলা। উপস্থাপিকার পাশে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়। উনি বেঁটে এবং স্কুলকায়। পায়জামা-পাঞ্জাবির সঙ্গে মুজিবকোট পরেছেন। মুজিবকোট বঙবন্ধুকেই মানায়। এই কোট বেঁটে এবং মোটারা পরলে তাদের লাগে পেঙ্গুইন পাখির মতো। মন্ত্রী মহোদয়ের পাশে হাস্যমুখী ছামাদ। বাকি ঘটনা নিষ্ক্রিয়।

উপস্থাপিকা : যানজটের কারণে আমাদের একজন অতিথির অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে সামান্য বিলম্ব হয়েছে। তার জন্যে দর্শকমণ্ডলির কাছে আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করছি। অতিথির পরিচয় দিচ্ছি, তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতিস্পন্দন পরিবেশ বিজ্ঞানী ডা. সালাত হোসেন খান। কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত পরিবেশ বিষয়ক...

ছামাদ : ম্যাডাম, সামান্য মিসটেক হয়েছে। আমার নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আপনি ইচ্ছা করলে আমাকে রবিদা বলতে পারেন।

[মন্ত্রী মহোদয় এবং উপস্থাপিকার মুখ চাওয়াচাওয়ি। উপস্থাপিকার মুখের হাসি নিতে গিয়েছিল, তিনি অতিদ্রুত সেই হাসি নিয়ে এলেন।]

উপস্থাপিকা : আপনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মানে! কোন রবীন্দ্রনাথ?

ছামাদ : তালগাছ রবীন্দ্রনাথ।

‘তালগাছ উকি মারে আকাশে’। যদিও ইহা সম্ভব নহে। তালগাছের চক্ষু নাই। আপু, ঐ গান্টা কি শুনেছেন—‘ও আমার চক্ষু নাই রে’?

মন্ত্রী মহোদয় : What is happening? Who is this person?

ছামাদ : (মুখভর্তি হাসি। পকেট থেকে বিড়ির প্যাকেট বের করতে করতে) আপু, এখানে কি বিড়ি খাওয়া যাবে? (মন্ত্রী মহোদয়ের দিকে বিড়ির প্যাকেট বাড়িয়ে) স্যার, একটা টান দিয়া দেখেন মাথায় কেমুন চক্র দেয়।

(রিং বাজছে)

উপস্থাপিকা : (এখনো মুখভর্তি হাসি) দর্শকদের একজন টেলিফোন করেছেন। ভাই, আপনি আপনার বাসার টিভি সেটের সাউন্ড কমিয়ে দিন। এখন বলুন আপনার নাম কী ?

দর্শক : নূরে আলম।

উপস্থাপিকা : আপনি কোথেকে টেলিফোন করেছেন ?

দর্শক : মগবাজার।

উপস্থাপিকা : মগবাজার থেকে জনাব নূরে আলম টেলিফোন করেছেন। আপনি কার সঙ্গে কথা বলতে চান ?

দর্শক : গুরুদেবের সঙ্গে।

রবিদা, ভালো আছেন ?

ছামাদ : ভালো আছি।

দর্শক : আপনি রিয়েল না ফলস ?

ছামাদ : (বিড়ি ধরানোর চেষ্টা করছেন বলে জবাব দিতে পারছেন না।)

মন্ত্রী মহোদয় : প্রচার বন্ধ হচ্ছে না কেন ?

দর্শক : রবিদা, আপনার পায়ে স্পঞ্জের স্যাবেল কেন ?

ছামাদ : ভাই, চটিজুতা খরিদ করতে পারি নাই। এখান থেকে বের হয়ে খরিদ করব ইনশাল্লাহ।

মন্ত্রী মহোদয় : অনুষ্ঠান এক্ষুনি বন্ধ করা প্রয়োজন। সমুদ্র কোথায় ? সমুদ্র।

ছামাদ : স্যার সমুদ্র কর্মবাজারে। এখানে সমুদ্র কই পাবেন!

উপস্থাপিকা : (মুখের হাসি আরো বিস্তৃত) কারিগরি ক্রটির কারণে আলাপচারিতা অনুষ্ঠানটি এখন প্রচার করা যাচ্ছে না বলে আমরা দুঃখিত। দর্শকদের জানাচ্ছি শুভেচ্ছা।

অনুষ্ঠান প্রচার বন্ধ হয়ে গেল। শুরু হলো ছায়াছবির গানের অনুষ্ঠানের ফিলার। কাকতালীয়ভাবে সেই অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের গানের সঙ্গে নাচ হচ্ছে। বর্ষার গান—“আজি ঝরবার মুখের বাদল দিনে।” নাচছেন অভিনেত্রী তানিয়া। ছবির নাম ‘নয় মন্ত্র বিপদ সংকেত’।

আমি মুক্ত হয়ে নাচ দেখছি। ঘরে পাঞ্জাবি পরা এক লোক তুকেছেন। তিনি ক্ষুঁক গলায় বলছেন, রবীন্দ্রনাথকে কে নিয়ে এসেছে খুঁজে বের করো। স্যাবোটাজ হয়েছে। বিরাট স্যাবোটাজ। পুলিশে কি খবর দেওয়া হয়েছে ?

চারদিকে ছোটাছুটি হচ্ছে। এখন আর চ্যানেলের অফিসে থাকা সমীচীন নয় বলে কেটে পড়ার প্রস্তুতি নিলাম। ‘য পলায়তি স জিবতী।’

কেটে পড়া সম্ভব হলো না। রিসিপশনের মেয়েটি বলল, আপনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিএ না?

জি।

আপনি কোথায় যাচ্ছেন?

ম্যাডাম চলে যাচ্ছি। গুরুদেবকে রেখে গেলাম। টকশোতে সামান্য ঝামেলা হয়েছে। তাতে সমস্যা নেই, অন্য যে-কোনো অনুষ্ঠানে তাঁকে চুকিয়ে দিতে পারেন। আপনাদের একটা অনুষ্ঠান আছে না—‘জাপানি রান্না’? গুরুদেব জাপানি রান্নায় আগ্রহী। তাঁর একটা বই আছে ‘জাপান যাত্রীর পত্র’, সেখানে...

কথা বলবেন না। এবং পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবেন না। পুলিশকে খবর দেওয়া হয়েছে। পুলিশ আসছে। আপনারা দু'জনই থানায় যাবেন।

আমি বিনয়ের সঙ্গে বললাম, ম্যাডাম কাজটা কি ভালো হবে? ‘রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রেফতার’—শুনতেও খারাপ। আপনাদের চ্যানেলে প্রেফতার হয়েছেন এটা আপনাদের জন্যে ব্যাড পাবলিসিটি।

কথা শেষ হওয়ার আগেই পুলিশ চলে এল। আমাদের তিনজনের স্থান হলো ধানমণি থানার হাজতে। আমি, ছামাদ এবং খালু সাহেবের ড্রাইভার মজিদ। মজিদ হতভস্তু! এটাই নাকি তার প্রথম হাজত খাটো।

মজিদ বারবার বলছে, আমারে কেন পুলিশ ধরল! আমি করেছি কী? আমি একজন মুক্তিযোদ্ধার সন্তান। আমার বাবা ভুরুঙ্গামারীতে যুদ্ধ করেছেন।

ছামাদ বলল, ভুরুঙ্গামারী জায়গাটা কোথায়?

মজিদ বিরক্ত গলায় বলল, আমি জানব কীভাবে? যুদ্ধ তো আমি করি নাই। আমার বাবা করেছেন।

আপনার বাবা যেখানে যুদ্ধ করেছেন সেখানে আপনি যাবেন না? দেখে আসবেন না? আপনার তো কার্বুরেটর ঠিক নাই।

আমার আবার কার্বুরেটর কী? আমি গাড়ি নাকি? আপনি রবীন্দ্রনাথ হয়েছেন বলে যা মন চায় বলবেন?

আমি যে-কোনো পরিস্থিতিতে নিজেকে মালিয়ে নিতে পারি। এই গুণটি আমি ছামাদের মধ্যেও দেখলাম। দেয়ালে হেলান দিয়ে সে নির্বিকার ভঙ্গিতে বিড়ি টানছে। মজিদ অস্ত্রি। সে হাঁটাহাঁটি করছে। একটু পরপর বলছে, কী করি কন তো?

পুলিশ কনষ্টেবলদের একজন পুরোপুরি বিভ্রান্ত । লোহার গরাদের ফাঁক দিয়ে
একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে । চলে যায় আবার আসে । এক পর্যায়ে সে
নিজের কৌতুহল সামলাতে না পেরে আমাকে বলল, দাঢ়িওয়ালা উনার পরিচয়
কী ?

আমি বললাম, উনার নাম রবীন্দ্রনাথ ।

বিশ্বকবি ?

হঁ ।

উনার মতো মানুষ হাজতে । কী অবস্থা ! তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে
একবার দেখলাম সব বিশিষ্টজন গ্রেফতার । হাসিনা আপা, খালেদা ম্যাডাম । এখন
বিশ্বকবি হাজতে । মূর্ছনার সৌজন্যে নির্মিত ই-বুক । উনি করেছেন কী ?

অভিযোগ এখনো তৈরি হয় নাই । ‘টিভি চ্যানেলে হামলা’ জাতীয় কিছু হবে ।

উনি বিড়ি টানতেছেন দেখে মনটা দেওয়ানা হয়েছে । সাধারণ কেউ তো না ।
বিশ্বকবি । জিজ্ঞেস করেন তো উনি চা খাবেন কি না ।

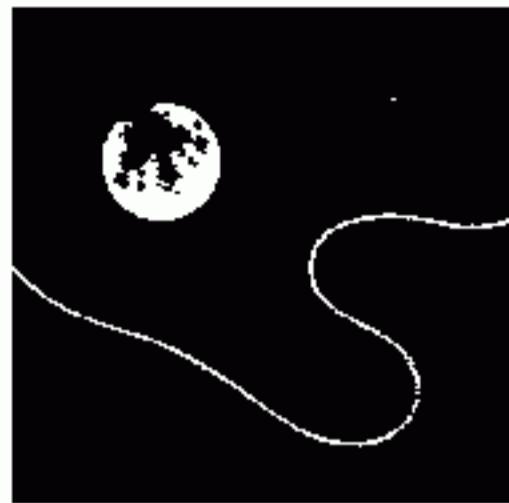
আপনি নিজেই জিজ্ঞেস করুন ।

পুলিশ কনষ্টেবল বিনীত গলায় বলল, কবি সাব, চা খাবেন ? চা এনে দেই ?

ছামাদ তার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘ঘাউ’ ।

পুলিশ কনষ্টেবল লাফ দিয়ে সরে গেল ।

শুক্র হলো আমাদের হাজতবাস ।



আমরা তিনজন ওসি সাহেবের খাস কামরায়, তার মুখোমুখি বসেছি। ওসি সাহেবের চেয়ারটা মনে হয় নতুন কেনা হয়েছে। গদির সঙ্গে লাগানো পলিথিনের ঢাকনা এখনো খোলা হয় নি। চেয়ারটা রিভলভিং। ওসি সাহেব অস্ত্রির প্রকৃতির। সারাক্ষণই চেয়ার ঘোরাচ্ছেন। একবার এদিকে তাকাচ্ছেন, পরমুহূর্তে সাঁই শব্দে চেয়ার ঘুরে যাচ্ছে।

ওসি সাহেবের বাঁপাশে সিভিল ড্রেসে একজন বসে আছেন। তার হাতে ওয়াকিটকি। এতে বোৰা যাচ্ছে তিনিও পুলিশের একজন। তার মুখভর্তি বসন্তের দাগ। এই ধরনের খাবলা খাবলা মুখ আজকাল আর দেখা যায় না। চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির কারণে অনেক ইন্টারেন্সিং বিষয় থেকে আমরা বঞ্চিত হচ্ছি।

ওসি সাহেবের হাতেও ওয়াকিটকি। তিনি বিরক্তমুখে কার সঙ্গে যেন কথা বলছেন। এর মধ্যে মজিদ বলল, স্যার আমি একজন জেনুইন মুক্তিযোদ্ধার সন্তান। আমার পিতা ভুরুঙ্গামারিতে ফাইট করেছেন। উনার সাথীরা সবাই মারা পড়েছেন। আমর পিতাও মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরে এসেছেন।

ওসি সাহেব হৃষ্টার দিয়ে উঠলেন, আমি একজনের সঙ্গে কথা বলছি দেখস না বদমাইশ? থাপড় খেতে চাস? পুলিশের থাপড় কখনো খেয়েছিস?

জি-না স্যার।

বিড়বিড় করছিস কী জন্যে?

দোয়া পড়তেছি স্যার। দোয়ায়ে ইউনুস। ইউনুস নবী মাছের পেটে এই দোয়া পড়ে খালাস পেয়েছিলেন।

মনে মনে পড়, ঠোট নাড়বি না। ঠোট নড়লে সুই দিয়ে ঠোট সিলাই করে দেব।

ঠোট আর নড়বে না স্যার।। Promise.

ওসি সাহেব ওয়াকিটকি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তার গলা দিয়ে বুলন্দ আওয়াজ বের হচ্ছে। তিনি মাঝে মাঝে চেয়ারটা পুরোপুরি ঘোরাচ্ছেন। ৩৬০

ডিগ্রি এসেল পূর্ণ করছেন। তিনি যে মজা পাচ্ছেন তা বোঝা যাচ্ছে। উনার নাম নাজমুল হুদ। প্লাস্টিকের লেখা নাম। পক্ষেটের উপর লাগানো। ‘হুদ’ কারও নাম হতে পারে না। আরবের এক পাখির নাম হুদ। মনে হয় ‘হুদা’ নাম। আকার পড়ে গেছে।

নাজমুল হুদ ওয়াকিটকি মুখের কাছে নিয়ে বললেন, স্যার এখন আপনি ডিসিশান দিন—এই তিনটাকে নিয়ে আমি কী করি। মন্ত্রী মহোদয়ের টেলিফোন পেয়ে ছুটে গেছি। তিনটাকে ধরে নিয়ে এসেছি। এখন কী? চ্যানেল অঁধির সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। তারা কোনো মামলা করবে না বলে জানিয়েছে।

মন্ত্রী মহোদয়ের পিএস-এর সঙ্গে কথা বললাম। তিনি বললেন, স্যার কিছুই বলবেন না। উনি কোনো দায়িত্বও নিবেন না। প্রথমবার মন্ত্রী হয়েছেন তো, কোনো বামেলা চান না। তিনি মিডিয়ার ভয়ে অস্থির। তাঁর সংবর্ধনার জন্যে অঙ্গলে ১৮৩টা তোরণ করা হয়েছিল। মিডিয়ায় সেই খবর চলে আসার পর থেকে তিনি মিডিয়া ভয় পান। এখন স্যার আপনি একটা ডিসিশান দিন। জি স্যার, আপনার কথা বুঝতে পারছি। Over.

বসন্তের দাগওয়ালা বিরক্ত মুখে বললেন, আপনি এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন বুঝলাম না। হাজতে থাকুক, সকালে কোটে চালান করে দিব। এখন পর্যন্ত তো ডলাও থায় নাই। পুলিশের হাতে ধরা খেয়েও ডলা ছাড়া পার হবে এটা ঠিক না। পুলিশের উপর থেকে পাবলিকের ভয় চলে যাবে। রাতে আমার হাতে ছেড়ে দেন, পাকিস্তানি ডলা দিয়ে সকালবেলা কোটে চালান করে দেব।

কোটে যে চালান করবেন চার্জ কী?

একটা কিছু দিলেই হয়। উলফা কানেকশন, দশ ট্রাক অস্ত্র মামলা। উলফায় যেতে না চান, উদীচী বোঝা হামলা আছে। আমাদের হাতে জিনিসের তো অভাব নাই।

নাজমুল হুদ বললেন, এদের সামনে এই আলোচনাটা না করলে ভালো হয়।

বসন্তওয়ালা বিরস মুখে বললেন, ডলা ঠিকমতো পড়লে আলোচনা কিছুই মনে থাকবে না।

পাকিস্তানি ডলা, পাকিস্তানি ডলা বলছেন। জিনিসটা কী?

সেভেনটিওয়ানে অনেকে এই ডলা খেয়েছে। উপরের চামড়া টাইট থাকে, ভিতরের হাত্তি ছাতু হয়ে যায়।

না না, আমার থানায় এইসব চলবে না।

বসন্ত দাগওয়ালা হতাশ হয়ে ঠোট কামড়াচ্ছেন। কিছু মানুষ অঞ্জলেই হতাশাগ্রস্ত হয়।

নাজমুল হৃদ ছামাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, এই তুই রবি ঠাকুর সেজেছিস
কী জন্যে ?

ছামাদ বলল, ঘাউ !

ওসি সাহেব কিছুক্ষণের জন্যে শক্ত হয়ে গেলেন। সম্ভবত রবিঠাকুরের কাছ
থেকে তিনি ‘ঘাউ’ আশা করেন নি। নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, তুই কী বললি ?

ছামাদ বলল, ঘাউ। এবারের ঘাউ আগের চেয়েও জোরালো। বসন্তের
দাগওয়ালা চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে ছিলেন। তিনি মেরুদণ্ড সোজা করে
বসলেন। তার চোখে মুখের ভঙ্গি বলছে—খাইছি তোরে। পাকিস্তানি ডলা কামিং।

ওসি সাহেব বললেন, তুই যদি আরেকবার ঘাউ বলিস, তাহলে আমার
হাতের ব্যাটনটা তোর মুখ দিয়ে চুকিয়ে দেব। মুখ ছাড়া অন্য কোনো জায়গা
দিয়ে চুকাতে বলতাম। ইংরেজি সাহিত্যে এমএ করেছি বলে বলতে পারছি না।
মুখে বাঁধছে।

আমি গলাভর্তি আনন্দ নিয়ে বললাম, স্যার আপনি ইংরেজি সাহিত্যে এমএ ?

নাজমুল হৃদ বললেন, তাতে তোর কোনো সমস্যা ?

জি-না স্যার।

এমএ-তে শেষ না। কবি রবার্ট ফ্রন্টের উপর এমফিল করেছি। বিশ্বাস হয় ?

আমি বললাম, বিশ্বাস হয় না স্যার।

নাজমুল হৃদ হতাশ গলায় বললেন, আমার নিজেরই বিশ্বাস হয় না।

মজিদ বলল, আমার বিশ্বাস হয় স্যার। আপনারে দেখলেই বুঝা যায় আপনি
বিরাট জ্ঞানী। আপনার চোখেমুখে জ্ঞান।

তোরে না বললাম ঠোঁট নাড়াবি না। ঠোঁট নাড়ালি কোন সাহসে ?

স্যার ভুল করেছি। মাফ করে দেন। আর একটা কথা যদি বলি তাহলে মাটি
থাই।

নাজমুল হৃদ তাকালেন ছামাদের দিকে। কঠিন গলায় বললেন, যা জিজেস
করব জবাব দিবি। মুর্ছন্নার সৌজন্যে নির্মিত ই-বুক। ঘাউ করবি না।

ছামাদ বলল, ঘাউ করব না স্যার। ঘাউ করলে আমিও মাটি থাই।

তুই থাকিস কোথায় ?

আগে গোরানে থাকতাম। তিন কাঠা জমির উপরে বাপ একটা দোতলা বাড়ি
করেছিলেন। সেই বাড়ি ছাতলীগের কংকল ভাই দখল করেছেন। সেখানে বঙ্গবন্ধু
জ্ঞান বিকাশ কেন্দ্র খুলেছেন।

জ্ঞান বিকাশ কেন্দ্রে কী হয় ?

উনারা ক্যারাম খেলেন, তাশ খেলেন। গল্লগুজব করেন। সঙ্ক্ষয়ির পর লাল
পানি থান বলে শুনেছি। নিজের চোখে দেখি নাই। শোনা কথায় বিশ্বাস করা ঠিক
না।

ছামাদের কথায় ওসি সাহেবের মনে হলো মন সামান্য নরম হয়েছে। তাঁর
গলা উঁচুপর্দা থেকে মধ্যমপর্দায় লেমে এল। তিনি বললেন, বাড়ির দখল নেওয়ার
চেষ্টা করিস নাই?

একটা মামলা করেছিলাম। পরের দিন মামলা তুলে নিয়ে কংকন ভাইয়ের
পায়ে ধরে মাফ চেয়েছি। উনার হাতে চুমু খেয়েছি।

হাতে চুমু খেয়েছিস কেন?

পুরুষ মানুষ, এইজন্যে হাতে চুমু খেয়েছি স্যার।

চা খাবি?

খাব স্যার। আপনার অসীম দয়া।

ওসি সাহেব হাই তুলতে তুলতে বললেন, রবীন্দ্রনাথ সেজে আর খবরদার
ঝামেলা করবি না। চা খেয়ে বিদায় হয়ে যা।

জি আচ্ছা।

বসন্ত দাগওয়ালা বললেন, কাজটা আপনি ঠিক করছেন না স্যার। পরে
বিপদে পড়তে পারেন। র্যাবের হাতে দিয়ে দিন—ক্রসফায়ারে ঝামেলা শেষ করে
দিবে। ওদের কাজকর্ম আমার পছন্দ। ধর তঙ্গা মার গ্যাজাল।

ওসি সাহেব অন্যমনস্ক গলায় বললেন, তাও করা যায়।

ছামাদ বলল, চা লাগবে না স্যার। যদি অনুমতি দেন আমরা আপনাকে
কদমবুসি করে এখনই চলে যাই।

নাজমুল হৃদ বললেন, কদমবুসি করতে হবে না। চলে যা। আর শোন, তুই
তুই করে বলেছি বলে কিছু মনে নিবি না। পুলিশে চাকরি করার কারণে ভদ্রতা
গেছে। অথচ এই আমি একসময় এমফিল করেছি রবার্ট ফ্রন্টের উপর।

"Woods are lovely dark and deep
And I have promised to keep
And miles to go before I sleep."

আমরা তিনজন একসঙ্গে উঠে দাঁড়াম। থানার গেট থেকে বের হয়ে
তিনজন তিনদিকে হাঁটা। রবীন্দ্রনাথ প্রথমে কিছুক্ষণ গভীর ভঙ্গিতে হাঁটছিলেন।
তারপর এদিক-ওদিক তাকিয়ে বেড়ে দৌড় দিলেন। বাঙালির স্বভাব হলো
কাউকে দৌড়াতে দেখলে তার পেছনে পেছনে দৌড়াবে। দুইজন টোকাই এবং
একজন মধ্যবয়স্ক লুঙ্গিপরা মানুষকে তার পেছনে পেছনে দৌড়াতে দেখলাম।

মুক্তিযোদ্ধার সন্তান মজিদও দৌড়াচ্ছে। তার পেছনে কেউ নেই। সে দৌড়াতে দৌড়াতে এক চলন্ত বাসের হ্যান্ডেল ধরে ঝুলে পড়ল। বেচারা ভালো ভয় পেয়েছে।

কোথায় যাওয়া যায় বুঝতে পারছি না। হাজতবাসের জন্যে প্রস্তুত ছিলাম। হাজতবাস হচ্ছে না বলে সিটেমে গুগলে হয়ে গেছে। হাজতের কাছাকাছি কোথাও রাত কাটাতে ইচ্ছা করছে। এই সমস্যা সবারই হয়। ফাঁসির এক আসামিকে ফাঁসির মধ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। গলায় দড়ি পরাবার আগে আগে রাষ্ট্রপতির ক্ষমা ঘোষণার খবর চলে এল। জেলার তার পাছায় লাথি দিয়ে বললেন, যা বাড়ি চলে যা। সে বাড়ি গিয়ে ফ্যানের সঙ্গে লাইলনের দড়ি লাগিয়ে ঝুলে পড়ল। মূর্ছনার সৌজন্যে নির্মিত ই-বুক। খেল খতম ফাঁসি হজম।

ক'টা বাজে জানা দরকার। ঘড়ি দেখে ঠিক করতে হবে রাতটা কোথায় কাটাব। মেসে যেতে ইচ্ছা করছে না। রাত ঘনি এগারোটাৱ কম হয় তাহলে বাদলের কাছে চলে যাব। এগারোটাৱ বেশি হলে ধানমণি থানায় ফিরে গিয়ে ওসি সাহেবকে বলব, স্যার রাতটা হাজতে থাকতে দিন। আপনার পায়ে ধরি। | touch your foot.

আজকাল হাতঘড়ির চল উঠে গেছে। সময় জিজ্ঞেস করলে লোকজন বিরক্ত হয়। কারণ সময় জানতে তাকে মোবাইল ফোন বের করে টেপাটিপি করতে হয়। সময় ঘড়ির কাছ থেকে চলে গেছে মোবাইল ফোন সেটের কাছে।

লাইটপোস্টের কাছে মোটামুটি উদাস দৃষ্টির এক ভদ্রলোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে এগিয়ে গেলাম। বিনীত গলায় বললাম, ভাই, কয়টা বাজে ?

ভদ্রলোক বললেন, সঙ্গে ঘড়ি নাই।

মোবাইল সেটটা দেখে বলুন কয়টা বাজে।

মোবাইল ফোন সেট নাই। চুরি গেছে।

ভদ্রলোকের কথা শেষ হওয়ার আগেই তার ফোন বেজে উঠল। তিনি বিনুমাত্র লজ্জিত বোধ করলেন না। উঁচুগলায় কথাবার্তা চালাতে লাগলেন।

আফতাব ? ভালো আছ ? আমি ঢাকায় না তো। ঢাকায় থাকলে অবশ্যই তোমার সঙ্গে দেখা করতাম। আমি এখন রাজশাহীতে। সন্তানবানিক থাকব। হ্যাঁ, তোমার বিপদের কথা শুনেছি। সো স্যাড।

আমি ভদ্রলোকের পাশে দাঁড়িয়ে আছি। মোবাইল ফোনের কারণে তিনি ঢাকায় থেকেও রাজশাহীতে অবস্থান করতে পারছেন। এটাকে বিজ্ঞানের ‘পশ্চাত্যাত্মা’ বলা যেতে পারে।

টেলিফোনে ভদ্রলোকের কথাবার্তা থেকে আন্দাজ করছি, তিনি আফতাব সাহেবের কাছ থেকে কিছু টাকা ধার করেছিলেন। টাকা আজই ফেরত দেওয়ার কথা। তিনি টাকার ব্যবস্থাও করেছেন, রাজশাহীতে থাকার কারণে দিতে পারছেন না।

ভদ্রলোক টেলিফোন শেষ করে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি দাঁড়িয়ে আছেন কেন? কী চান?

সময় জানতে চাই।

অন্য কারও কাছ থেকে জানেন। ফালতু ঝামেলা!

আফতাব ভাই আপনার কাছে কত পায়?

হোয়াট?

উনি বিপদে আছেন, টাকাটা ফেরত দেওয়া উচিত না? আপনি যখন বিপদে পড়েছিলেন তখন আফতাব ভাই ঠিকই আপনাকে সাহায্য করেছে।

আপনি তাকে চিনেন?

অবশ্যই চিনি। আমি আপনাকেও চিনি।

ভদ্রলোক হকচকিয়ে গেলেন। তার মধ্যে আমতা আমতা ভাব চলে এল। এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলেন। আমি রিকশা থামিয়ে ভদ্রলোককে বললাম, আসুন যাই।

কোথায় যাব?

আফতাব ভাইয়ের কাছে যাই। উনাকে টাকাটা দিয়ে আসি।

পুরা টাকা তো আমার সঙ্গে নাই। অল্প আছে।

যা আছে তা-ই দিন। বাকিটা দুই দিন পরে দিবেন। দেরি করবেন না। রিকশায় ওঠেন। রিকশা কোথায় যাবে বলে দিন।

ভদ্রলোক বিরসমুখে রিকশায় উঠে এলেন।

রিকশায় করে আমরা চলে এলাম কলাবাগানে। সারা পথই ভদ্রলোক উসখুস করতে লাগলেন। একবার মনে হলো উনি চলন্ত রিকশা থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়বেন। আমি শক্ত করে তার পাঞ্জাবি চেপে ধরলাম। নেমে গেলে পাঞ্জাবির অর্ধেকটা আমার হাতে রেখে নামতে হবে। ভদ্রলোক এই রিষ্ক নিবেন বলে মনে হয় না। পাঞ্জাবিটা দামি।

পাঞ্জাবি ধরে আছেন কেন?

রিকশায় চড়লে আমার কিছু একটা ধরে থাকতে হয়। কিছু ধরে না থাকলে ভয় লাগে। মনে হয় পড়ে যাব।

হড় ধরে রাখুন।

হড় ধরে একবার ক্যাচ খেয়েছি, এইজন্যে হড় ধরি না। আফতাব ভাইয়ের কাছ থেকে কত টাকা ধার করেছিলেন?

আপনার তা দিয়ে দরকার কী? পাঞ্জাবিটা ছাড়েন তো।

পাঞ্জাবি ছাড়ব না।

কলাবাগানে ঢোকার কয়েকটা গলি। একটার সামনে এসে ভদ্রলোক রিকশা থামালেন। আমি বললাম, গলিতে চুকব না? ভদ্রলোক ইশারায় দেখালেন এবং গলা নামিয়ে বললেন, আফতাব বসে আছে। চায়ের দোকানের সামনে।

মেয়ে দু'টা কে?

তারই মেয়ে। বাবার সঙ্গে থাকে। একজনের নাম কেয়া আরেকজনের নাম খেয়া।

আরেকটা মেয়ে হলে তো বিপদে পড়ত, নাম রাখতে হতে গেয়া।

ভদ্রলোক রিকশা ভাড়া মিটালেন এবং কিছু বোৰার আগেই গলির ভেতর চুকে গেলেন। এতক্ষণ পাঞ্জাবি ধরে থাকা বৃথা গেল। পুরনো দিনের গদ্দের ভাষায়—চক্ষের নিমিষে পক্ষি উড়িয়া গেল।'

আফতাব দুই মেয়েকে নিয়ে বসে আছেন চায়ের দোকানের সামনের ফুটপাতে। ফুটপাত রাস্তা থেকে উঁচু। তিনজনই পা ঝুলিয়ে বসেছে। হিসাবমতো মেয়ে দু'টির বসার কথা বাবাকে মাঝখানে রেখে বাবার দু'পাশে। তারা সে রকম করে নি। দুইবোন হাত ধরাধরি করে একসঙ্গে বসা। বড় মেয়েটির বয়স ৬/৭ হবে। ছোটটি ৪/৫। দু'টা মেয়েই ফুটফুটে। আমি এগিয়ে গেলাম। অতি পরিচিত কেউ এমন ভঙ্গিতে বললাম, কেয়া-খেয়া, এত রাতে রাস্তায় বসে আছ কেন? সমস্যা কী?

তিনজনই চমকে তাকাল। আমি মেয়ে দু'টির পাশে বসতে বসতে বললাম, বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে নাকি?

কেয়া বলল, হ্যাঁ বের করে দিয়েছে।

আমি বললাম, ঘটনা কী বলো? অল্প কথায় বলবে, ডিজিটাল যুগে অল্প কথা বলতে হয়।

কেয়া কিছু বলতে যাচ্ছিল তাকে থামিয়ে তার বাবা বলল, আপনাকে চিনলাম না। মুর্ছন্নার সৌজন্যে নির্মিত ই-বুক। আপনার পরিচয়?

আমার নাম হিমু। আমি এই মেয়ে দু'টার মামা হই। আপনার নাম আফতাব
না ?

হ্যাঁ। কিন্তু এখনো আমি আপনাকে চিনলাম না।

আমি বললাম, চেনাচিনি পরে। আগে আপনাদের ঘটনা শুনি। এত রাতে
আমার দুই ভাগ্নি রাস্তায় বসা—এর মানে কী ? এরা কি রাতে খাওয়াদাওয়া করেছে ?

মেয়ে দু'জন একসঙ্গে বলল, না। ছোট মেয়েটা বলল, মামা! খাবার কাছে
টাকা নাই।

আমি বললাম, টাকা না থাকলেও খাবার ব্যবস্থা করতে হবে। কেয়া মা এবং
খেয়া মা, বলো কী খেতে চাও ? পোলাও, মুরগির রোস্ট, সঙ্গে ডিম ভুনা—চলবে ?

দু'জন আবারও একসঙ্গে বলল, চলবে।

খাবারের সঙ্গে কোক বা পেপসি এইসব কিছু লাগবে ?

কেয়া বলল, আমি খাব সেভেন আপ।

খেয়া বলল, আমি ফান্টা।

আমি বললাম, খাওয়ার প্রবলেম সেটেল হয়ে গেল। এখন আফতাব ভাই,
আপনার প্রবলেম শুনি। বাড়ি ভাড়া দিতে পারেন নাই বলে বহিষ্কার ?

আফতাব বলল, মেয়ে দু'টার সামনে বলতে চাছি না।

আমি বললাম, এদের সামনেই বলতে হবে। বাচ্চাদের সমস্যা থেকে দূরে
রাখা যাবে না। এরা বড় হবে সমস্যার মধ্যেই।

আফতাব আমাকে হাত ধরে চায়ের দোকানের কাছে নিয়ে গলা নিচু করে
সমস্যা বললেন।

সমস্যা জটিল না, সাধারণ সমস্যা। আফতাব একজনের সঙ্গে সাবলেট
থাকতেন। ছ'মাসের ভাড়া বাকি পড়ায় এই অবস্থা। ছ'মাস ধরে আফতাবের
চাকরিও নাই। এক কন্ট্রাকশান কোম্পানিতে কাজ করত। রড চুরির দায়ে চাকরি
চলে গেছে।

রড চুরি করেছেন ?

হ্যাঁ।

এই প্রথম চুরি করেছেন না আগেও করেছেন ?

আগেও করেছি। ফার্মেসিতে যখন চাকরি করতাম তখন করেছি। বড় চুরি
না, ছোটখাটো চুরি।

রড চুরিটাই বড় ? নাকি এরচেয়ে বড় কিছু আছে ? বোড়ে কাশেন, বোড়ে না কাশলে হবে না ।

আফতাব বিড়বিড় করে বললেন, একবার একটা NGO-তে চাকরি করতাম । তখন নতুন মোটরসাইকেল চুরি করে বেচে দিয়েছি ।

আপনি তো কামেল আদমি ।

রড দু'জনে মিলে চুরি করেছিলাম । হাফ টন রড । অন্যজনের চাকরি আছে । তার প্রমোশনও হয়েছে । বাদ দেন তার কথা, বাচ্চা দু'টাকে আপনি এক রাতের জন্যে রাখতে পারবেন ? আমার উপকার হয় । নারায়ণগঞ্জে একজনের কাছে কিছু টাকা পাই, টাকাটা উদ্ধার করতে পারি ।

এত রাতে নারায়ণগঞ্জ যাবেন ?

গভীর রাত ছাড়া তাকে পাওয়া যাবে না । সে বাড়িতে ঢেকে রাত একটার পর ।

তাহলে যান । এরা থাকুক আমার সঙ্গে ।

ধার হিসেবে একশ টাকা দিতে পারবেন ?

পারব । একশ টাকার একটা নোটই আমার কাছে আছে । নিয়ে যান ।

আফতাব চলে যাওয়ার জন্যে উঠে দাঁড়াল । আমি বললাম, অচেনা অজানা একজনের কাছে মেয়ে দু'টা রেখে থাচ্ছেন । আপনি কী বুক বাবা ?

আফতাব আবার বসে পড়ল । ছেট মেয়েটা আমার দিকে তাকিয়ে বলল, মামা, আমরা কখন পোলাও খাব ?

আমি বললাম, তোমার বাবা নারায়ণগঞ্জে যখন রওনা হবে আমরাও তখন পোলাও খেতে রওনা হব । মূর্ছনার সৌজন্যে নির্মিত ই-বুক ।

ছেট মেয়ে তার বাবার দিকে তাকিয়ে বলল, বাবা তুমি যাও না কেন ?

আমি বললাম, আফতাব, আমি পাকেচকে এখানে উপস্থিত হয়েছি বাচ্চা দু'টাকে সাহায্য করার জন্যে । প্রায়ই দেখা গেছে মহাবিপদে যারা পড়ে তাদের মাঝে মাঝে উদ্ধারের ব্যবস্থা প্রকৃতি করে । বাচ্চা দু'টাকে নিয়ে আপনার ভয় পাওয়ার কিছু নাই । তাদের কোথায় নিয়ে যাব তা এখনো জানি না, কাজেই আপনাকে ঠিকানা দিতে পারছি না । ধানমণি থানায় আমি বাচ্চা দু'টা কোথায় আছে জানিয়ে রাখব । সেখানে গেলেই খোঁজ পাবেন ।

ছেট মেয়েটা বলল, মামা ! আমরা খেতে যাব না ?

যাব । এখনই যাব ।

কোথায় যাব ?

এখনো জানি না কোথায় যাব। আশেপাশেই কোথাও যেতে হবে, দূরে যাওয়া যাবে না। তোমরা হাঁটতে পারবে না। আর আমার সঙ্গে টাকাও নেই যে বিকশা করে নিয়ে যাব।

বাবা যাবে না ?

না।

আমরা একটা দোতলা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছি। বাড়ির নাম ‘কমলকুটির’। গেটে ধাক্কাধাক্কির শব্দ শুনে লুপ্তি পরা গেঞ্জি গায়ে এক বৃন্দ বের হলেন, বৃন্দ অবাক হয়ে বললেন, কী ব্যাপার ?

আমি বললাম, স্যার বাই এনি চাক, আজ কি আপনার বাসায় পোলাও এবং মুরগির রোস্ট রান্না হয়েছে ? সঙ্গে ভুনা ডিম। বাচ্চা দু'টা এই খাবার ছাড়া অন্য কিছু খাবে না।

হ্যাঁ আর ইউ ?

আপনি আমাকে চিনবেন না। আমার নাম হিমু। বড় মেয়েটার নাম কেয়া, ছোটটার নাম খেয়া।

রাত বারোটার সময় পোলাও রোস্ট ? ফাজলামির একটা সীমা থাকা দরকার। আমি কি আপনার পরিচিত ?

জি-না।

রাত বারোটার সময় কারও বাড়ির দরজা ভেঙে ফেলে খাবার চাওয়া যায় ? অবশ্যই যায় না।

আপনাকে পুলিশে দেওয়া উচিত।

এত জোরে চিংকার করবেন না স্যার। ছোট বাচ্চাটা ভয় পাচ্ছে।

হৈচে শুনে এক বৃন্দা বের হয়ে এসেছেন। বৃন্দার পাশে দাঁড়িয়েছেন। বৃন্দার মনে হয় কাঁচা ঘূম ভেঙেছে। তিনি ভয়ে অস্তির হয়ে বললেন, কী হয়েছে ?

বৃন্দ বললেন, উটকা নুইসেন। কিছু হয় নাই। ঘুমাতে যাও।

বৃন্দ বিকট শব্দে দরজা বন্ধ করলেন। খেয়া বলল, মামা! আমার ভয় লাগছে।

আমি বললাম, ভয়ের কিছু নাই। বিম ধরে দাঁড়িয়ে থাক। এক্ষুনি দরজা খুলবে। এক খেকে একশ পর্যন্ত শুনতে থাক, এরমধ্যে দরজা খুলবে।

খেয়া একত্রিশ পর্যন্ত গোনার সময় দরজা খুলল। বৃন্দ গঞ্জীর গলায় বললেন, খেতে আসো।

আমি বললাম, পেলাও-রেষ্ট, তিনি ভুনা আছে তো ?

আছে ।

ফাটী এবং সেভেন আপ লাগবে । দ্বা থারলে আমিয়ে দিতে হবে ।

আমরা খেতে বলেছি । বৃক্ষ এবং বৃক্ষ পাশে দাঁড়িয়ে আছেন । বৃক্ষ রাধী তেখে
তাকিয়ে আছেন কিন্তু বৃক্ষের মুখ ঘাসিয়ানি । তিনি ঘনে হয় অত্যন্ত ঘজা পাছেন ।
বৃক্ষ আমাকে বললেন, বাবা, তুমি কি কাজও কাছ থেকে খবর নিয়েছ যে আজ
আপনাদের বাড়িতে এইসব ঘন্টা হয়েছে ?

দ্বা ।

আহন্তে জানলে কীভাবে ?

অচুম্বন করেছি । আমার অচুম্বনশক্তি ভালো ।

বৃক্ষ বললেন, আজ একটা বিশেষ উপলক্ষে এইসব ঘন্টা হয়েছে । উপলক্ষটা
বলো, দেখি তোমার অচুম্বনশক্তি ।

আজ আপনাদের শ্যালেজ ভে । আপনারা ভেবেছিন আপনাদের
ছেলেমেয়েরা আমরে । থামার ভাবের জন্যে ঘন্টা করা । তারা কেউ আসে নাই ।

বৃক্ষ অঙ্গুত গুণায় বললেন, ধৰেনেই সকার নিয়ে থাকে । বানান
বায়েলায় ভুলে গেছে । ভুলে গেতেই পাঞ্জ, তাই দ্বা ?

অবশ্যই ।

বৃক্ষ হঠাতে কাঁদে কাঁদে হয়ে নিয়ে বললেন, বাপ্পা দুটা আরায় করে থাক্কে
দেখে এত শান্তি লাগছে । অনেকদিন পুর এমন একটা শান্তি পেলাম ।

বৃক্ষ বললেন, যজে সেভেন আপ নাই স্বাহিট আছে, এতে কি চাবে ?

কেয়া বলল, যুক্তিমুক্তিমুক্তিমুক্তি-বৃক্ষ । চলুন দ্বা । আমি চী ।

বৃক্ষ বললেন, ভ্রাইভারকে বলো গাঢ়ি নিয়ে বের হতে । রেখাম থেকে পাঠো
সেভেন আপ আমরে ।

কেয়া বৃক্ষকে দিকে তাকিয়ে বলল, দানুঃ আমরা দুজন রাতে কোথায় ঘুমাব ?

বৃক্ষ-বৃক্ষ ঘুঁট চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলেন । আমি বললাম, এরা দুজন
আজকের রাতটা আপনাদের দ্বারে থাকবে ।

বৃক্ষ-বৃক্ষ আবারও ঘুঁট চাওয়াচাওয়ি । কেয়া বলল, রাতে আমি দানুঃ সপ্তে
ঘুমাব । কেয়া বলল, আমিও দানুঃ সপ্তে ঘুমাব ।

বৃক্ষ বললেন, এরা কারা ? কোথেকে এসেছে ?

আমি বললাম, আপনি অতি কঠিন এক প্রশ্ন করে বসেছেন যার উত্তর কেউ জানে না। জ্ঞান-বিজ্ঞানে বহুদূর এগিয়ে গেলেও আমরা জানি না—আমরা কোথেকে এসেছি, কেন এসেছি। যাই হোক, সকালে এসে আমি ওদের কিছুক্ষণের জন্যে থানায় নিয়ে যাব।

বৃন্দা বললেন, থানায় কেন?

আমি বললাম, এরা লস্ট প্রপার্টি। লস্ট প্রপার্টির খৌজ থানায় দিতে হয়।

বৃন্দা বললেন, এরা তোমার কেউ না?

জি-না।

পথে কুড়িয়ে পেয়েছ?

প্রায় সে রকমই।

বৃন্দা বিড়বিড় করে বললেন, কমল এইরকম কাজ করত। অসময়ে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে বাসায় নিয়ে এসে বলত, যা এ আজ সারা দিন না খেয়ে আছে। ওকে ভাত খাওয়াও। কত রাগ করতাম কমলের উপর।

বৃন্দা বললেন, কমলের প্রসঙ্গ থাক।

বৃন্দা হাঁ-সূচক মাথা নাড়লেন। তাঁর চোখ দিয়ে টপটপ করে পানি পড়ছে। তিনি নিজেকে সামলাতে পারছেন না।

আমি বললাম, কমল কতদিন হলো মারা গেছে?

বৃন্দা বলল, অনেকদিন। প্রায় কুড়ি বছর।

আমার ধারণা এই বৃন্দা কমলকে ভুলে গিয়েছিলেন। প্রকৃতি একটা বিশেষ ঘটনা ঘটিয়ে আবার মনে করিয়ে দিয়েছে। প্রকৃতি এমন খেলা সবসময় খেলে।



আমাকে রাতটা কমলকুটিরে কাটাতে হলো। বৃন্দ শুরু থেকে কঠিন মুখ করে ছিলেন, হঠাৎ তিনি কঠিন অবস্থা থেকে তরল অবস্থায় চলে গেলেন। তিনি বললেন, আমার স্ত্রী তোমাকে তার ছেলের মতো দেখছে। সেই ছেলে দুপুরবাতে চলে যাবে ? তুমি ফাজলামি করছ ? গেটের মেঝে তোমার জন্যে ব্যবস্থা করেছি। আরাম করে যুমাও। তোমার কী সমস্যা, বাচ্চা দুটির কী সমস্যা আমি জানতে চাইছি না। যাকে আমার স্ত্রী সন্তানের মতো দেখছে সে আমার কাছেও সন্তান। তোমাদের সমস্যা পরে শুনব। এখন যুমাও। আমি হাতের রোগী। রাতজাগা আমার জন্যে নিষেধ। আমার স্ত্রীর জন্যেও নিষেধ। তুমি বলেছিলে বাচ্চা দুটিকে থানায় নিতে হবে। নিয়ে যাও, কিন্তু আবার ফিরে আসবে। এটা আমার অর্ডার। আমি আর্মিতে ছিলাম। বিগেডিয়ার হিসেবে রিটায়ার করেছি। এই বাড়িতে সামরিক ব্যবস্থা চালু আছে। আমার অর্ডারের বাইরে কিছু হয় না। বুঝেছ ?

আমি বিকট চিৎকার দিয়ে বললাম, ইয়েস স্যার। আই আভারস্ট্যাভ স্যার।

বৃন্দ হেসে ফেললেন। তার হাসি দেখে বাচ্চা দু'টা হাসতে শুরু করল। তেতর থেকে বৃন্দা ছুটে এলেন। কিছু না জেনে তিনিও হাসতে শুরু করলেন।

তোরে ঘূম ভেঙেছে। আমি কেয়া-খেয়াকে নিয়ে বসেছি। তাদের বাবার খৌজ বের করা দরকার। বৃন্দ-বৃন্দা দু'জনই ঘূমে। তারা অনেক রাত পর্যন্ত জেগে ছিলেন। বেলা পর্যন্ত ঘুমাবেন এটাই স্বাভাবিক।

কেয়া বাবার মোবাইল নাম্বার জানে। সেই নাম্বারে টেলিফোন করলাম। একটি ঘেয়ে রোবটদের গলা নকল করে বলল, সংযোগ দেওয়া সম্ভব না, আপনি যদি ভয়েস মেইলে কিছু বলতে চান... ইত্যাদি। আমি বললাম, কেয়া, নাম্বারটা ভুল না তো ?

কেয়া বলল, নাম্বারটা ভুল মামা।

খেয়া বলল, নাম্বারটা ভুল মামা। অবশ্যই ভুল। একশবার ভুল।

ছোটমেয়েটার মধ্যে বড় বোনের কথা ব্যাখ্যা করার প্রবণতা আছে। বড় মেয়েটাও দেখি ছোটটার কথা ব্যাখ্যা করে। যতই সময় যাচ্ছে এদের অন্তর্ভুক্ত গুণাবলি প্রকাশিত হচ্ছে। তারা বাবাকে নিয়ে মোটেই ব্যস্ত না। তাদের মা কোথায় জিজ্ঞেস করেছিলাম। বড়টা বলল, বলা যাবে না। ছোটটা বলল, বলা ঠিক হবে না। বললে বড় আপার পাপ হবে।

আমি বললাম, পাপ হলে বলার দরকার নাই। চলো ধানমণি থানায় যাই। তোমরা কোথায় আছ জানিয়ে আসি। তোমাদের বাবা দুশ্চিন্তা করবেন।

খেয়া বলল, দুশ্চিন্তা করবে না।

কেয়া বলল, ও ঠিকই বলেছে। দুশ্চিন্তা করবে না। একটুও করবে না।

আমি বললাম, দুশ্চিন্তা না করলেও জানানো দরকার। তোমার বাবা ধানমণি থানাতে খোঁজ করবেন। চলো যাই। থানার বামেলা শেষ হোক, তোমাদের এখানে দিয়ে যাব।

ওসি সাহেব ছিলেন না। বসন্ত দাগওয়ালা আছেন। আজ তাঁর গায়ে খাকি পোশাক। শার্টের পকেটের উপর নাম লেখা। মনে হয় তার নাম আব্দুল গফুর। প্লাষ্টিকের 'র' উঠে গেছে বলে নাম এখন আব্দুল গফু। এই থানার সবার নাম থেকে একটা করে অঙ্কর উঠে যাচ্ছে কেন কে জানে! ব্যাপারটা ইচ্ছাকৃত না তো?

আমাকে দেখে গফু সাহেব আনন্দিত হলেন বলে মনে হলো। তিনি পাশের কনস্টেবলকে বললেন, এদের হাজতে চুকিয়ে দাও। কুইক।

আমি বললাম, কী কারণে হাজতে ঢোকাচ্ছেন জানতে পারি?

আজকের খবরের কাগজ পড়েছ?

জি-না স্যার।

খবরের কাগজ পড়া থাকলে বুঝতে কেন হাজতে। তোমার কপালে আছে পাকিস্তানি ডলা।

বলেই তিনি ওকিটিকিতে কাকে যেন বললেন, আসামির সন্ধানে যেতে হবে না স্যার। আসামি নিজেই ধরা দিয়েছে। এই তো আমার সামনে, সঙ্গে দুটা ট্যাবলেট। জি স্যার হাজতে পাঠিয়ে দিছি। না ট্যাবলেট দুটা বিষয়ে কিছু জানি না। এক্ষুনি জানছি। ওভার।

গফু সাহেব ওয়াকিটকি নামিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, এরা কারা?

আমি বললাম, বড় জনের নাম কেয়া, তারপরেরটার নাম খেয়া। এদের নাম ক খ গ ঘ হিসেবে রাখা হচ্ছে। তারপরেরটার নাম হবে গেয়া। পঞ্চমটার নাম নিয়ে সমস্যা—গেয়া।

তুমি দেখি রসে উইটুসুর। রসমালাই হয়ে গেছে। চিপ দিয়ে রস বের করে
শুকনা খড় বানিয়ে ফেলব। তুমি বাক্ষা দুটার কে ?

কেউ না। তবে ওরা আমাকে মামা ডাকছে। কথায় আছে না ‘বাঁশতলায়
বিয়াইছে গাই সেই সূত্রে মামা ডাকাই।’

গফু হস্কার দিয়ে উঠলেন, ফাজলামি একদম বন্ধ। বাক্ষা দুটার বাবা কোথায় ?
আমি বললাম, জানি না স্যার।

কেয়া বলল, স্যার আমিও জানি না।

খেয়া বলল, বড় আপা সত্যি জানে না। আল্লার কসম জানে না।

বাবা করে কী ?

আমি বললাম, উনি একজন বিশিষ্ট চোর স্যার। চুরির দায়ে তিনবার উনার
চাকরি গেছে। সর্বশেষ চাকরি গেছে রড চুরির কারণে। এরা দুই বোন হলো চোর
কন্যা। মুর্ছনার সৌজন্যে নির্মিত ই-বুক। এই তোমরা স্যারকে সালাম দাও।

দু'জনই একসঙ্গে বলল, স্নামালিকুম। স্নামালিকুম, স্নামালিকুম।

গফু বললেন, এই ট্যাবলেট দুটাকে হাজতে চোকাও। এরা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
দিতে পারে।

আমি বললাম, স্যার একটা খবরের কাগজ কি দেওয়া যাবে ? কী অপরাধে
হাজতবাস সেটা কাগজ পড়ে জানতাম।

আর একটা কথা না।

কেয়া বলল, এত জোরে ধমক দিবেন না স্যার। আমি ভয় পাই।

খেয়া বলল, বড় আপা খুব ভয় পায়। আল্লার কসম, বড় আপা ভয় পায়।

আমার হাতে যে খবরের কাগজ তাতে সেকেন্ড লিড নিউজ হচ্ছে—

টকশোতে রবীন্দ্রনাথ

মন্ত্রী বিভাগ

(স্টাফ রিপোর্টার)

একটি টিভি চ্যানেলের লাইভ টকশোতে অবিকল কবিগুরু
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দেখা গেছে। তিনি বন ও পরিবেশ মন্ত্রীর
সঙ্গে একটি টকশোতে অংশ নেন। মন্ত্রী ঘোদয় পুরোপুরি
বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। তিনি বাববার অনুষ্ঠান সম্পর্কের বন্ধ
করতে বলেন, তারপরেও শো বন্ধ হয় না। শেষ পর্যায়ে উনি

ক্ষিণ ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ানোর পর একটি রবীন্দ্রনাথের গানের অনুষ্ঠান শুরু করা হয়।

যেসব দর্শক কিছুক্ষণের জন্যে হলেও প্রোগ্রামটি দেখেছেন তারাও মন্ত্রী মহোদয়ের মতোই বিভ্রান্ত।

মন্ত্রী মহোদয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন এটি বিরোধীদলের স্কুল ঘড়িযন্ত্র। জনতার কাছে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা কমাতেই এই সাজানো নাটকের আয়োজন করা হয়েছে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে প্রেস বিভাগের মাধ্যমে জানানো হয়েছে যে, কথিত রবীন্দ্রনাথকে ফ্রেফতার করা হয়েছে। তাকে রিমানে নেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ অনেক গুরুতৃপূর্ণ তথ্য দিয়েছেন। অনেক রাঘববোঝাল ঘটনার সঙ্গে জড়িত বলে প্রাথমিকভাবে জানানো হয়েছে।

এই প্রতিবেদক কথিত রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে জানেন পুলিশের কাস্টডিতে এমন কেউ নেই। ওসিকে সাময়িকভাবে ক্লোজ করা হয়েছে। পুলিশের আইজি জানিয়েছেন, পুলিশের দিক থেকে কোনো অবহেলা হয়ে থাকলে দায়ী ব্যক্তি কঠোর শাস্তি পাবে।

চ্যানেল আঁধি কর্তৃপক্ষের কেউ টেলিফোন ধরছেন না। চ্যানেল আঁধি'র মুখ্যপাত্র হিসেবে ভাসান খান বলেছেন, ব্যাপারটা ক্ষুদ্র ভুল বুঝাবুঝি। জনৈক অভিনেতা রবীন্দ্রনাথ চরিত্রে অভিনয় করতে গিয়ে ভুলক্রমে টকশো'র প্রোগ্রামে চলে যান। ভুল ধরা পড়া মাত্র অনুষ্ঠান সম্প্রচার বন্ধ করা হয়েছে। ভাসান খানের কাছে নাটকের নাম এবং পরিচালকের নাম জানতে চাইলে ভাসান খান আমতা আমতা করতে থাকেন।

প্রতিবেদক ব্যাপক অনুসন্ধান করেও এমন কোনো নাটকের সন্ধান পান নি।

বাংলাদেশ রবীন্দ্র গবেষণা পরিষদের প্রধান ড. হাকিমুল কবির বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ একজন বিশ্বকবি। বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত তাঁর রচনা, এটা আমাদের মনে রাখতে হবে। ভুল সুর এবং ভুল উচ্চারণে রবীন্দ্রনাথের গান গাওয়া বর্তমানে

ফ্যাশন হয়ে দাঢ়িয়েছে। চ্যানেল আঁখি এই ফ্যাশনের আগুনে
বাতাস অতীতে দিয়েছে। এখনও দিছে। রবীন্দ্রনাথকে কেন
টকশোতে আনা হলো এর পেছনের উদ্দেশ্য জাতি জানতে
চায়। রবীন্দ্র গবেষণা পরিষদ পুরো ঘটনার বিচার বিভাগীয়
তদন্ত দাবি করছে।

বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি করে দেশের বুদ্ধিজীবীরা আগামীকাল মানব
বন্ধনের কর্মসূচি দিয়েছেন। কাগজে মন্ত্রীমহোদয়ের সঙ্গে কথিত রবীন্দ্রনাথের
একটি ছবি ছাপা হয়েছে। ছবিটা প্রচারিত অনুষ্ঠান থেকে নেওয়া। ছবিতে দেখা
যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মন্ত্রী মহোদয়কে এক পুরিয়া গাঁজা নিতে সাধাসাধি
করছেন। এরকম খবর ছাপা হওয়ার পর হৈচে পড়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। আমি
হাত থেকে কাগজ নামাতে নামাতে বললাম, লাগ ভেলকি লাগ।

কেয়া বলল, মামা! আমাদের কি জেল হয়ে গেছে?

আমি বললাম, সেরকমই মনে হচ্ছে।

খেয়া বলল, আমরা পাপ করেছি এইজন্যে আমাদের জেল হয়েছে। পাপ
করলে জেল হয়।

কেয়া বলল, পাপ করলে ফাঁসি হয়। মামা, আমাদের ফাঁসি হবে না তো?
সন্তাননা কম।

খেয়া বলল, ফাঁসি হলে জিভ এরকম বের হয়ে থাকে। তাই না মামা?

খেয়া মুখ থেকে জিভ বের করে দেখাল। কেয়া বলল, হয় নাই। এরকম।

খেয়া বলল, না এরকম। আমি দেখেছি তো।

কেয়া বলল, আমিও তো দেখেছি।

আমি বললাম, মূর্ছনার সৌজন্যে নির্মিত ই-বুক। কোথায় দেখেছ?

খেয়া বলল, বলব না। বললে আল্লা পাপ দিবে।

আমি বললাম, থাক তাহলে বলার দরকার নাই।

কেয়া-খেয়া চুপ করে আছে। চুপ না থেকে অবশ্যি উপায়ও নেই। কারণ
দু'জনের জিভ মুখ থেকে বের করা। ফাঁসির পর জিভের অবস্থার প্রদর্শনী। আমি
বড় ধরনের রহস্যের সন্ধান পাচ্ছি। রহস্যের জট খোলার হলে খুলবে। তাড়াহড়া
করলে আমা গিট্ট লেগে যাবে। আল্লাপাক এইজন্যেই বলেন, হে মানব সন্তান
তোমাদের বড়ই তাড়াহড়া।

আমি কাগজ পাঠে মন দিলাম। বিভিন্ন জায়গায় ছাত্রলীগ তাদের বিজয়
কেতন উড়িয়ে যাচ্ছে। শিক্ষক লীগ এখনো পথে নামে নি, তবে নেমে যাবে।

একটা খবরে যথেষ্ট পুলকিত বোধ করলাম। আওয়ামী লীগ এবং ছাত্রলীগ মিলিয়ে নিজের পকেটের টাকা খরচ করে পাঁচটা রাস্তা পাকা করে ফেলেছে। জনগণের দুঃখে কাতর হয়েই তারা কাজটা করেছে। কাজের টেভার বাজারে ছাড়ার আগেই কাজ শেষ। টেভারে যেহেতু কাজ তারাই পাবে, আগে করে ফেলতে কোনো সমস্যা নাই। বরং সুবিধা আছে। কাজ খারাপ হচ্ছে এই নিয়ে তদারকি করার কেউ নেই। তাদের পয়সাও খাওয়াতে হবে না।

নাজমুল হুদ এসেছেন। হাজতের দরজা খুলে আমাকে তার কাছে নেওয়া হলো। মূর্ছনার সৌজন্যে নির্মিত ই-বুক। আমার সঙ্গে কেয়া-খেয়া।

ওসি সাহেব বললেন, এই বাচ্চা দু'টা জিভ বের করে রেখেছে কেন?

আমি বললাম, জানি না স্যার।

ওরা কি সবসময় জিভ বের করে রাখে?

মিনিট দশেক আগে জিভ বের করেছে, তারপর থেকে আর ঢোকাচ্ছে না।

ঞ্চেঞ্জ! এই তোমরা জিভ মুখে ঢোকাও।

দু'জন সঙ্গে সঙ্গে জিভ ঢুকিয়ে আবার বের করে ফেলল। ওসি সাহেব চমৎকৃত হয়ে বললেন, চাইল্ড সাইকোলজি বোৰ্ড কঠিন। আমার সাইকোলজি পড়ার শখ ছিল, কী মনে করে ইংরেজি পড়লাম। এই বাচ্চারা জিভ মুখে ঢোকাও। দু'জনের জিভ চুকল এবং সঙ্গে সঙ্গেই বের হয়ে এল।

ওসি সাহেব আবারও বললেন, ঞ্চেঞ্জ। এখন তার চোখে রীতিষ্ঠতো মুঝ্তা। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, পুরো ব্যাপারটার একটা ভিডিও করে রাখলে কেমন হয়?

আমি বললাম, ভালো হয় স্যার।

ওসি সাহেব খানিকটা ঝুঁকে এসে বললেন, মোবাইল ফোনের ফালতু ভিডিও না। প্রফেশনাল ভিডিও। আমার শালাকে খবর দেই। সে প্যাকেজ নাটক বানায়। নাম হিরন্ময় কারিগর। ছদ্মনাম। ভালো নাম ছানাউল্লাহ। তার কোনো নাটক দেখেছেন?

আমি বললাম, জি-না স্যার।

আমিও দেখি নাই। নাটক দেখার সময় কোথায়! চোর-ডাকাত আর সন্ত্রাসী দেখে সময় পাই না। আমার শালা বলেছে তার একটা নাটক ভালোবাসা দিবসে প্রচার হবে। নাটকের নাম ‘ভালোবাসার তিন কাহন’। তিনটা মেয়ে একটা ছেলেকে ভালোবাসে। শেষে ঠিক হয় লটারি হবে। লটারিতে যে মেয়ের নাম

উঠবে সে-ই ছেলেটিকে বিয়ে করতে পারবে। বাকিরা দূরে সরে যাবে। লটারিতে তিনজনের নামই একসঙ্গে উঠে। নাটক এখানেই শেষ।

আমি বললাম, তিনজনের নাম একই সঙ্গে কীভাবে উঠবে?

ওসি সাহেব বললেন, আমিও একই প্রশ্ন আমার শালাকে করেছিলাম। সে বলল, নাটকের এইটাই ‘ক্লিক’। পর্দায় দেখতে হবে। আচ্ছা, এই কন্যারা, জিভ ভেতরে।

জিভ ভেতরে চলে গেল তবে এবার আর বের হলো না। ওসি সাহেব বিআন্ত হয়ে গেলেন। হতাশ গলায় বললেন, এদের সমস্যাটা কী? জিভ বের করছে না কেন? এই জিভ বের করো। বের না করলে কঠিন শাস্তি।

শাস্তির কথায় দুই কন্যার ভাবান্তর হলো না। তারা কঠিন মুখ করে বসে রইল। নাজমুল হৃদ আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, কাগজ পড়েছেন?

আমি বললাম, জি স্যার।

কোনো বক্তব্য আছে?

আপনার জন্যে খারাপ লাগছে স্যার।

আমার জন্যে খারাপ লাগছে কেন?

আপনি সাময়িক বরখাস্ত হয়েছেন এইজন্যে খারাপ লাগছে।

নাজমুল হৃদের মুখে আনন্দের হাসি দেখা গেল। তিনি হঠাৎ এত আনন্দিত কেন বুঝতে পারছি না। ভদ্রলোকের হাবভাব যথেষ্টই বিস্ময়কর।

তিনি আমার দিকে সামান্য ঝুঁকে এসে বললেন, আমরা পুলিশরা হচ্ছি কাকের মতো। কাকের মাংস কাক খায় না। পুলিশের মাংস পুলিশ খায় না। সাংবাদিকদের ঠাড়া রাখার জন্যে বলা হয়—সাময়িক বরখাস্ত। এক থানার ওসি ক্রোজ হলে অন্য থানায় তাকে উপেন করা হয়। এখন কি পরিষ্কার?

জি স্যার।

দেশে নিউজের আকাল বলে নিউজ তৈরি করা হচ্ছে। এক ছাত্রলীগের নিউজ কত ছাপবে। কয়েকদিন রবীন্দ্রনাথের নিউজ ছাপা হবে। তারপর শেষ। আপনি খামাখা থানায় এসে ধরা খেয়েছেন কেন—এটাই তো বুঝলাম না।

বাচ্চা দুটার জন্য এসেছি স্যার। ওরা মিসিং চাইল্ড। ওরা জানে না ওদের বাবা কোথায়। ওরা যে আমার কাস্টডিতে আছে এটা রিপোর্ট করতে থানায় এসে ধরা খেলাম।

ওসি সাহেব বললেন, ধরা খাওয়াখাওয়ির কিছু নাই। থানায় রিপোর্ট করে বাচ্চা নিয়ে চলে যান।

ରବି ଠାକୁରକେ ଖୁଜେ ବେର କରବେନ ନା ?

ନା । ଅତି ତୁଳ୍ଟ ବିଷୟ ନିଯେ ଅନେକ ମାତାମାତି ହେଁଛେ । ଆର ନା । ବାଚା ଦୁଟା କୋନ ଠିକନାୟ ଆହେ ଭାଲୋମତୋ ଲିଖେ ରେଖେ ଚଲେ ଯାନ । ଆମି ଆମାର ଶାଲାକେ କ୍ୟାମେରା ଦିଯେ ପାଠାବ । ସେ ଜିତେର ବ୍ୟାପାରଟା ରେକର୍ଡ କରେ ଫେଲବେ । ନାମ ମନେ ଆହେ ତୋ ? ହିରନ୍ୟ କାରିଗର ।

ଆମାକେ ହେଡ଼େ ଦିଯେ ଆପଣି ବିପଦେ ପଡ଼ିବେନ ନା ତୋ ?

ବିପଦେର ମଧ୍ୟେଇ ଆଛି । ନତୁନ ଆର କୀ ପଡ଼ିବ ।

ଆପଣି ବଲଲେ ଆମି ଛାମାଦ ଘିଯାକେ ଖୁଜେ ବେର କରତେ ପାରବ ।

କୋନୋ ପ୍ରୋଜନ ନାହିଁ । ଇଟ୍ ଗେଟ୍ ଲଟ୍ । ମ୍ୟାଚେର କାଠିର ଆଞ୍ଚଳିକେ ଦାବାନଳ ବାନାନୋର କିଛୁ ନାହିଁ । ସକାଳ ଆଟଟାର ସମୟ ଡିରେକ୍ଟିଭ ବାଂଲାଦେଶେର ସବ ଥାନାୟ ଥାନାୟ ଚଲେ ଗେଛେ ।

Catch poet Tagore

Don't misbehave

Handle with honour.

ଆମି ଚିନ୍ତାଇ କରତେ ପାରଛି ନା କାର ଘାଥାୟ ଏରକମ ଏକଟା ଡିରେକ୍ଟିଭ ଦେଓୟାର ଚିନ୍ତା ଏସେଛେ । ଯାନ ଯାନ ଆପଣି ଭାଗେନ । ଆରେ କୀ ଆଶ୍ର୍ୟ, ବାଚା ଦୁଟା ଆବାର ଜିଭ ବେର କରେ ଫେଲେଛେ । ଭେରି ଇନ୍ଟାରେସ୍ଟିଂ ଭେରି ଇନ୍ଟାରେସ୍ଟିଂ । ଏହି ତୋମରା ଦୁଟା ମିନିଟ ବସୋ । ମୂର୍ଛନାର ସୌଜନ୍ୟ ନିର୍ମିତ ଇ-ବୁକ । କେକ ଖେଯେ ଯାଓ ।

ଓସି ସାହେବେର ଓଯାକିଟକି ବେଜେ ଉଠେଛେ । ତିନି ରିଭଲ୍‌ଭିଂ ଚେଯାରେ ଘୁରତେ ଘୁରତେ କଥା ବଲଛେ ।

ନା ନା ସ୍ୟାର । କୋନୋ ସାଂବାଦିକେର ସଙ୍ଗେ ଆମି କଥା ବଲବ ନା । ଆପଣି ଯଦି ପ୍ରୋଜନ ମନେ କରେନ, ଆମାକେ କ୍ଲୋଜ କରେ ଅନ୍ୟ କୋନୋ ଥାନାୟ ଉପେନ କରେ ଦେନ । ତବେ ସ୍ୟାର ଆମାର ଧାରଣା ରବିନ୍ଦ୍ର ହାଙ୍ଗମା ଥେମେ ଯାବେ । ସାଂବାଦିକରା ନତୁନ ଏକଟା ନିଉଜ ଆଇଟେମ ପେଯେଛେ । ଏଟା ନିଯେଇ ଏଥିନ ତାଦେର ମାତାମାତି କରାର କଥା । ପଡ଼େନ ନାହିଁ ? ଏକ ପରିବାରେର ସାତଜନେର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡେ ମୃତ୍ୟ । ଆମରା ସେଫ ସାଇଡେ ଆଛି । କଯେକଦିନ ଏହିଟା ନିଯେଇ ଚଲବେ ଇନଶାନ୍ତାହ । କୀଭାବେ ଆଞ୍ଚଳ ଧରଳ, ମୃତ୍ୟର ଆଗେ କେ କୀ ବଲଳ, ଏହିସବ ଛାପା ହତେ ଥାକବେ । ଥବରେର କାଗଜେର ଦୋଷ ଦିଯେଓ ତୋ ଲାଭ ନାହିଁ ସ୍ୟାର । ପାବଲିକ ଥବର ଚାଯ । ଏତ ଥବର ସାପ୍ଲାଇ ଦିବେ କୀଭାବେ ? ଡିମାନ୍ଡ ବେଶି ସାପ୍ଲାଇ କମ । ଆମି ସ୍ୟାର ସାବସିଡିଯାରିତେ ଇକନମିଝ୍ ନିଯେଛିଲାମ, ସେଥାନେ ପଡ଼େଛି ଲ ଅବ ଡିମିନିଶିଂ ରିଟାର୍ନ । ଆମି ବେଶି କଥା ବଲଛି ? ସରି ସ୍ୟାର । ଆର କଥା ବଲବ ନା । ମୁଖ ବନ୍ଧ ।

কেয়া-খেয়ার জন্যে পেন্টি এসেছে। খেয়া চামচ দিয়ে ঠিকমতো খেতে
পারছে না। ওসি সাহেব বললেন, চামচ আমার কাছে দাও আমি খাইয়ে দিচ্ছি।

কেয়া বলল, পুলিশ মামা! আমাকেও খাইয়ে দিতে হবে।

ওসি সাহেব বললেন, নো প্রবলেম।

দু'জনেই হা করে আছে। ওসি সাহেব পালা করে ওদের মুখে পেন্টি দিচ্ছেন।

বসন্ত দাগওয়ালা এক ফাঁকে ঘরে চুকলেন, বিরক্তমুখে বললেন, কী হচ্ছে?

ওসি সাহেব বললেন, পেন্টি খাওয়া হচ্ছে।

ধামড়ি দুই মেয়ে। এদের মুখে তুলে খাওয়াতে হবে কেন? স্যার আপনি
মাঝে মাঝে বাড়াবাড়ি করেন।

ওসি সাহেব যথেষ্ট বাড়াবাড়ি করলেন। পেন্টি পর্ব শেষ হওয়ার পর কোক
আনালেন। সেটাও গ্রাসে করে মুখে তুলে খাওয়ানো হলো।

খেয়া বলল, পুলিশ মামা গল্ল বলো।

ওসি সাহেব গল্ল শুরু করলেন। 'ঠাকুরমা'র ঝুলির ডালিম কুমারের গল্ল;
কনষ্টেবলরা উঁকিবুঁকি দিচ্ছে। একজন দু'জন করে ঘরে চুকছে। বাংলাদেশের
থানাঞ্চিলিতে অনেক কিছুই হয়, ক্রপকথার আসর কখনো বসে না।

ওসি সাহেব হাত-পা নেড়ে গল্ল বলছেন। শ্রোতার সংখ্যা বাড়ছে।

'ডালিম কুমার যাচ্ছে, যাচ্ছে, যাচ্ছে। তার হাতে তলোয়ার। সে চেপেছে
ঘোড়ার পিঠে। ঘোড়ার ক্ষুরে টগবগ শব্দ হচ্ছে...'



হিমুর গল্প সবসময় উত্তমপূরুষে লেখা হয়। এই চ্যাপ্টার থেকে হিমু উত্তমপূরুষে লেখা হচ্ছে না। হিমু-পাঠে অভ্যন্তর পাঠকদের সাময়িক সমস্যা হতে পারে। আমি দুঃখিত, কিছু করার নেই। চতুর্থ অধ্যায়ের শুরুতেই পাত্র-পাত্রী কে কোথায় কী করছে জানিয়ে দেই।

কেয়া-খেয়া

এরা দু'জন কমলকুটিরে মহাসুখে আছে। বৃন্দ ধমকা-ধমকি করেও কিছু করতে পারছেন না। তাদের জন্যে জামা, জুতা কেনা হয়েছে। দু'জনই বার্বিডল উপহার পেয়েছে। কেয়া তার বার্বিডলের নাম দিয়েছে ফুনফুন, খেয়া তারটার নাম দিয়েছে কুনকুন। তাদের আলাদা কুম দেওয়া হয়েছে। এই কুমে তারা থাকছে না। বৃন্দ-বৃন্দার শোবার ঘরে থাকছে। রাতে শোওয়ার সময় একপাশে বৃন্দ, অন্যপাশে বৃন্দা, মাঝখানে দুই কল্যা। বৃন্দ ঘনঘন বলছেন, একী বিপদে পড়লাম! কিন্তু তিনি যে অভ্যন্তর আনন্দ আছেন তা বোঝা যাচ্ছে। বার্বিডল তিনিই কিনে এনেছেন। মাঝে মাঝে এই দু'বোন জিভ বের করে কেন বসে থাকে এটা নিয়ে বৃন্দ-বৃন্দা চিন্তিত। এদেরকে সাইকিয়াট্রিষ্ট দেখানোর পরিকল্পনা তাঁদের আছে।

বাচ্চা দুটি বৃন্দ-বৃন্দার স্থবির জগতে কী আলোড়ন এনেছে তা বোঝানোর জন্যে টেলিফোন কথাবার্তার কিছু অংশ দেওয়া হলো। বৃন্দা তার মেয়ের সঙ্গে কথা বলছেন। এই মেয়ে অস্ট্রেলিয়া-প্রবাসী।

বৃন্দা : বেশিক্ষণ কথা বলতে পারব না রে মা। কেয়ার স্যান্ডেলের ফিতা ছিঁড়ে গেছে। স্যান্ডেল কিনতে যেতে হবে।

মেয়ে : কেয়া কে ?

বৃন্দা : আমাদের সঙ্গে থাকে। দুই বোন কেয়া-খেয়া। কী যে দুষ্ট!

মেয়ে : আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। এরা কারা ?

বৃন্দা : ওদের যন্ত্রণায় অস্তির হয়ে কাল বলেছি—আমি তোদের সঙ্গে থাকব না। জঙ্গলে চলে যাব। তারপর দুই বোন শুরু করল কান্না।

মেয়ে : মা, তুমি বাবাকে দাও তো। বাবার সঙ্গে কথা বলি।

বৃন্দা : তোর বাবা খেয়াকে নিয়ে গেছে আইসক্রিম কিনতে। তোর বাবা আদর দিয়ে দুই বিচ্ছুকে মাথায় তুলেছে। কাল কী দেখলাম শোন। তোর বাবা ঘোড়া সেজেছে। দুই বোন ঘোড়ার পিঠে উঠে বসে আছে। আমাকে দেখে কেয়া বলল, নানু, তুমি আসো। ঘোড়ায় ওঠো। তিনজনের জায়গা হবে। কী যে যন্ত্রণায় আছি।

ওসি, ধানমণি

নাজমুল হুদ

তাকে ধানমণি থানা থেকে ক্লোজ করে তেজগাঁ থানায় ওপেন করা হয়েছে। আবার তাকে ধানমণি থানায় ফিরিয়ে নেওয়া হবে বলে আপাতত কোনো ডিউটি দেওয়া হয় নি। তিনি থানায় হাজিরা দিয়ে তার শালা হিরন্য কারিগরের কাছে গেছেন। হিরন্য কারিগর একটা ডকুমেন্টারি বানাচ্ছেন। ডকুমেন্টারির নাম ‘একজন গার্মেন্টকর্মীর একদিন’। গার্মেন্টকর্মীর ভূমিকায় অভিনয় করছেন চিত্রনায়িকা মিস রিনকি। যার সাম্প্রতিক ছবি ‘প্রেম দে, না দিলে থাপ্পড় খাবি’ সুপারহিট হয়েছে। মিস রিনকি নানান নথড়া করছেন। হিরন্য কারিগর নথড়া সামলাতে পারছে না।

ছামাদ মিয়া

ছামাদ মিয়া রবীন্দ্রনাথ সেজে হিমুর মেসের ঘরে বসে আছে। হিমু মেসে নেই তাতে কোনো সমস্য হয় নি। হিমুর ঘরের দরজা সবসময় খোলাই থাকে। তাকে নিয়ে যে খবরের কাগজে বিরাট হৈচে হচ্ছে এটা সে জানে বলেই আবারও রবীন্দ্রনাথ সাজা। এবারের সাজ আগেরবারের চেয়েও ভালো হয়েছে। মেসের অনেকেই উঁকি মেরে তাকে দেখে যাচ্ছে। একজন এসে তার মেয়ের জন্যে অটোগ্রাফ নিয়েছে। ছামাদ ইংরেজিতে অটোগ্রাফ দিয়েছে। সেখানে লেখা—Be Happy. দুটা 'P' র জায়গায় একটি 'P', ইংরেজি বানানে ছামাদ সামান্য দুর্বল।

মেসের ম্যানেজার ‘ভোর বাংলা’ নামের পত্রিকার সম্পাদককে জানিয়েছে— যে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে এত হৈচে তাদের কাগজে হয়েছে তিনি বাংলা মেসে উপস্থিত আছেন। ‘ভোর বাংলা’র সিনিয়র সাংবাদিক ফজলু মোটরসাইকেল নিয়ে রওনা হয়েছেন। তার সঙ্গে সিনিয়র ফটো সাংবাদিক ময়না ভাই আছেন। তারা মালিবাগের কাছে জামে আটকা পড়েছেন। ভয়ঙ্কর জাম। আজ সারা দিনে ছুটবে এরকম মনে হয় না।

জনাব গফু

ইনি এখন ধানমণি থানার ভারপ্রাপ্ত ওসি। তিনি যে কাজেকর্মে আগের ওসির চেয়েও দক্ষ তা প্রমাণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। হিমুর মেসের ঠিকানায় অভিযান চালাবার জন্যে ফোর্স নিয়ে জিপে উঠে বসে আছেন। জিপ ছাড়ছে না, কারণ জনাব গফু র্যাবকেও খবর দিয়েছেন। তিনি চোখের সামনে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন পত্রিকার হেডলাইন—

কথিত রবীন্দ্রনাথের ডানহাত হিমু প্রেফতার
(স্টাফ রিপোর্টার)

পুলিশ-র্যাবের যৌথ অভিযানে অবশেষে কথিত রবীন্দ্রনাথ নাটকের হোতা হিমু প্রেফতার। অভিযানের নেতৃত্ব দিয়েছেন চৌকশ পুলিশ অফিসার জনাব গফুর। হিমু মুখ খুলতে শুরু করেছে। সে ইতোমধ্যেই অনেক রাঘববোয়ালের নাম বলেছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, তারা হিমুকে চার দিনের রিমান্ডে নিতে চায়। রিমান্ডে না নেওয়া হলে অনেক অজানা তথ্য অজানাই থেকে যাবে। চৌকশ অফিসার হিমুকে প্রেফতারের নাটকের যে রোমহর্ষক বর্ণনা দেন তা উনার জবানিতেই পত্রস্থ করা হলো। ইত্যাদি...

হিমু

হিমু নিখোঁজ। সে কোথায় আছে, কী করছে জানা যাচ্ছে না। মাঝে মাঝেই হিমু ডুব দেয়, মনে হয় এবারও ডুব দিয়েছে। আমরা হিমুর ভেসে ওঠার প্রতীক্ষায় আছি।

‘ভোর বাংলা’র সিনিয়ার সাংবাদিক জনাব ফজলু কিছুক্ষণ হলো ছামাদের সঙ্গে কথাবার্তা শেষ করেছেন। এখন তিনি পুরোপুরি হতাশ। ছামাদ মিয়া শখের বশে রবীন্দ্রনাথ সাজে। এই নিউজের কোনো স্লেজ আছে? পাবলিক চায় একসাইটমেন্ট। একজন শখে রবীন্দ্রনাথ সাজে, এর মধ্যে একসাইটমেন্ট কোথায়?

ফজলু বিরসমুখে বললেন, আপনি মন্ত্রী মহোদয়ের সঙ্গে টকশো করলেন কেন?

ছামাদ বলল, আমি কিছু জানি না স্যার। ভুলে চুকেছি। আর যাব না। যদি যাই মাটি খাই। ঘাউ।

ঘাউ বললেন কেন ?

মাঝে মধ্যে নিজের অজান্তেই বলি । আর বলব না ।

আপনার চুল-দাঢ়ি সবহী নকল ?

জি । তবে টাইট ফিটিং । টান দিয়া দেখেন ।

ফজলু দাঢ়ি টানাটানির কোনো আগ্রহ বোধ করলেন না । সংবাদের হেডলাইন কী দেবেন এই নিয়েই তার চিন্তা । ‘পর্বতের মুষ্টিক প্রসব’ এই হেডলাইন হতে পারে । তাতে এক সংখ্যাতেই শেষ । দুই-তিন সংখ্যা চালানোর মতো কিছু থাকবে না । প্রথম দিন একটু আভাস দিয়ে পরের দুই দিনে যবনিকা অপসারণ করা দরকার । পাবলিক একটু একটু করে জানবে, পুরোটা জানবে না ।

রবীন্দ্রনাথের লাইন দিয়ে নিউজ হতে পারে—শিরোনাম হবে ‘আজি হতে শতবর্ষ পরে ।’ শতবর্ষ পরে ছামাদ মিয়া নামের একজনের ইচ্ছা হলো রবীন্দ্রনাথ সাজবে । এই নিয়ে গল্প । প্রথম দিন রবীন্দ্রনাথ হিসেবে তার ছবি । দ্বিতীয় দিনে আসল ছামাদের ছবি । শিরোনাম—কে এই ছামাদ ?

ফারুক বললেন, দাঢ়ি গৌফ খোলেন । আলখাল্লা খোলেন । নরমাল ছবি তোলা হবে । মূর্ছনার সৌজন্যে নির্মিত ই-বুক । লুঙ্গি গেঞ্জি ।

ছামাদ দ্রুত আদেশ পালন করল । ময়না ভাই ছবি তুলতে তুলতে বললেন, স্যার আপনি পোশাকটা পরেন । আপনার একটা ছবি তুলে দেই । রবীন্দ্রনাথ সাজলে আপনাকে কেমন লাগে দেখি ।

ফারুক বললেন, এইসব ফাজলামির কি আর বয়স আছে ?

ছামাদ বিনীত গলায় বলল, পরেন না স্যার । গরিবের একটা রিকোয়েস্ট ।

ময়না ভাই বললেন, সুন্দর করে তুলে দেই, বাঁধিয়ে বাঢ়িতে রাখবেন । ভাবি মজা পাবেন ।

ফারুক বললেন, তোমার ভাবি মজা পাবে কথাটা ঠিক বলেছ । যে-কোনো ফালতু জিনিসেই সে মজা পায় । দেখি দাঢ়িগৌফ পরাও । কুটকুট করবে না তো ?

ফারুক রবীন্দ্রনাথ সেজে তিনটা ছবি তুললেন । ঘরের শেতরে আলো কম থাকায় বারান্দায় এলেন ছবি তুলতে । থিমেটিক ছবি । বারান্দার রেলিং-এ ঝুঁকে উদাস চোখে আকাশের মেঘমালা দেখতে দেখতে ছবি । ময়না ভাই একইসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এবং আকাশ ধরার চেষ্টা করছেন । এইসময় অফিসার গফুর র্যাব নিয়ে বারান্দায় চুকলেন । অত্যন্ত শিশুতায় কবিগুরুর হাতে হ্যান্ডকাফ পরিয়ে দেওয়া

হলো। তিনি ওয়াকিটকিতে তৎক্ষণাং ডিআইজি সাহেবকে জানলেন, কবিতুর
আভার অ্যারেট স্যার। উভার।

সিনিয়র টাফ রিপোর্টার এবং সিনিয়র ফটোগ্রাফার দুইজনই থানা হাজতে।
তারক অপরাধী ছাড়া কাউকে থানা হাজতে হ্যাভকাফ পরিয়ে রাখার নিয়ম
নেই। কিন্তু সিনিয়র টাফ রিপোর্টার জনাব ফারককে অভিবিক্ত মিরাদতুর
কারণে হ্যাভকাফ পরিয়ে রাখা হচ্ছে। হত কোথায় তিনি ঘূর্য থেকে দক্ষ
চুন্দাঢ়ি খুলতে পারেন নি। আবর্ণনাও খুলতে পারেন নি। তাঁকে তার
চিত্তিত এবং বিষর্ষ দেখি যাচ্ছে। সেই তুলনায় সিনিয়র ফটোগ্রাফার ঘরনা
ভাইকে বেশ ধার্ভিক ঘনে হচ্ছে। তিনি রেখ আয়েশ করেই সিধারেট
টামছেন। ফারক বললেন, হ্যাভকাফ যোনার ব্যবহৃত করবন। গোলা চুম্বনেরে,
চুম্বকাতে পারছিন্না। ঘরনা ভাই বললেন, আমি কীভাবে হ্যাভকাফ খুনব ? তাৰি
ভো আমৱ কাছে আ। কোথায় চুম্বকাতে হৈ টিকিয়তো বনুন আমি চুম্বকিয়ে
দিছি। গোলা ? আমৱের দিকে আ পেছনেৰ দিকে ? আকুকটা কথা স্যার। বিপদে
অঙ্গু হতে বাই। আপনি রেশি অঙ্গু।

থানার সামনে ক্যামেৰা হাতে বিভিন্ন চ্যানেলের লোকজন। এদেৱ ঘণ্ট্যে দুজন
সাহেবও আছেন। তাৰা CNN থেকে কাভার কৰতে এসেছেন। তাদেৱ কাউকেই
হাজতিনেৱ থপ্পে দেখা কৰতে দেওয়া হচ্ছে না। তবে গোলা যাছে পুরো ঘটনা
জানিয়ে একটা শ্ৰেষ্ঠ বিফিং কৰা হৈব। বিফিং কৰবেন ভাৱধানে ওপি জনাব
গফুৰ। তিনি এখন বাথৰুমে বলে আছেন। বাথৰুমে নাপিত এসেছে, সে তাকে
শেভ কৰে দিছে। সকালে তাড়াছড়াৰ কারণে শেভ কৰা হয় নি। এতগুলি
ক্যামেৰার সামনে ঘূৰত্বি হোচা হোচা দাঢ়ি নিয়ে যাওয়া যায় না। দ্রুত শেভ
কৰতে পিলো বামেলা হয়েছে। নাপিতেৰ সুৰুৱা টামো গালেৰ কোনো ভেইন
কেটেছে। রক্ত পড়ছে, তুলা ছেপেও রক্ত কোথা হচ্ছে না। নাপিত একটা পাকিতানি
থাপ্পড় থেকে তবদা ঘৰে গোছে।

শ্ৰেষ্ঠ বিফিং শুভ হয়েছে। গফুৰ গালে তুলা ছেপে ধৰেই সাংবাদিকদেৱ থপ্পে কথা
বলছেন।

‘দেশি-বিদেশি সাংবাদিক ভাই ও বোনোৱা আমৱ। গোপন অংবাদেৱ
ভিত্তিত আমৱা জানতে পাৰি কথিত স্বীকৃত্বাবল একটা মেসবাড়িৰ কক্ষে মিটিং
কৰছে তাৰ পৱনতী কাৰ্যক্ৰম ঠিক কৰাৰ আন্ত্যে।

কালবিলৰ না করে আমি থানাৰ ফোৰ্স, চারজন র্যাব ভাই এবং বিশেষ প্ৰশিক্ষণপ্ৰাণী দুটি কুকুৰ নিয়ে অকুশলে হানা দেই। গোপন সূত্ৰেৰ খবৰ বেশিৱভাগ ক্ষেত্ৰেই ভুল প্ৰমাণিত হয়। আল্লাপাক বাৰুল আলামিনেৰ অনুগ্ৰহে এইবাৰ ভুল প্ৰমাণিত হয় নাই। আমি সশব্দে বুটেৱ এক ধাক্কায় দৱজা ভেঙে ঘৰে চুকে শিকাৰি হায়েনাৰ মতো লাফ দিয়ে আসামিৰ উপৱ পড়েই তাকে ঝাপটে ধৰি। ধন্তাধন্তিতে আমাৰ যে গাল কেটে গেছে তা বুৰতেও পাৰি নাই।'

ভাৱপ্ৰাণী ওসি সাহেব গাল থেকে তুলা সৱালেন। দৰ্শকসাৰি থেকে 'উফ' শব্দ উঠল। দৰ্শকদেৱ মধ্যে নাপিতও ছিল। সে পুৱোপুৱি বিভ্ৰান্ত হয়ে গেল।

এখন আপনাদেৱ যদি কোনো প্ৰশ্ন থাকে কৱতে পাৱেন। একজন একটিৱ বেশি প্ৰশ্ন কৱতে পাৱেন না। বলুন আপনাৰ কী প্ৰশ্ন ?

গ্ৰেফতাৱেৰ পৱ কথিত রবীন্দ্ৰনাথ কী বলছেন ?

দুঃখেৰ বিষয় তিনি কিছুই বলছেন না। কিছু জিজেস কৱলে বিড়বিড় কৱছেন।

তিনি কি একাই ধৰা পড়েছেন, না সদলবলে ধৰা পড়েছেন ?

আমৱা তাৰ একজন সহযোগীকে ধৰতে সমৰ্থ হয়েছি। তাৰ অন্য সহযোগী একফাঁকে জানালা দিয়ে লাফ দিয়ে পালিয়ে যায়।

এৱা কি কোনো জঙ্গী সংগঠনেৰ সঙ্গে সম্পর্কিত ?

আসামিৰ লম্বা দাঢ়ি দেখে সে রকমই ঘনে হচ্ছে। দেশজুড়ে ব্যাপক অনুসন্ধান শুৱ হয়েছে। আমৱা শিশুই এই বিষয়ে আৱও শুল্কপূৰ্ণ তথ্য দিতে পাৱে। তবে আপনাদেৱ অবগতিৰ জন্যে জানাচ্ছি—আৱো তিনজন কথিত রবীন্দ্ৰনাথকে গ্ৰেফতাৱ কৰা হয়েছে। একজন শান্তাহাৰ বেলস্টেশনেৰ চা-বিক্ৰেতা। সে নিজেকে নিৰ্দোষ দাবি কৱছে। তাৰ চেহাৱাই এৱকম। অন্যজনকে সীমান্ত অতিক্ৰমেৰ সময় ধৰা হয়। সে চাদৱেৰ নিচে লুকিয়ে ভাৱত থেকে ফেনসিডিল আনে। লম্বা চুল-দাঢ়িৰ কাৱণে তাকে সুফি মানুষেৰ মতো লাগে বলে বিডিআৱ ধৰে না। তৃতীয়জন বলছেন তিনি কাহালুৰ ছাত্ৰলীগেৰ সংস্কৃতি সম্পাদক। তাৰ বয়স একষটি তবে তিনি তাৰ ছাত্ৰত সম্পর্কে গ্যারান্টি দিচ্ছেন। তিনি তাৰ দীৰ্ঘ জীবনে সবসময় কোনো না কোন বিষয়ে অধ্যয়ন কৱেছেন। বৰ্তমানে তিনি ন্যাশনাল হোমিওপ্যাথি কলেজেৰ প্ৰথম বৰ্ষেৰ ছাত্ৰ। এখন আমি আৱ একটি প্ৰশ্ন নেব। হ্যাঁ আপনি প্ৰশ্ন কৱলন। এখন আপনাৰ টাৰ্ন।

এমন কি হতে পাৱে যে ছাত্ৰলীগকে জনগণেৰ সামনে ছোট কৱাৱ জন্যে কেউ রবীন্দ্ৰনাথ সেজে ছাত্ৰলীগে চুকে পড়েছে ?

অবান্তর প্রশ্ন : জবাব দিব না ।

অবান্তর হবে কী জন্যে ? পত্রপত্রিকায় দেখেছি অনেক শিবিরের ক্যাডার দাঢ়ি
কামিয়ে ছাত্রলীগে চুকেছে । নিয়মিত শেভ করছে ।

পলিটিক্যাল প্রশ্নের জবাব দিব না । আমরা সরকারি কর্মচারী । আমাদের কিছু
বাধ্যবাধকতা আছে । তবে ঘটনা সত্য হতে পারে ।

‘ভোর বাংলা’র সম্পাদক থানায় এসেছেন । তিনি দুটি বৈঠক করেছেন । প্রথম
বৈঠক সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার ফারুক খানের সঙ্গে । তাদের মধ্যে নিম্নলিখিত
কর্তৃবার্তা হয় । মুর্ছনার সৌজন্যে নির্মিত ই-বুক ।

সম্পাদক : (হতভুব । বিস্মিত । রাগাভিত এবং হতাশাগ্রস্ত । সবই একই সঙ্গে)

আপনি সাংবাদিকতার নামে এই কাজ করছেন ? নিজেই রবীন্দ্রনাথ সেজে
টক শোতে অংশ নিচ্ছেন । আবার নিজেই এই বিষয়ে রিপোর্ট করছেন । সাপ হয়ে
দংশন করছেন । ওবা হয়ে ঝাড়ছেন । ছিঃ ছিঃ ছিঃ ।

ফারুক : ঘটনা এরকম না ।

সম্পাদক : ঘটনা কী রকম ? আপনি কি অস্বীকার করবেন যে, আপনি
রবীন্দ্রনাথ সাজেন নি ? এখনো তো দাঢ়ি গোঁফ লাগিয়ে বসে আছেন ।

ফারুক : আমি গুছিয়ে কথা বলতে পারছি না । সব আউলা লেগে যাচ্ছে ।
ময়না ভাই প্রিজ ঘটনা কী হয়েছে বলুন ।

ময়না : স্যার উনার কোনো দোষ নাই । আমি ক্যামেরা হাতে বলছি । মাতাল
যেমন মনের বোতলে হাত দিয়ে মিথ্যা বলতে পারে না, ক্যামেরাম্যানও ক্যামেরায়
হাত দিয়ে মিথ্যা বলতে পারে না ।

সম্পাদক : কথা পেঁচাবেন না, টু দ্য পয়েন্ট কথা বলুন ।

ময়না : সব দোষ আসলে ভাবির ।

সম্পাদক : এখানে ভাবি এল কোথেকে ? ভাবি কে ?

ময়না : ফারুক স্যারের স্ত্রী । উনার অঙ্গুত স্বভাব । সব ফালতু জিনিসে উনার
আনন্দ । মেয়েছেলে এ রকমই । কবি বলেছেন, স্ত্রী চরিত্রম দেবা না জানতি,
কুঞ্চিপি মনুষ্য । এর অর্থ...

সম্পাদক : ভ্যারভ্যার করছেন কেন ?

ময়না : ভ্যারভ্যার কখন করলাম ?

সম্পাদক : এই তো এখন করছেন । ইডিয়টের মতো নন্স্টপ যা ইচ্ছে বলে
যাচ্ছেন ।

ময়না : আমাকে ইডিয়ট বলেছেন ?

সম্পাদক : হ্যাঁ বলেছি। রাগ সামলাতে না পেরে বলেছি। সরি ফর দ্যাট।

ময়না : তোর চাকরি আর করব না। আমি ট্যাকনিকাল পারসন। আমার চাকরির অভাব ? তোর পত্রিকায় চাকরি না করলে কী হয় ? আমার ‘...ল’ হয় ?

সম্পাদক : তুই তুই করছেন কেন এবং অশালীন কথা বলছেন কেন ?

ময়না ভাই : রাগ সামলাতে না পেরে তুই তুই করছি। সরি ফর দ্যাট। এই নে তোর পত্রিকার ক্যামেরা।

সম্পাদক : ক্যামেরা তো ভাঙ।

ময়না : ক্যামেরা পুলিশ আছাড় দিয়ে ভেঙেছে। আমি ভাঙি নাই। সাহস থাকলে পুলিশের সাথে গিয়া দরবার কর।

সম্পাদক লেস ভাঙা ক্যামেরা হাতে উঠে দাঁড়ালেন।

দ্বিতীয় বৈঠক।

স্থান : ওসি সাহেবের কক্ষ।

সম্পাদক : আপনার সম্পর্কে আমাদের কাছে কিছু তথ্য আছে। সেনসেটিভ কিছু তথ্য।

গফুর : (হাসিমুখে) আপনি সাংবাদিক, আপনার কাছে তো তথ্য থাকবেই। আপনি রোগী হলে আপনার কাছে থাকত পথ্য।

সম্পাদক : রসিকতা করার চেষ্টা করবেন না। আমি উন্নাদ পত্রিকার সম্পাদক না। আমার পত্রিকার নাম ‘ভোর বাংলা’। যা বলছি মন দিয়ে শুনুন। একটা পত্রিকার অনেক ক্ষমতা। পত্রিকা এমন এক রিপোর্ট করতে পারে যে এক রিপোর্টে আপনার চাকরি শেষ। রিপোর্টের কারণে আপনাকে জেলের ভাত খেতে হচ্ছে।

গফুর : কী রিপোর্ট ?

সম্পাদক : যেমন ধরুন ভাসমান পতিতাদের কাছ থেকে আপনি নিয়মিত তাদের আয়ের একটা অংশ নিয়ে থাকেন। তাদের একজনের নাম শমিতা। তাকে প্রায়ই আপনার বিশেষ শারীরিক প্রয়োজনে সাড়া দিতে হয়।

গফুর : (অবাক) শমিতা কে ?

সম্পাদক : বললাম না, ভাসমান পতিতা। শমিতা পত্রিকায় বিশাল ইন্টারভু দিবে। সেই ইন্টারভু ছবিসহ ছাপা হবে। আপনারা পুলিশেরা যেমন ইচ্ছেমতো সাক্ষী হাজির করতে পারেন। আমরাও পারি ইচ্ছেমতো ইন্টারভুর ব্যবস্থা করতে। নেপোলিয়ানের মতো জেনারেল পত্রিকার ভয়ে অস্ত্রির থাকতেন। আপনি

কেউ না, ডোবার পুঁটিমাছ। পুঁটিমাছ আমি ধরব না। ডোবা সেঁচে ফেলব। আপনি
শুকনা ডোবায় থাবি থাবেন।

গফুর : আমাকে কী করতে হবে ?

সম্পাদক : রবীন্দ্রনাথ হিসেবে যাকে ধরেছেন, তাকে ছেড়ে দিতে হবে। সে
আমার পত্রিকার সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার। অত্যন্ত ভালো মানুষ। পাকে চক্রে
রবীন্দ্রনাথ সেজেছে।

গফুর : এখন তাকে ছাড়া কীভাবে সম্ভব ? আমি কনফারেন্স করে বলেছি যে
কথিত রবীন্দ্রনাথ ধরা পড়েছে। সাংবাদিকরা ছবি তুলেছে।

সম্পাদক : দাঢ়ি গোফ আলখাল্লাসহ ছবি উঠেছে। চেহারা কিছুই বোঝা যাবে
না। ফারুকের সঙ্গে ঘয়না বলে যে বদটাকে ধরেছেন ওকে দাঢ়ি গোফ পরিয়ে
দিলেই হবে। বুঝতে পারছেন কী বলছি ?

গফুর : (একই সঙ্গে হতাশ, চিন্তিত, বিস্মিত এবং রাগত)

সম্পাদক : কথা বলছেন না কেন ? আপনি কি চান একজন রিপোর্টার
আপনার পেছনে লাগিয়ে দেই যাতে সে আপনার নাড়িনক্ষত্র বের করে নিয়ে
আসতে পারে। আপনি নিশ্চয়ই কাউকে না কাউকে হাজতে পিটিয়ে মেরে ফেলে
বলেছেন, হাটঅ্যাটাকে মারা গেছে। এখন বলুন, ফারুক কি ছাড়া পাচ্ছে ?

ওসি : অবশ্যই পাচ্ছে। আপনার মতো একটা মানুষের অনুরোধ আমি রাখব
না তা কি হয় ?

সম্পাদক : ঘয়না বলে যেটা আছে ঐটাকে একটু সাইজ করে দিবেন। এটা
আমার ব্যক্তিগত অনুরোধ। আগের অনুরোধ ছিল পত্রিকার পক্ষ থেকে। আপনার
কি গল্প-কবিতা লেখার বদঅভ্যাস আছে ?

জি-না।

গল্প-কবিতা কিছু লেখা থাকলে পাঠিয়ে দিবেন। সাহিত্য পাতায় ছাপিয়ে
দিব।

ধানমণি খানার ক্রেজ হওয়া ওসি নাজমুল হৃদ অনেক দিন পর বিমলানন্দ
উপভোগ করছেন। চোর-ডাকাতের পেছনে দৌড়াতে হচ্ছে না। গুরুত্বপূর্ণ
মানুষজন টেলিফোনে গুরুত্বহীন বিষয়ে কথা বলছেন না। মন্ত্রী মহোদয়দের
পলিটিক্যাল এপিএসরা হমকিধামকি করছে না। তিনি তার শ্যালক হিরন্ময়
কারিগরের কাজ দেখছেন। তার বসার জায়গা হয়েছে সুপারহিট নায়িকা মিস
রিন্কির কাছাকাছি। মাঝখানে দুটা ফাঁকা চেয়ার আছে। তিনি ইচ্ছা করলে

একটা চেয়ার ডিঙ্গিয়ে নায়িকার পাশে বসতে পারেন। যে-কোনো কারণেই হোক তার সাহস হচ্ছে না। শোনা গেছে এই নায়িকা নানান নখড়া করে, তাকে তেমন কোনো নখড়া করতে দেখা যাচ্ছে না। নায়িকা একটু পরপর হ্যান্ডব্যাগ থেকে আয়না বের করে একদৃষ্টিতে আয়নার দিকে তাকিয়ে থাকছে। এটা নিশ্চয়ই নখড়ার মধ্যে পড়ে না।

নাজমুল হৃদকে নাশতা দেওয়া হয়েছে। ট্যাবলেট সাইজের সিঙ্গাড়া। নাজমুল হৃদ অতি সুস্থাদু ছয়টা সিঙ্গাড়া খেয়ে ফেলেছেন। আরও খেতেন, চক্ষুলজ্জায় খেতে পারছেন না। নায়িকা মিস রিনকির সামনেও কাঁচামরিচ পেঁয়াজসহ একগাদা সিঙ্গাড়া দেওয়া হয়েছে। নায়িকা একটা সিঙ্গাড়া ভেঙে খালিকটা মুখে দিয়ে মুখ বিকৃত করেছেন। এরপর ওসি সাহেবের পক্ষে দুই হালি সিঙ্গাড়া খেয়ে ফেলা যায় না।

কিছুক্ষণ আগে মিস রিনকির একটা শট হয়েছে। গার্মেন্টস ফ্যাট্টির থেকে বের হয়ে সে চুড়িওয়ালির কাছ থেকে কী সুন্দর করেই না চুড়ি কেনার অভিনয় করল, অসাধারণ।

মিস রিনকি এদিক-ওদিক তাকিয়ে বললেন, পানি খাব। আশেপাশে কেউ নেই। ওসি সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। কত বদমাইশকে নিজের হাতে চায়ের কাপ তুলে দিয়েছেন, আর ইনি সপ্তানী মহিলা। অপূর্ব অভিনয়।

মিস রিনকি পানির গ্লাস হাতে নিলেন। ছোট চুমুক দিলেন। জিভ ভেজানোর মতো কয়েক ফোটা পানি মুখে নিলেন। অন্যদিকে তাকিয়ে বললেন, ধন্যবাদ। নায়িকারা নায়ক ছাড়া অন্য কারও চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলে না। ওসি সাহেব বললেন, আপনার চুড়ি কেনার দৃশ্য দেখে মুঝ হয়েছি।

ও আচ্ছা।

কেন মুঝ হয়েছি বলব? যদি বিরক্ত না হন, অল্পকথায় বলি।

মিস রিনকি হ্যাঁ না কিছু বলল না। পানির গ্লাসে আরেকবার ছোট চুমুক দিল। ওসি সাহেব বললেন, আপনি চুড়িওয়ালির সামনে বসলেন। হাতভর্তি করে চুড়ি পরলেন। অনেক দরাদরি করলেন। দরে বনল না। মন খারাপ করে সব চুড়ি ফেরত দিলেন। হাত থেকে চুড়ি বের করার সময় দুটা চুড়ি ভেঙে গেল। আপনি ভাঙা চুড়ির দাম দিয়ে চলে যাচ্ছিলেন, আবার ফিরে এসে ভাঙা চুড়ি দুটা নিয়ে চলে গেলেন। অসাধারণ, অসাধারণ! আমার হাতে অঙ্কার পুরক্ষার থাকলে আজই একটা পেয়ে যেতেন।

বসুন। মূর্ছনার সৌজন্যে নির্মিত ই-বুক। দাঁড়িয়ে আছেন কেন?

ওসি সাহেব বসলেন। রিনকি বলল, এখানে যা করেছি সব নিজে বুদ্ধি খাটিয়ে করেছি। ডিরেষ্টর শুধু বলেছে আপনি হাতে চুড়ি পরবেন। দাম না বনায় হাত থেকে চুড়ি খুলে দিয়ে চলে যাবেন। বাড়তি কাজ অর্থাৎ চুড়ি ভেঙে যাওয়া, ভাঙা চুড়ির টাকা দেওয়া এবং ভাঙা চুড়ি নিতে আবার আসা—সব আমি আমার চিন্তা থেকে করেছি।

আবারও বলছি, অসাধারণ।

আপনাকে ধন্যবাদ। আমার কপাল খারাপ, সব অগা মগা বগা ডাইরেক্টরের হাতে পড়ি।

এই ডাইরেক্টর কেমন? হিরন্ময় কারিগর। অগা মগা বগার মধ্যে কোন ফ্লাসে পড়ে?

সে সর্বনিম্ন পর্যায়ে। বগা শ্রেণীর। বগার চেয়েও খারাপ, ছগা বলতে পারেন।

ঠিকই বলেছেন, আসলেই ছগা। দু'বারে এসএসসি পাশ করেছে। ইন্টারমিডিয়েটে আটকে গেছে। সেদিন এক পত্রিকায় ছগার ইন্টারভু ছাপা হয়েছে। ছগা বলেছে সে অন্টেলিয়া থেকে সিনেমাটোগ্রাফির উপর ডিপ্রি নিয়ে এসেছে। ডিপ্রি তো দূরের কথা, অন্টেলিয়া কোথায় তা-ই ছগাটা জানে না।

তাকে চিনেন?

আমার ছোট শ্যালক।

সরি, না জেনে অনেক কিছু বলেছি।

না জেনে কেন বলবেন! জেনেওনেই বলেছেন। হাতি চেনে মাহতকে, সাপ চেনে ওঝাকে, নায়িকা চেনে ডিরেক্টরকে।

আপনি খুব গুছিয়ে কথা বলেন। আপনি কি অভিনয় করেন?

না, তবে আপনাকে দেখে অভিনয় করার ইচ্ছা হয়েছে। জানি পারব না। চা খাবেন? মুর্ছন্নার সৌজন্যে নির্মিত ই-বুক। চা দিতে বলব?

বলুন।

এখন কোন শট হবে?

বলতে পারছি না। ডিরেক্টর বলতে পারবেন।

নাজমুল হৃদ ছোট নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, দৃশ্য নেওয়াকে যে শট বলে তা-ই জানতাম না। পুলিশের লোক তো। আমার কাছে শট মানে গুলি করা।

আপনি পুলিশ ডিপার্টমেন্টে?

জি। ধানমন্ডির থানার ওসি ছিলাম, এখন আমাকে ক্লোজ করা হয়েছে।

আপনার ছেলেমেয়ে কী ?

বিয়ের দ্বিতীয় দিনে আমার স্ত্রী মারা যান, তারপর আর বিয়ে করি নাই। একদিকে ভালোই হয়েছে। পুলিশের চাকরিতে ঘরে ফিরতে ফিরতে কোনোদিন রাত দুটা বাজে, কোনোদিন তিনটা বাজে। রেহনুমা দ্বিতীয় দিনে মরে গিয়ে বেঁচে গেছে।

আপনার স্ত্রী বিয়ের দ্বিতীয় দিনে মারা গেছেন শুনে খুব খারাপ লাগল। আমার আসলেই মনটা খারাপ হয়ে গেছে।

ওসি সাহেব বললেন, দ্বিতীয় দিনে মারা গেছে এটা মন খারাপ করার মতো কোনো ঘটনা না। সে ফাঁস নিয়ে মারা গেছে। অন্য জায়গায় প্রণয় ছিল। জোর করে বিয়ে দিয়েছে। কাজেই বিয়ের শাড়ি ফ্যানের সঙ্গে লাগিয়ে ফাঁসিতে ঝুলে পড়েছে।

Oh God! আপনার এই স্ত্রীর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে তারপরেও আপনার যোগাযোগ আছে ?

কেন থাকবে না ? রেহনুমা মারা গেছে। তার বাবা-মা, ভাইবোন এরা তো বেঁচে আছে। রেহনুমার ছোটভাই ছোটবোন দুজনই দুলাভাই বলতে পাগল।

মিস রিনকি ইতস্তত করে বললেন, কিছু মনে করবেন না। আপনি কি ঘূষ খান ?

খাওয়ার খুবই ইচ্ছা হয় কিন্তু থাই না। সাহিত্যের ছাত্র ছিলাম, ঘূষ না খাওয়ার পেছনে এটা একটা কারণ। সাহিত্যের সঙ্গে অভাব যায়, ঘূষ যায় না।

এই মাসের ১৩ তারিখ রাতে কি আপনার কাজ আছে ?

চাকরি থাকলে কাজ থাকবে। না থাকলে ক্ষি। কেন বলুন তো ?

১৩ তারিখ আমার জন্মদিন। আমি সবসময় চেষ্টা করি জন্মদিনের রাতে ১৩জন ভালো মানুষ আমার সঙ্গে ডিনার করবেন। আপনাকে আমি সিলেষ্ট করলাম। আমার জন্মদিনে আপনার নিমন্ত্রণ।

আমি ভালো মানুষ ?

প্রাথমিকভাবে সে রকমই মনে হচ্ছে।

জীবনে প্রথম কেউ আমাকে ভালো মানুষ বলল। যাই হোক, এখন বলুন আপনাকে নিয়ে ১৩, নাকি বাদ দিয়ে ১৩ ?

আমাকে নিয়ে ১৩।

যিঞ্চিরের লাস্ট সাপারের মতো ?

হ্যাঁ।

১৩ জনের মধ্যে কতজন জোগাড় হয়েছে ?

আমি তো আছিই । আমাকে ছাড়া আর মাত্র দু'জন জোগাড় হয়েছে । একজন আপনি । অন্যজনকে আপনি চিনবেন না । তার প্রধান কাজ রাতে ঢাকা শহরের পথে পথে হাঁটা । তার ভালো নাম হিমালয় । ডাকনাম হিমু । অনেক দিন হয়ে গেল তার সঙ্গে আমার যোগাযোগ নেই । আপনি পুলিশের লোক, আপনি কি তাকে ১৩ তারিখের আগে খুঁজে বের করতে পারবেন ?

কী নাম বললেন ?

হিমু ।

নাজমুল হৃদের কাছে নামটা পরিচিত মনে হচ্ছে । হিমু যে চোর-ডাকাত কেউ না এটা বোঝা যাচ্ছে । চোর-ডাকাতের নাম তার মনে থাকে । ভালো মানুষের নাম মনে থাকে না । তিনি নিশ্চিত মিস রিনকির নাম তার মনে থাকবে না । তবে মিস রিনকিকে নিয়ে দু'লাইনের ছড়া বানালে নামটা মনে থাকবে । ভালো মানুষের নাম তিনি এইভাবে মনে রাখেন ।

আনন্দ ফিনকি

নায়িকা রিনকি ।

এই তো হয়েছে । রিনকি নাম তিনি আর ভুলবেন না । তিনি বিড়বিড় করে কয়েকবার ছড়াটা বললেন, যাতে কখনো ভুলে না যান ।

রিনকি বলল, বিড়বিড় করে কী বলছেন ?

নাজমুল হৃদ বললেন, কিছু না কিছু না । তাকে অত্যন্ত লজ্জিত মনে হলো । আরেকটা ছড়া তার মাথায় এসেছে ।

রিনকির চোখ কালো

এই ঘেঁয়েটা ভালো ।



সকাল দশটা পঁচ।

বঙ্গবন্ধু গবেষণা কেন্দ্রের প্রধান কংকন ভাই তালা খুলে গবেষণা কেন্দ্রে ঢুকলেন। মেঝেতে অনেকগুলি পত্রিকা পড়ে আছে। তিনি পত্রিকার সংখ্যা গুলিলেন। তার ভূক খানিকটা কুঁচকাল। মাত্র চারটা পত্রিকা। গবেষণা কেন্দ্র থেকে সব পত্রিকা অফিসে চিঠি গেছে নিয়মিত সৌজন্যসংখ্যা পাঠানোর জন্যে। গবেষণার জন্যে পত্রিকা প্রয়োজন। সবাই পাঠাচ্ছে না। চিঠিতে কাজ হবে না। কিসলুকে পাঠাতে হবে। সোজা আঙুলে ধি না উঠলে কিসলুর আঙুলে ধি আনতে হবে।

কংকন ভাইয়ের পত্রিকা পড়ার অভ্যাস নেই (তার কোনোকিছু পড়ারই অভ্যাস নেই) তারপরেও একটা পত্রিকা হাতে নিলেন। নাম ‘ভোর বাংলা’। পত্রিকার প্রধান খবর—

রবীন্দ্ররহস্য ঘনীভূত

কংকন ভাই আগের কোনো খবর পড়েন নি, কাজেই রবীন্দ্ররহস্য বিষয়ে কিছুই জানেন না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ধরা পড়েছেন শুনে তিনি বিশ্বিত হলেন। বঙ্গবন্ধু গবেষণা পরিষদ থেকে গত মাসেই কবিগুরুর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে কাঙ্গালিভোজ হয়েছে। ওয়ান আইটেম। গরুর মাংসের তেহারি। এখন দেখা যাচ্ছে, তিনি বেঁচে আছেন এবং পুলিশের হাতে ঘেফতার হয়েছেন। এমন একজন সম্মানিত ধানুষকে পুলিশ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ ছাড়া ঘেফতার করবে না। তাহলে কি বর্তমান সরকার রবীন্দ্রনাথবিরোধী অবস্থান নিয়েছে? যদি নিয়ে থাকে তাহলে বঙ্গবন্ধু গবেষণা কেন্দ্রকেও একশানে যেতে হবে। কবিগুরুর কুশপুত্রিকা দাহের ব্যবস্থা করতে হবে। কুশপুত্রিকার অভাব নেই। তিনটা বানানেই আছে। কংকন ভাই মনোযোগ দিয়ে দ্বিতীয়বার খবরটা পড়ে মোটামুটি বিভ্রান্ত হয়ে গেলেন।

একটা মেস থেকে রবীন্দ্রনাথকে ঘেফতার করেছেন থানার ভারপ্রাণ ওসি জনাব গফুর। যাকে ঘেফতার করা হয়েছে তার উচ্চতা প্রায় ছয় ফুট, গাত্রবর্গ গৌর। মূর্ছনার সৌজন্যে নির্মিত ই-বুক। সাংবাদিকরা তার ছবি তুলেছেন।

কয়েক ষষ্ঠার ব্যবধানে রবীন্দ্রনাথ বদল হয়েছেন। দেখা গেছে হাজতের রবীন্দ্রনাথের উচ্চতা তিন ফুট। গাত্রবর্ণ ঘন কৃষ্ণ। ভারপ্রাপ্ত ওসিকে স্ট্যাল রিলিজ করা হয়েছে।

রহস্য সমাধানের জন্যে ব্যাপক তদন্ত শুরু হয়েছে। দেশপ্রেমিক নাগরিকদের কাছে আবেদন করা হচ্ছে, রবীন্দ্রনাটকের মূল নায়ককে পুলিশে ধরিয়ে দিতে। মূল নায়কের নাম ছামাদ মিয়া। ছামাদ মিয়া সম্পর্কে যে-কোনো তথ্য র্যাব বা থানাকে জানাতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

কংকন ভাই খবর পড়ে কিছুক্ষণের জন্যে তবদা মেরে রইলেন। দেশে এত কিছু ঘটে গেছে তিনি জানতেন না। ছামাদ মিয়া সম্পর্কে তথ্য তার কাছে আছে। এই বদমাইশ কাজী নজরুল ইসলাম সেজে বঙ্গবন্ধু গবেষণা কেন্দ্রে এসেছিল। থাপ্পড় খেয়ে বিদায় হয়েছে।

কংকন ভাই সিগারেট ধরালেন। চা ছাড়া সিগারেট টেনে সুখ পাওয়া যায় না। হাশেম এখনো আসে নি বলে চা খাওয়া যাচ্ছে না। গবেষণা কেন্দ্রে চা-কফির ব্যবস্থা আছে। সিগারেট টানতে টানতে কংকন ভাইয়ের মাথায় নতুন আইডিয়া চলে এল। তিনি খানিকটা উভেজিত বোধ করলেন। রবীন্দ্র-ঝামেলা মিটে গেলেই এই আইডিয়া নিয়ে এগুতে হবে। দেরি করা যাবে না।

আইডিয়ার ঝুঁটিনাটি কিসলুকে জানাতে ইচ্ছা করছে, কিন্তু জানানো যাচ্ছে না। তার মোবাইল ফোন গত রাতে চুরি গেছে। মানুষ মোবাইল ফোন সেট পকেটে রাখে। কংকনও রাখত, আই ফোন কেনার পর পকেটে রাখা বন্ধ করেছে। আই ফোন হাতের মুঠোয় নিয়ে ঘোরার আনন্দই আলাদা। সবাই সারাক্ষণ দেখছে হাতের মুঠোয় কী জিনিস। মানুষকে দেখাতে গিয়েই দুঃঘটনা। হাতের মুঠোর জিনিস ফসকে গেছে। এখন কংকন ভাই খানিকটা স্বত্ত্ব বোধ করছেন। মাথায় যে আইডিয়া এসেছে তার সফল বাস্তবায়ন হলে একটা নতুন আই ফোন কেনার পরেও হাতে কিছু ক্যাশ টাকা থাকবে।

বঙ্গবন্ধু গবেষণা কেন্দ্রের নাম পাল্টে ‘নজরুল পাঠচক্র’ দেওয়া। এখানে লোকজন আসবে, জাতীয় কবির রচনা পাঠ করবে। তাঁর সম্পর্কে জানবে।

বঙ্গবন্ধু গবেষণা কেন্দ্র নাম রাখার কিছু বিপদ আছে। সরকার বদল হলেই নাম বদল হবে। নতুন নাম ‘জিয়া গবেষণা কেন্দ্র’। বাড়ি ছাত্রদলের দখলে চলে যাবে। ‘নজরুল পাঠচক্র’-এ এই চক্রে থাকবে না। নতুন নামকরণ উপলক্ষে কাঙালিভোজের আয়োজন করা হবে। আলোচনা সভা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। পত্রপত্রিকা এবং টিভি চ্যানেলগুলোকে দাওয়াত দেওয়া হবে।

এটা কংকন ভাইয়ের অপ্রধান আইডিয়া। প্রধান আইডিয়া হচ্ছে, যখন রান্নাবান্না শুরু হবে তখন একদল উচ্ছ্বেষণ মানুষ হামলা করবে। অনুষ্ঠান পও হয়ে যাবে। কয়েকজন গুরুতর আহত হবে।

এতে লাভ দুটা। খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে না। ডেকোরেটেরের কাছ থেকে রান্না করার হাঁড়িপাতিল ভাড়া করলেই হবে। জখমও হবে ডেকোরেটেরের লোকজন। এদের জখম হওয়ার সময়ও হয়ে গেছে। ফ্রি সার্ভিস দিতে চায় না। ঘাড়ে ধরে আদায় করতে হয়। দেশের প্রতি মায়া নাই। আছে টাকার ধান্দায়। মূর্ছনার সৌজন্যে নির্মিত ই-বুক। বদমাইশের দল।

দ্বিতীয় লাভ হলো প্রচার।

কংকন ভাই কাঞ্জালিভোজ উপলক্ষে চাঁদা সংগ্রহ কীভাবে করা যায় তা ভাবতে লাগলেন। আশেপাশের বাড়িতে যেতে হবে। সঙ্গে থাকবে কিসলু। কিসলুর চেহারা দেখলেই বাড়িওয়ালার কলিজা পানি হয়ে যাবে। মুখ ফুটে চাঁদা চাওয়ার আগেই চাঁদা চলে আসবে। চা-নাশতা চলে আসবে। অনেকের সঙ্গে টেলিফোনে কথা হবে। অতি ভদ্র অতি বিনয়ী নারীকগ্নি টেলিফোন যাবে।

নারীকগ্নি বলবে, বঙ্গবন্ধু গবেষণা পরিষদ থেকে বলছি। আমি রিনা। কেমন আছেন? শুভ দুপুর। (চাঁদা চাইতে হবে বঙ্গবন্ধু গবেষণা কেন্দ্রের নামে। নজরুল পাঠচক্রের নামে চাঁদা চাইলে দুই টাকার ছেঁড়া নোটও পাওয়া যাবে না।)

টেলিফোনে যে নারীকগ্নি চাঁদা চাইবে সে কংকন ভাইয়ের স্ত্রী, নাম সুমনা। মহিলা লীগের প্রচার সম্পাদিকা। সুমনা আদর্শ পত্নী। স্বামীর সব কাজে সাহায্য করতে প্রস্তুত। সে বঙ্গবন্ধু গবেষণা কেন্দ্রের একজন গবেষক। মন্ত্রীদের কাছ থেকে টাকা আদায়ের তার ভালো দক্ষতা আছে। গত মাসেই ত্রাণমন্ত্রীর কাছ থেকে পাঁচশ কস্বল, তিনশ সুয়েটার এবং আঠারো টিন অলিভ ওয়েল নিয়ে এসেছে। সব গবেষণা কেন্দ্রে জমা আছে।

কংকন ভাইয়ের গভীর চিন্তামগ্ন অবস্থায় যিনি ঢুকলেন তার গায়ে হলুদ পাঞ্জাবি। পা খালি। তার নাম হিমু। ভালো নাম হিমালয়। তিনি কংকন ভাইকে দেখে বিনয়ে গলে গিয়ে বললেন, কংকন ভাই, কেমন আছেন? শুভ দুপুর।

কংকন ভাই বললেন, আপনি কে?

আমাকে একজন পাঠিয়েছে।

কে পাঠিয়েছে?

তাঁর নাম তো বলতে পারছি না। নিষেধ আছে। তিনি আপনার কাছে সামান্য চাঁদা চান। খুবই অল্প।

হতভব কংকন ভাই অনেক কষ্টে নিজের হতভব ভাব সামলালেন, তখন রাগ তাকে অভিভূত করল। তিনি রাগে তোতলাতে তোতলাতে বললেন, আমার কাছে চাঁদা চায়। বান্দির পুতটা কে?

কংকন ভাই, আপনি উন্মার বিষয়ে যে নোংরা কথা বলেছেন সেটা আমি শুনি নাই। মাঝে মাঝে আমি কানে কম শুনি। যাই হোক, আপনি তের তারিখ রাত আটটার মধ্যে টাকার ব্যবস্থা করবেন। বেশি না, তের লাখ। তের তারিখের সঙ্গে মিল রেখে তের লাখ। দশ তারিখ হলে বলতাম দশ লাখ। আপনার তিন লাখ টাকা বাঁচত। কিন্তু উনি ডেট দিয়েছেন তের।

তের লাখ টাকা চাঁদা চায়! আমার কাছে? আপনি কে? কী নাম?

আমার নাম হিমু। অনেকে ডাকে হিমালয়। হিমালয় ঠাভা তো কাজেই হিমালয়। আমি নিজেও ঠাভা। আবার কেউ কেউ ডাকে হিমবাহ। হিমবাহ বুঝেন তো? পানির উপরে সামান্য বের হয়ে থাকে। সবটাই থাকে নিচে। আপনি আমার পানির উপরের অংশ দেখছেন। নিচেরটা দেখছেন না।

তোমার পেটের ভুঁড়ি বের করতে আমার এক মিনিট লাগবে। আমারে চিনো না।

আপনাকে কেন চিনব না! আপনি কংকন ভাইয়া। অন্যের বাড়ি দখল করে আসব জমিয়ে বসেছেন। আজ আপনি একা কেন? আপনার লোকজন কোথায়? মোবাইলে টেলিফোন করে লোকজন যে ডাকবেন তাও সত্ত্ব না। মোবাইল হারিয়ে ফেলেছেন, তাই না? আহারে, এমন দামি সেট!

তুই জানস ক্যামনে? এই মোবাইলের খবর তুই ক্যামনে জানস?

হিমু বলল, শুরু করেছিলেন আপনি, তারপর তুমি, এখন তুই। আমি আপনি দিয়ে শুরু করেছি, শেষ পর্যন্ত আপনি বলব। ভদ্রতার খেলাফ হবে না। কষ্ট করে জানলা দিয়ে একটু বাইরে তাকাবেন। কাউকে কি দেখা যায়? উনাকে চিনেন? উনার নাম জগলু। আঙুলকাটা জগলু। উনি নিজের আঙুল কাটেন না। অন্যের আঙুল কাটেন। এইজন্যেই নাম আঙুলকাটা জগলু। কংকন ভাই, আপনার এখানে চায়ের ব্যবস্থা আছে না? এক কাপ চা খাওয়া যাবে?

কংকন কিছু বলল না। আড়চোখে ঘড়ির দিকে তাকাল। কিসলুর আসার কথা। এখনো কেন আসছে না। জানলা দিয়ে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। ভাওতাবাজি হতে পারে। আঙুলকাটা জগলুকে কংকন চিনে। আঙুলকাটা জগলু দিনেদুপুরে বের হবে না। তাছাড়া সে যতদূর জানে আঙুলকাটা জগলু জেলে। তার কাছে মনে হচ্ছে পুরোটাই ভাওতাবাজি। দেশ চলছে ভাওতার উপরে।

কংকন ভাই, চায়ের কথা বলেছিলাম।

চা বানানোর লোক নাই।

অপেক্ষা করি, আপনার লোকজন আসুক। চা খাই। আমি আপনার এখান
থেকে চা না খেয়ে চলে যাব এটা কেমন কথা? আপনার ইজ্জত আছে না?

সাহস থাকলে বসে থাক।

হিমু শান্ত গলায় বলল, সাহসের আমার অভাব নাই। সাহসের অভাব
আপনার। আমি চায়ের জন্যে অপেক্ষা করব। আসুক আপনার লোকজন। শুনেছি
আপনার এখানে ক্যারাম খেলা হয়, একদান ক্যারামও খেলব।

কংকনের ঠোঁটের কোনায় এই প্রথম সামান্য হাসির আভাস দেখা গেল।
কারণ কিসলু আসছে। দরজা দিয়ে তাকে দেখা যাচ্ছে। কিসলুর সঙ্গে হাশেমও
আছে।

কংকন বলল, তুই বোস তোরে আমি চা খিলাব। একজন মুখ হা করায়ে ধরে
রাখবে অন্যজন মুখে গরম চা ঢালবে। যত পারিস খাবি।

হিমু বলল, ধন্যবাদ। চা মুখে ঢেলে দিবে, আমাকে কিছু করতে হবে না—
এইজন্যে শুকরিয়া। কংকন ভাই, আপনি মহান।

কথাবার্তার এই পর্যায়ে কিসলু চুকল। তার পেছনে পেছনে হাশেম। কিসলু
ভূত দেখার মতো চমকে উঠে বলল, হিমু ভাই! আপনি এখানে! কী আশ্র্য!
আমাকে চিনেছেন?

না।

আমি কিসলু। আপনার জন্যে জানে বাঁচলাম। ঐ রাতে আপনি না থাকলে
জানে মরতাম। ওরে বাপরে, কী বিপদ যে গেছে! আপনারে এইখানে দেখব
চিন্তাই করি নাই। যে রাতে আপনারে প্রথম দেখি আমি কিন্তু আপনারে মানুষ
ভাবি নাই। ভাবছি ফেরেশতা। কিছু মনে নিয়েন না হিমু ভাই, আপনারে কদম্বুসি
করব।

হিমু বলল, দ্রুত এক কাপ চা খাওয়াও তো কিসলু।

চা এক কাপ কী জন্যে খাবেন? চা খাবেন হাজার কাপ।

কংকন ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেছে। সে তার এক জীবনে অনেক বিশ্যবকর ঘটনা
দেখেছে, এরকম দেখে নি। তার শরীর যিমবিম করছে। সিগারেট ধরাতে ইচ্ছা
করছে। বিচিত্র কারণে সিগারেট ধরাতে ভয় লাগছে।

কিসলু লোকটাকে কদম্বুসি করেছে এটা না হয় মানা গেল। তার দেখাদেখি
হাশেমও কদম্বুসি করে হাত কচলাছে—এর অর্থ কী?

হিমু বলল, কিসলু। চা দু'কাপ বানাবে। বাইরে আঙ্গুলকাটা জগলু আছে। উনাকে এক কাপ চা দিবে।

কিসলু বিড়বিড় করে বলল, খাইছে আমারে! আমি তো মরতে বসছিলাম আঙ্গুলকাটা জগলুর কাছে। এ না জেলে আছে?

হিমু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, জেলে নকল জগলু। আসলটা বাইরে। তুমি চা নিয়ে যাও। দেখলেই চিনবে। আমি দোতলায় যাচ্ছি। কংকন ভাইকে দোতলায় পাঠাও। তার সঙ্গে আমার প্রাইভেট কিছু কথা আছে।

হিমু এবং কংকন ভাই মুখোমুখি বসা। হিমুর হাতে চায়ের কাপ। কংকন ভাইয়ের হাতে পানির গ্লাস। গ্লাসে কয়েক টুকরা বরফ। পানিতে ‘ভদ্রা’ নামক ওষুধ থানিকটা দেওয়া হয়েছে। এই ওষুধ ভয় কমাতে সাহায্য করে। ওষুধের দুটা বোতল কংকন ভাইয়ের প্রাইভেট আলমারিতে সবসময় থাকে।

হিমু বলল, ভয় পেয়েছেন?

কংকন জবাব দিল না। হিমু বলল, আমাকে শুধু শুধু ভয় পাচ্ছেন। আমি নির্বিষ। তের লাখ টাকা চাঁদার কথা যা বলেছি সেটাও ভুয়া। আপনাকে চাঁদা জোগাড় করতে হবে না।

কংকন ভাইয়ের ফ্যাকশে মুখে কিছু রক্ত চলাচল শুরু হয়েছে। ফ্যাকশেভাব কিছুটা দূর হয়েছে। তিনি ঘনঘন গ্লাসে কয়েকটা চুমুক দিলেন। হিমু বলল, চাঁদা না দিলেও তের তারিখ এই বাড়িটা ছেড়ে দেবেন। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে গবেষণা অন্য কোথাও করবেন। ভালো কথা, আপনি ছাত্রলীগ করেন। বঙ্গবন্ধু যখন সপরিবারে নিহত হলেন তখন কিন্তু আপনার ছাত্রলীগ টুঁ শব্দ করে নাই। মিটিং মিছিল দূরের কথা।

সেই সময়ের ছাত্রলীগ কী করছে তার দায়িত্ব তো আমাদের না।

হিমু বলল, আচ্ছা এই সময়ের ছাত্রলীগের কথাই হোক। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় বঙ্গবন্ধুর কন্যাকে অ্যারেষ্ট করে জেলে ঢোকানো হলো। তখনো কিন্তু আপনারা টুঁ শব্দ করেন নি। মিটিং না, মিছিল না। আজ অন্যের বাড়ি দখল করে গবেষণা কেন্দ্র খুলে বসেছেন।

ওষুধে কাজ দিয়েছে। হারানো সাহস ফিরে আসছে। কংকন ঝাঁকারি দিয়ে গলা পরিষ্কার করে বলল, আপনি কি ভেবেছেন এত সহজে পার পেয়ে যাবেন? না। আমি এর শোধ যদি না নেই আমার নাম কংকন না। আমার স্ত্রীর নাম সুমনা না।

ହିୟ ବାବେ ଘାସୁଟୀ ହାଥରେ । ଏହି ଲୋକଟା ହାଥରେ କେମି ? ତାର ହାପିଲ କୀ ଆଛେ ? ହାପିଲ ଫଳ ଓଳେ କଂକଣର ଆବାର ତୟ ଲାଗିଲେ ଓର୍କ କରିଛେ । କଂକଣ ବଡ଼ କରେ ଶ୍ଵାଲେ ଚନ୍ଦ୍ରକ ଦିଲ । ଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମିଶ୍‌ଯୁସ ମିଲେ । ଫେଁଲ ଫେଁଲ ଫଳ ହାତେ ।

ହିୟ ବଜଳ, ଯେ ଅମ୍ବାକେ ଭୟ ଦେଖାଯ ମେ ମିଜେ ଅବସାସ ଭକ୍ଷେତ୍ର ଘର୍ଯ୍ୟ ଥାକେ । ଭକ୍ଷେତ୍ର ଆପନାର କବିଜୀ ଓରିଲେ ଲୋହେ । ଭକ୍ଷେତ୍ର ଧ୍ରୁଵ କାରଣୀ ହଲୋ, ଆପନି ଆମାକେ ବୁଝାଇ ପାରିଛେ ବ୍ୟା । ଘାସୁଟ ଭୂତପ୍ରେତ ଘୁର୍ବେ ବା ବଲେ ଭୂତପ୍ରେତ ଭୟ ପାଇ । ଘୁର୍ବୁକେ ବୁଝାଇ ପାରି ବା ବଲେ ଘୁର୍ବୁ ଭୟ ପାଇ । ଆପନି ଆମାକେ ଏହି କାରଣେଇ ଭୟ ପାରେନ । ଆମି ଏହି ଚଙ୍ଗ ଯାବ । ଭାଇ, ଭୟଟୀ ଦୂର କରେନ । କାଉକୁ ଭୟ ଦେଖାଇ ଆମାର ଭାଲୋ ଦାଖି ବ୍ୟା । ଏବପରିବେଳେ କେମି ଯେ ଘାରୋ ଘାରୋ ଭୟ ଦେଖାଇ ।

ଏହି ବାଡ଼ି ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଗର୍ବଶା ମେଲେର ଭାବ୍ୟ ହୃଦୟ ଦାନ ବର୍ଜାଇଁ । ଆମାର କାହିଁ ଦବିଲ ଆଛେ । ମୁହଁମାର ଲୌଜନ୍ୟ ନିର୍ମିତ ଇନ୍‌ହୁକା । ଆମାର ବାବେ ଦବିଲ । ମିଳ ।

ଆପନି ଆମାର ହୃଦୟରେ ବାବେ ଦବିଲ କରେ ଦିଲେ । ହୃଦୟ ରେଚାର ମିଜେର ବାଡ଼ି ଥାକିଲେ ଫୁଟପାତେ ଘୁମାୟ ।

ଲେଟୋ ଆମାର ଦେଖାଇ ବିଷୟ ବ୍ୟା । ବାଡ଼ି ଲିଖେ ଦେଇଲା ଅମ୍ବ ଘର୍ଯ୍ୟ ହିଲ ବ୍ୟା ?

ହିୟ ଉଠି ଦାଢ଼ାଳ । ଶାନ୍ତ ଗନ୍ଧାର ବଜଳ, ଭାଇ ଆମି ଯାଇ । ମୁହଁମା ଭାବିକ ଆମାର ଭାଲାଯ ଦିଲେ ।

ହିୟଙ୍କ ବାଡ଼ିର ଗେଟ ପର୍ବତ ଏମିଲେ ଦିଲେ କେବ ବିଶ୍ଵଳ । କିଶ୍ଲୁ ଧଳା ଦାଖିଲେ ବଜଳ, ଆପନି ବଲାମେ ଆହୁଲକଟୀ ଜଗଲାର କଥା । ଆମି ତା ମିଳେ ଦେଖି କେଉ ଦାଇ । ତଥାଇ ବୁଲାଯ ଘଟନା ଆଛେ । ହିୟ ଭାଇ, ଘଟନା କୀ ? ଆହୁଲକଟୀ ଜଗଲୁ କି ହିଲ ? ବ୍ୟା ।

ତାର କଥା କୀ ଜମ୍ଯ ବଲେଇମ ?

କଂକନକେ ତୟ ଦେଖାନେର ଜମ୍ଯ ବଲେଇଛି ।

କଂକନ ଭାଇ ଭୟ ବୀକାର ଜିନିସ ବ୍ୟା, ତୟ ଆପନାରେ ବିରାଟ ଭୟ ପାଇଛେ । ଅବଶ୍ୟ ଆପନାରେ ତୋ ଭୟ ପାଇଛେଇ ହବେ ।

ହିୟ ବଜଳ, କିଶ୍ଲୁ ଯାଇ ?

କିଶ୍ଲୁ ବଜଳ, ଚଙ୍ଗମ ଏକଟୀ ଚାରେର ଦୋକାନେ ଘୁମି । ଆପନାର ଘର୍ଯ୍ୟ ଏକ କାପ ତା ଥାଇ । ଆପନାର ଘୁମ ଥେବେ ଦୂର୍ଗୀ ଭାଲୋ କଥା ଥିଲି । ଚାରଦିକେ ଘର୍ଯ୍ୟ କଥା ଥିଲି, ଦୁଷ୍ଟ କଥା ଥିଲି । ଦୂର୍ଗୀ ଭାଲୋ କଥା ଥିଲା ଘର୍ଯ୍ୟ ।

ବୀକାର ପାଶେ ଚାରେର ଦୋକାନ । ଦୋକାନେର ଘାମରେ ଲେଖି ପ୍ରତା । ହିୟ ଏହି କିଶ୍ଲୁ ବଲେଇଲେ । ହିୟ ହାତାଟେ ହାତାଟେ ବଜଳ, ଭାଲୋ କଥା ଶୈନାର ଜମ୍ଯ ପ୍ରତ୍ଯେତ ?

কিসলু বলল, জি হিমু ভাই।

হিমু বলল, একজন সাধুর গল্প শোনো। সাধুর নাম খৰি কাশ্যপ। তার কাছে ভয়ঙ্কর এক খুনি এসেছে। সে সাধুর কাছে দীক্ষা নিতে চায়।

সাধু বললেন, তুমি অতি ভয়ঙ্কর মানুষ। তারপরেও তোমাকে আমি দীক্ষা দিব। একটা শর্ত আছে। আজ সন্ধ্যার মধ্যে তোমাকে যে-কোনো একটা ভালো কাজ করতে হবে।

কী রকম ভালো কাজ সাধুজি?

যে-কোনো ভালো কাজ। যত তুচ্ছই হোক ভালো কাজ হলেই হবে। একটা ভালো কাজ করে আমার কাছে আসবে, আমি তোমাকে দীক্ষা দিব।

ভয়ঙ্কর মানুষ ভালো কাজের সন্ধানে বের হলো। একটা কুকুরের সঙ্গে তার দেখা। কুকুরটা ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে যাচ্ছে, কারণ তার একটা ঠ্যাং নেই। পিঠে ঘা। ভয়ঙ্কর মানুষটার মনে হলো কুকুরটা কষ্ট পাচ্ছে। তার কষ্ট লাঘব হওয়া দরকার। সে থান ইট দিয়ে কুকুরের মাথায় বাড়ি দিয়ে তাকে মেরে ফেলে সাধুর কাছে উপস্থিত হয়ে ভালো কাজটা কী করেছে তা বলল। বিস্তারিত বলল। সে ভালো কাজ করতে পারায় আনন্দিত।

সাধুজি বললেন, হ্যাঁ ঠিক আছে। স্বান করে আসো, তোমাকে দীক্ষা দেব।

কিসলু বলল, এটা কী করে সন্তু? ঐ লোক তো ভয়ঙ্কর মন্দ কাজ করেছে। ভালো কাজ তো করে নাই।

হিমু বলল, যে ভালো কাজ করতে পারে তার দীক্ষার প্রয়োজন নাই। যে ভালো কাজ করতে পারে না তারই দীক্ষার প্রয়োজন।

হিমু ভাই, জটিল গল্প শুনলাম।

হিমু বলল, এই গল্প আমি আমার বাবার কাছ থেকে শুনেছি। বাবা প্রায়ই আমাকে শিক্ষামূলক জটিল জটিল গল্প বলতেন। ভালো কাজ বা সৎকর্ম নিয়ে বাবার একটা খিওরি আছে। খিওরিটা সত্য। শুনবে?

কিসলু আগ্রহ নিয়ে বলল, শুনব।

বাবা বলতেন, যে-কোনো মানুষ যদি প্রতিদিন একটি করে ভালো কাজ সাত দিন করে সে মহাপুরুষের পর্যায়ে উঠে যাবে। এর পর সে যা-ই বলবে তা-ই সত্য হবে।

বলেন কী!

চেষ্টা করে দেখবে? প্রতিদিন একটা ভালো কাজ করাও কিন্তু বেশ কঠিন।

অবশ্যই চেষ্টা করে দেখব। এখনই একটা ভালো কাজ করব। ঐ দেখেন হিমু
ভাই, একটা বুড়া মানুষ রাস্তা পার হওয়ার চেষ্টা করছে, গাড়ির কারণে পার হতে
পারছে না। তাকে যদি রাস্তা পার করায়ে দেই কাজটা কি ভালো কাজ হবে?

অবশ্যই হবে।

কিসলু লাফ দিয়ে উঠে দাঢ়াল। ছুটে গেল রাস্তায়। দু'হাত তুলে গাড়ি
থামাল। বৃন্দকে হাত ধরে রাস্তা পার করল। বৃন্দ বলল, আবাজি, আপনার নাম?

কিসলু বলল, আমার ডাকনাম কিসলু।

বৃন্দ বলল, আধাঘন্টার উপর চেষ্টা করতেছিলাম। রাস্তা পার হইতে পারি
নাই। আপনে পার করেছেন। আজ মাগরেবের ওয়াক্তে আপনার জন্যে দোয়া
করব বলে আপনার নাম জানতে চেয়েছি।

কিসলুর চোখে পানি এসে গেল। সে বের হলো দ্বিতীয় ভালো কাজের
সন্ধানে। একটা ভালো কাজ করে সে তৃপ্তি পাচ্ছে না।

হিমুর বাবা ভালো কাজ বিষয়ে হিমুকে লিখিত উপদেশ দিয়ে গেছেন। তিনি
লিখেছেন—

বাবা হিমালয়,

ভালো কর্ম বা সৎকর্ম করার তোমার প্রয়োজন নাই।
সৎকর্ম নেশার মতো। একটি সৎকর্ম করলে আরেকটি করতে
ইচ্ছা করবে। সৎকর্মের নেশা তৈরি হবে। যে-কোনো নেশাই
মানুষের জন্যে ক্ষতিকর। নেশা হলো নেশা। ভালো নেশা মন্দ
নেশা বলে কিছু নাই। তুমি সেই সৎকর্ম করবে যা অন্যরা
করতে পারছে না। অন্যদের করার ক্ষমতা নাই।

সৎকর্ম যেমন নেশা তৈরি করে অসৎকর্মও করে।
নেশাইস্ত হয়ে দুষ্টলোক একের পর এক অসৎকর্ম করতে
থাকে।

এখন কি বুঝতে পারছ সৎকর্ম অসৎকর্ম একই মুদ্রার দুই
পিঠ?

কিসলু সঙ্ক্ষ্যা মেলাবার আগেই চারটি সৎকর্ম করে ফেলল। সৎকর্ম এবং তার
ফলাফল নিম্নরূপ—

১. বৃন্দকে রাস্তা পার করানো।

(বৃন্দ তার নাম জানতে চেয়েছে এবং বলেছে মাগরেবের নামাজে তার
জন্যে দোয়া করবে।)

২. একজন টোকাইকে পাউরঞ্চি এবং কলা কিনে দেওয়া।
(টোকাই পাউরঞ্চি-কলা হাতে নিয়েই দৌড় দিয়েছে। তার আচরণ
রহস্যময়।)
৩. এক মহিলা মালিবাগ যাবে, রিকশা পাছিল না। কোনো রিকশাই
মালিবাগ যাবে না। তার জন্যে রিকশার ব্যবস্থা করে দেওয়া।
(এই মহিলার আচরণও টোকাইয়ের মতো। সে গভীরমুখে রিকশায়
উঠেছে। কিসলুর দিকে ফিরেও তাকায় নি। যেন রিকশা এনে দেওয়া
কিসলুর দায়িত্ব।)
৪. একজন ট্রাফিক পুলিশকে এক বোতল পানি কিনে দেওয়া।
(পানির বোতল পেয়ে ট্রাফিক পুলিশ হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে ছিল। তার
চোখে প্রায় পানি আসার উপক্রম। ট্রাফিক পুলিশ বলল, ভাই, আপনি
আমাকে পানির বোতল দিলেন কী জন্যে? কিসলু বলল, অনেকক্ষণ
ধরে লক্ষ করেছি আপনি রোদে দৌড়াদৌড়ি করছেন। আপনাকে দেখে
মনে হলো, আপনার পানির তৃষ্ণা পেয়েছে। ডিউটি ছেড়ে যেতে
পারছেন না।

ট্রাফিক পুলিশ বলল, ভাই আপনি হাতটা বাড়ান। আপনার হাতটা
একটু ধরব।)

সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে, এখন ভালো কাজ না করলেও চলে; ভালো কাজ
সন্ধ্যা পর্যন্ত করার কথা। তারপরেও কিসলুর মাথায় ঘুরতে লাগল—আর কী করা
যায়? সে বীতিমতো অস্তির।



অফিসার গফুরকে ধানমণি থানা থেকে ক্লোজ করে খাগড়াছড়ি থানায় ওপেন করা হয়েছে। তিনি সেখানে ভালো আছেন। থানা কম্পাউন্ডের পেছনে অনেকখানি জায়গা। তিনি সেখানে সবজি চাষ শুরু করেছেন। পাহাড়ি বেগুন লাগিয়েছেন। থানায় কাজকর্ম নাই। পাহাড়িরা ঘুস দেওয়া শিখতে পারে নি বলে থানায় আসে না। মামলা-মোকদ্দমা নাই। ঝামেলা নিজেরা মিটিয়ে ফেলে। কাজেই অফিসার গফুর সবজি চাষে মন দিয়েছেন। রাতে জঙ্গল দেখেন। হাতির ভয়ে সারা রাত তাকে জেগে থাকতে হয়। প্রায়ই বন্য হাতির পাল বের হয়। এদের ঝৌকটা কোনো এক দুর্বোধ্য কারণে থানার দিকে। একটা পুরো রাত তাকে থানা কম্পাউন্ডের বিশাল শিরিষগাছে উঠে কাটাতে হয়েছে। সেই রাতে হাতির পাল আরেকটু হলে থানায় চুকে যেত। শিরিষগাছে দ্রুত ওঠার জন্যে তিনি অর্ডার দিয়ে একটা মই বানিয়েছেন। মই গাছের সঙ্গে সেট করা হয়েছে।

নাজমুল হৃদকে পুরনো জায়গায় এনে ওপেন করা হয়েছে। রবীন্দ্র-সমস্যার পূর্ণ সমাধানের জন্যে তাকে সাত দিন সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে। সাত দিনে সমাধান না হলে তাকেও খাগড়াছড়ি যেতে হবে। ১৩ তারিখ সাত দিন শেষ হবে। তবে খাগড়াছড়ি নিয়ে তিনি চিন্তিত না। তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, চাকরি ছেড়ে দেবেন। তার মধ্যে অভিনয়ের প্রবল আকাঙ্ক্ষা দেখা যাচ্ছে। তিনি আজিজ সুপার মাকেট থেকে একটা বই কিনেছেন। বইয়ের নাম ‘অভিনয় কলা’। বইয়ে অভিনয়-বিষয়ে অনেক টিপস দেওয়া আছে। চোখের এবং মুখের এক্সারসাইজ দেওয়া আছে। আয়নার সামনে এইসব এক্সারসাইজ তিনি নিয়মিত করছেন। গলার স্বর উন্নত করার জন্যে হারমোনিয়াম কিনে ‘সারেগামাপাধানিসা’ করছেন। আবৃত্তি ক্লাসে ভর্তি হয়ে বৃন্দ আবৃত্তি করছেন।

রাতে তার ভালো ঘুম হচ্ছে না। অদ্ভুত অদ্ভুত স্বপ্ন দেখছেন। সব স্বপ্নই অভিনয়বিষয়ক এবং প্রতিটি স্বপ্নে মিস রিনকি থাকছেন। শুধু থাকছেন তা-না, তার স্ত্রী হিসেবে অভিনয় করছেন। গত রাতের স্বপ্নে তিনি এবং মিস রিনকি একটা স্কুলের সামনে দাঁড়ানো। দু'জনেই ভজনের অটোগ্রাফ দিচ্ছেন। স্কুলের সামনে

দাঢ়িয়ে থাকার কারণ হচ্ছে তাদের শিশুকন্যা স্কুলে। তারা শিশুকন্যাকে নিতে এসেছেন। স্বপ্নে শিশুকন্যার নাম জানা যায় নি।

ওসি সাহেব তার খাসকামরায়। আজ তার মেজাজ ভয়ঙ্কর খারাপ। মেজাজ খারাপের প্রধান এবং একমাত্র কারণও মিস রিনকি। পত্রিকায় তাকে নিয়ে একটা খবর বের হয়েছে। তিনি নাকি চিত্রজগতের সুপার হিরো গালিব খানের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়েছেন। প্রতিবেদক দাবি করছেন, তার কাছে কাবিননামার ফটোকপি আছে। প্রয়োজনে তিনি তা প্রকাশ করবেন। মিস রিনকি এবং গালিব খানের ছবিও ছাপা হয়েছে। ছবিতে দু'জন দু'জনের দিকে প্রেমপূর্ণ নয়নে তাকিয়ে আছেন।

ওসি সাহেবের ইচ্ছা করছে ভয়ঙ্কর কিছু করতে, যাতে এক কথায় তার নিজের চাকরি চলে যায়। যাকি পোশাক পরে বসে থাকতে আর ভালো লাগছে না। ভয়ঙ্কর কী করবেন তাও মাথায় আসছে না। আপাতত বলপয়েন্টের খোঁচায় গালিব খানের দু'টা চোখ ফুটা করে দিয়েছেন। অন্দুর গালিব খানকে ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে।

নাজমুল হৃদের এমন মানসিক অবস্থায় থানায় চুকল কংকন ভাই। সে এসেছে সচেতন নাগরিক হিসাবে ছামাদ মিয়া বিষয়ে তথ্য দিতে এবং হিমুকে নিয়ে একটা ডায়েরি করিয়ে রাখতে। ডায়েরিতে লেখা হবে হিমু তাকে জীবননাশের হ্রকি দিয়েছে।

ওসি সাহেব, আমার নাম কংকন। আমি বঙবন্ধু গবেষণা কেন্দ্রের প্রধান পরিচালক। মুর্ছন্দার সৌজন্যে নির্মিত ই-বুক। ভালো আছেন?

এই বলে কংকন হ্যান্ডশেক করার জন্যে হাত বাড়াল। ওসি সাহেব ‘ও’ বলে ঝিম মেরে রইলেন। হ্যান্ডশেকের জন্যে হাত বাড়ালেন না। কংকনের মাথা ঝিমবিম করছে। সে হাত বাঢ়িয়ে আছে, ওসি সাহেব হাত বাড়াচ্ছেন না। এ-কী ভয়ঙ্কর অপমান! এত বড় অপমানের ভেতর দিয়ে তাকে একবার শুধু যেতে হয়েছিল। সে গিয়েছিল ধর্মমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে। তাকে এক ঘণ্টা বসিয়ে রাখার পর মন্ত্রীর পিএস বলল, দেখা হবে না। কংকন বলল, আপনি কি উনাকে আমার কার্ড দিয়েছেন? পিএস বলল, দিয়েছিলাম। মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, দেখা হবে না। কংকন সেই অপমানের শোধ ভালোভাবে নিয়েছিল। এক পয়সা দামের ওসির অপমানের শোধ সে কীভাবে নিবে তা-ই এখন ভাবছে। কংকন হাসিমুখে বলল, আপনি বোধহয় লক্ষ করেন নি আমি হ্যান্ডশেক করার জন্যে হাত বাঢ়িয়েছি।

ওসি সাহেব আবারও বললেন, ও। এবারও তাকে হাত বাড়াতে দেখা গেল না। তিনি রিভলভিং চেয়ারে একটা চক্র দিলেন। হাতের বলপয়েন্ট দিয়ে গালিব খানের নাম কেটে লিখলেন গাধা খান।

কংকন গভীর মুখে বসল। হাত গুটিয়ে নেওয়া ছাড়া তার আর কিছু করার নেই। ঘরে ওসি ছাড়া আর কেউ নেই বলে তার অপমান কারও চোখে পড়ল না। ‘মানী ব্যক্তির মান আল্লা রক্ষা করেন’—কথাটা ভুল না।

আপনাকে আগে একবার বলেছি, মনে হয় মিস করেছেন, আমি বঙ্গবন্ধু গবেষণা কেন্দ্রের প্রধান পরিচালক।

ওসি সাহেব খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে বললেন, তাহলে বলেন দেখি বঙ্গবন্ধু পাঞ্জাবির নিচে গেঞ্জি পরতেন নাকি পরতেন না? ঝটপট জবাব চাই।

হতভস্ত কংকন বলল, এটা আমাদের গবেষণার বিষয় না। ওসি সাহেব, আমার নাম কংকন। নামটা আপনার পরিচিত থাকার কথা। আমি ছাত্রলীগের...

কংকন কথা শেষ করার আগেই নাজমুল হৃদ আনন্দিত গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন, পাইছি তোরে।

কী বললেন?

বললাম, পাইছি তোরে। তুই ছামাদের বাড়ি দখল করে গবেষণা কেন্দ্র খুলেছিস। ঠিক ধরেছি না? আজ তোকে পাকিস্তানি ডলা দেওয়া হবে। পাকিস্তানি ডলা কী জানস? উপরের চামড়া থাকবে টাইট, ভিতরে হাজিড শুঁড়া। একেবারে ট্যালকম পাউডার।

কংকন বলল, আপনি বোধহয় জানেন না। আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে আপনাকে খাগড়াছড়িতে ট্রান্সফার করতে পারি।

ট্রান্সফার কর। তারচেয়ে ভালো হয় চাকরি খেয়ে ফেল। বান্দরের বাঢ়া খান্দর। তুই একটা খান্দর। খান্দর কী জানস? বান্দরের থাকে একটা লেজ আর খান্দরের থাকে দুইটা লেজ। তোর প্যান্টের ভিতর আছে দুইটা লেজ। পাছায় হাত দিয়ে দেখ।

কংকন শান্ত গলায় বলল, আপনার টেলিফোনটা কি ব্যবহার করতে পারি? ব্রহ্মপুরীকে একটা কল করব।

কোনো সমস্যা নাই, কল কর। আইজি স্যারকে কর। প্রধানমন্ত্রীর পিএসকে কর। যত ইচ্ছা টেলিফোন করতে থাক। টেলিফোন করার আগে মাথাটা একটু সামনে এগিয়ে আন। তোর কান মলে দিব।

কী বললেন?

বললাম মাথাটা একটু সামনে আন, তোর কান মলে দিব। বান্দরের বাঢ়া খান্দর।

ইউ আর এ ম্যাড পারসন।

মূর্ছনার সৌজন্যে নির্মিত ই-বুক।

www.MurchOna.com

নাজমুল হৃদ আনন্দিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন। বেল টিপে কন্টেবলকে ডেকে বললেন, এই খান্দরটাকে কানে ধরে হাজতে নিয়ে চুকাও।

কংকল কল্পনাও করে নি সত্যি সত্যি এই কাজ করা হবে। এক পয়সা দামের কন্টেবল তাকে কানে ধরে হাজতে ঢেকাবে। হাজতের দেয়ালে হেলান দিয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে; তার সঙ্গে মোবাইল ফোন নেই যে সে কারও সঙ্গে যোগাযোগ করবে। তার গা বিমুক্তি করছে। বারবার মনে হচ্ছে এইসব কিছুই ঘটে নাই। সে দুঃস্বপ্ন দেখছে। ঘুম ভাঙলেই দেখবে সে সুমনার পাশে শয়ে আছে। তার পায়ের উপর সুমনার গাবদা পা।

ওসি সাহেব মিস রিনকির খবর আরেকবার পড়লেন। তার মেজাজ আরও খানিকটা খারাপ হলো। তিনি গাধা খান নাম কেটে লিখলেন খান্দর খান। এতে তার মন খানিকটা শান্ত হলো। ‘খ’ এর অনুপ্রাসটা ভালো লাগছে। এইসময় খানায় চুকল কেয়া-খেয়ার বাবা, আফতাব। সে ভয়ে ভয়ে বলল, স্যার আমার মেয়ে দুটার সংবাদ নিতে এসেছি। ওদের নাম...

ওসি সাহেব কথা শেষ করতে দিলেন না। হঞ্চার দিয়ে বললেন, হাজতে চুকে যাও। দেরি করবা না। এক খেকে তিনি পর্যন্ত গুনব, এর মধ্যে হাজতে চুকবে। এক—দুই—

আফতাব বলল, আপনি কী বললেন বুঝলাম না স্যার, কোথায় চুকে যাব ?

হাজতে চুকে যাবে। মূর্ছনার সৌজন্যে নির্মিত ই-বুক। আর কোথায় ?

আফতাব ভীত গলায় বলল, আমার মেয়েরা কি আপনাকে উল্টাপাল্টা কিছু বলেছে ? ওদের কথা বিশ্বাস করার কিছু নাই।

ওসি সাহেব বিকট গলায় চিৎকার দিলেন, ঘাউ !

আফতাব লাফ দিয়ে সরে গেল। বিকট ঘাউ সে আশা করে নি। ওসি সাহেব ছামাদের কাছে ঘাউ শুনেছিলেন। তার মন্তিষ্ঠ ঘাউ জমা করে রেখে দিয়েছিল, সময় বুঝে বের করেছে। আফতাব বিড়বিড় করে বলল, স্যার আমি নিরাপরাধ।

ঘাউ ঘাউ !

এবারের ঘাউ প্রচণ্ড নিনাদে। সেকেন্ড অফিসার এবং দু'জন কন্টেবল ছুটে এল। আফতাব বলল, জোবেদা নিজে ফাঁসিতে ঝুলেছে। আমি নামাতে গেছি। মেয়েরা এটা বুঝে নাই। তারা ভেবেছে আমি ফাঁসিতে ঝুলায়েছি।

জোবেদা কে ?

কেয়া খেয়ার মা।

সে ফাঁসিতে ঝুলল কেন ? তার সমস্যা কী ?

জানি না স্যার কী সমস্যা।

তোর কী সমস্যা ?

আফতাব চুপ করে আছে। তার কলিজা শুকিয়ে আসছে। তিনি বছর আগের ঘটনা সবাই ভুলে বসে আছে। আজ হঠাতে কী হয়ে গেল।

ওসি সাহেব বললেন, পুলিশ ইনভেস্টিগেশন হয় নাই ?

হয়েছিল। পুলিশ রিপোর্ট দিয়েছে আত্মহত্যা।

পুলিশকে কত টাকা দিয়েছিলি ?

তিনি লাখ চৰিশ হাজার। ভিটামাটি সব গেছে।

ম্যাজিস্ট্রেট খবর দিয়ে আনাচ্ছি। ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে জবানবন্দি দিবি। যা ঘটেছে সব খুলে বলবি।

স্যার, আমার ফাঁসি হয়ে যাবে। বাচ্চাগুলিকে কে দেখবে ?

আমি দেখব। সেকেন্ড অফিসার, হ্যান্ডকাফ পরায়ে চেয়ারের সাথে একে

আটকে দাও। ম্যাজিস্ট্রেটকে খবর দাও। বদমাইশটা জবানবন্দি দিবে। দিবি না ?

জি স্যার দিব।

যে ওসিকে ঘুস দিয়েছিলি তার নাম কী ?

স্যার উনার নাম গফুর। মুখে বসন্তের দাগ।

কংকনকে হাজত থেকে বের করা হচ্ছে। সে বলল, খবর তাহলে হয়েছে। ওসি সাহেব নিশ্চয়ই পাতলা পায়খানা শুরু করেছেন। কাপড়চোপড় নষ্ট করে ফেলার কথা। হা হা হা।

সেকেন্ড অফিসার বললেন, হা হা বন্ধ। তোকে ডলা দিতে নিয়ে যাচ্ছি। ফিমেল হাজত খালি, ঐখানে তোকে ডলা দেওয়া হবে। ওসি সাহেবের হৃকুম।

কংকন হতভম্ব গলায় বলল, ওসি সাহেবের না হয় মাথা খারাপ। ভাই, আপনার কি মাথা খারাপ ? আমি ছাত্রলীগের বিশিষ্ট কর্মী। বঙ্গবন্ধু গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক।

সেকেন্ড অফিসার গলা নামিয়ে বললেন, আমি ছাত্রজীবনে ছাত্রদল করেছি। আপনাকে পাকিস্তানি ডলা আমি নিজে দিব। পনেরো মিনিট ডলার পর আপনি যদি স্বীকারোভিমূলক জবানবন্দি দেন তাহলে ডলা বন্ধ হবে। তা না হলে ডলা চলতেই থাকবে। তুলতুলা শরীর বানায়েছেন, ডলা দিতেও আরাম হবে।

কংকনের মুখে ক্ষচটেপ লাগানো হলো। কোনোরকম শব্দ করার তার উপায় রইল না।

আফতাব ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে জবানবন্দি দিয়েছে। সে স্তৰী হত্যার দায় স্বীকার করেছে। ওসি সাহেবের ঘাউ শব্দই তার জন্যে কাল হয়েছে।

কংকনও ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে জবানবন্দি দিয়েছে। তবে তার জন্যে পাকিস্তানি কৌশলের প্রয়োজন পড়েছে। কংকন বলেছে—

‘আমি ছিনতাইয়ের উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলাম। পুলিশ কী করে যেন টের পায়। দৌড়ে আমাকে ধরে ফেলে। আমার পকেটে যে পিস্তল পাওয়া গেছে এটা আমার। বুকপকেটের ক্ষুরটা এক নাপিতের দোকান থেকে সংগ্রহ করেছি।’

প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্যে পিস্তল, ক্ষুর, চাপাতি, রাম দা, পুলিশের সংগ্রহে সবসময় থাকে।

কংকনের সঙ্গে তার স্ত্রী সুমনার টেলিফোনের কথাবার্তা মূল কাহিনীর জন্যে জরুরি না। তারপরেও উদ্ভুতির লোভ সামলাতে পারছি না। পুরো টেলিফোনের কথাবার্তা ওসি সাহেবের সামনে হয় এবং কথাবার্তা রেকর্ড করা হয়। বিচারপর্ব শুরু হওয়ার পর স্বামী-স্ত্রীর কথাবার্তা আলামত হিসাবে কোর্টে জমা দেওয়া হয়।

কংকন : হ্যালো সুমনা।

সুমনা : সারা দিন কোনো খোজ নাই। মোবাইল হারায়ে ফেলেছ, তোমার তো উচিত ছিল আজ একটা মোবাইল কেন। তুমি কোথায় ?

কংকন : আমি ধানমণি থানায়।

সুমনা : থানায় কেন ? কোনো সমস্যা ? কথা বলছ না কেন ? হ্যালো হ্যালো।

কংকন : আমি ধরা পড়েছি সুমনা।

সুমনা : কী করেছ যে ধরা পড়েছ। কথা বলো না কেন ? হ্যালো হ্যালো।

কংকন : ছিনতাই।

সুমনা : ছিনতাই মানে ? তুমি ছিনতাই করেছ ?

কংকন : করার আগেই ধরা পড়েছি।

[এই পর্যায়ে সেকেন্ড অফিসার চাপা গলায় বললেন, আপনার পকেটে কি পাওয়া গেছে ভাবিকে কাইডলি বললেন, না বললে আবার পাকিস্তান।]

সুমনা : হ্যালো হ্যালো।

কংকন : পুলিশ আমার পকেটে পিস্তল আর ক্ষুর পেয়েছে।

সুমনা : পিস্তল, কার পিস্তল ?

কংকন : আমার।

সুমনা : হায় খোদা, তুমি কী বলো!

[সেকেন্ড অফিসার বললেন, ভাবিকে বলুন, I love you, আজ ভ্যালেন্টাইন্স ডে।]

কংকন : সুমনা, I love you.

আজ ভ্যালেনটাইনস ডে জানার পর ওসি সাহেব খানিকটা বিমর্শ হয়ে পড়লেন।
কাকতালীয়ভাবেই তখন তার কাছে একটা টেলিফোন এল।

নারীকঠ : হ্যালো!

ওসি : আপনি কে ? মুর্ছন্দার সৌজন্যে নির্মিত ই-বুক। কাকে চান ?

নারীকঠ : ধমকাছেন কেন ? পুলিশে চাকরি করেন বলে কেউ টেলিফোন
করলেই ধমক দিয়ে শুরু করবেন ? সরি বলুন।

ওসি : আপনি কে ? কী চান ?

নারীকঠ : আমি রিনকি। আমি কিছু চাই না।

ওসি : মিস রিনকি, ক্ষমা চাই, ক্ষমা চাই ক্ষমা চাই। ক্ষমা চাই।

নারীকঠ : একবার ক্ষমা চেয়েছেন যথেষ্ট। একশবার ক্ষমা চাই বলতে হবে
না।

ওসি : আপনি আমাকে টেলিফোন করবেন চিন্তাই করি নাই। ম্যাডাম,
আপনাকে অভিনন্দন জানাতে ভুলে গেছি।

নারীকঠ : অভিনন্দন কেন ? আমি কী করেছি ?

ওসি : আপনার বিয়ের খবরটা কাগজে পড়লাম। হাওয়া থেকে পাওয়া।
ছবিসহ নিউজ। আপনাকে সুন্দর দেখাচ্ছে।

নারীকঠ : আপনি মনে হয় নিয়মিত কাগজ পড়েন না। নিয়মিত কাগজ
পড়লে জানতেন যে মাসে একবার আমার বিয়ে হয়।

ওসি : Oh my God! বিয়ে করেন নি ? আমার বুক থেকে মনে হচ্ছে দুই মণ
ওজনের গ্রানাইট পাথর নেমে গেছে।

নারীকঠ : আমার বিয়ে হয় নি তাতে আপনার বুক থেকে পাথর নামল কেন ?

ওসি : না মানে ইয়ে, আমি আপনার ভক্ত তো। ভক্তদের কাছে নায়িকার
বিয়ে হওয়া দুঃসংবাদ। আমি কি বোঝাতে পেরেছি ?

নারীকঠ : জি পেরেছেন। আচ্ছা শুনুন আমি খুবই অসুস্থ। জুর। একটু আগে
থার্মোমিটার দিয়ে মেপেছি—একশ দুই। আপনি কি আমাকে দেখতে আসবেন ?

ওসি : এক্ষুনি আসছি। ঠিকানা বলুন।

নারীকঠ : খালি হাতে আসবেন না। ফুল আনবেন। আজ ভ্যালেনটাইনস
ডে।

ওসি : অবশ্যই ফুল আনব। অবশ্যই। অবশ্যই, অবশ্যই।

নারীকঠ : আপনি আবার ভেবে বসবেন না যে আমি আপনার প্রেমে পড়েছি।

ওসি : আমি ভাবছি না । নায়িকারা নায়কদের প্রেমে পড়ে । খাকি পোশাক
পরা পুলিশের প্রেমে পড়ে না । নিয়ম নাই ।

ওসি সাহেবের সঙ্গে দুই হাজার টাকা ছিল । তিনি সেকেন্ড অফিসারের কাছ
থেকে তিন হাজার টাকা ধার করে পাঁচ হাজার টাকার গোলাপ কিললেন । পাঁচ
টাকা করে গোলাপের পিস । এক হাজার গোলাপ পাওয়া গেল ।

যেদিন তার স্ত্রী রেহনুমা মারা যায় সেদিন তোরবেলায় তিনি তার স্ত্রীকে এক
হাজার গোলাপ উপহার দিয়েছিলেন ।

জনেক মন্ত্রী টেলিফোন করেছেন । ওসি সাহেব থানায় নেই । টেলিফোন ধরলেন
সেকেন্ড অফিসার । মন্ত্রী মহোদয় বললেন, আপনি কি অফিসার ইনচার্জ ?

জি স্যার, ওসি সাহেব অপারেশনে গেছেন । আমি সেকেন্ড অফিসার । আমার
নাম আখলাখ ।

কংকন নামে কেউ কি আপনাদের কাস্টডিতে আছে ?

জি স্যার ।

তিনি আমাদের একজন বিশিষ্ট কর্মী । তাকে ছেড়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে
হয় ।

অবশ্যই স্যার । আমি নিজে গাড়ি করে বাসায় পৌছে দিব ।

ধন্যবাদ । আপনার নামটা যেন কী ?

আখলাখ ।

আপনি ভালো অফিসার । আমি আপনার জন্যে হাই লেভেলে সুপারিশ করব ।

স্যার থ্যাংক যু ।

কংকনকে কতক্ষণের মধ্যে রিলিজ করছেন ?

আপনার কাছ থেকে লিখিত অর্ডার পাওয়া মাত্র রিলিজ করে দিব । কংকন
ভাইজানের নিউজ পত্রিকায় চলে গিয়েছে তো, এখন রিলিজ করলে
পত্রিকাওয়ালারা আমাকে ধরবে । আপনার লিখিত অর্ডার পেলে বলতে পারব
মন্ত্রীর লিখিত নির্দেশে সন্তাসী ছেড়ে দিয়েছি ।

মন্ত্রী মহোদয় বললেন, হঁ ।

আখলাখ বললেন, স্যার আমার সামনে একজন সাংবাদিক বসে আছেন ।
কংকন ভাইকে রিলিজ করতে বলছেন তো, উনি আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে
চান । উনাকে টেলিফোনটা দেই ?

মন্ত্রী মহোদয় সঙ্গে সঙ্গে লাইন কেটে দিলেন ।

আখলাখের সামনে কেউ নেই। মন্ত্রীদের সঙ্গে কথা বলার কৌশল সে শিখেছে ওসি নাজমুল হুদ্দের কাছে। আখলাখ হাজতের দিকে গেলেন। কংকনকে বের করলেন। কংকন বলল, মন্ত্রীর টেলিফোন এসেছে?

আখলাম বললেন, হ্যাঁ।

এখন বুৰবি কত ধানে কত চাল।

আখলাখ বললেন, আমার আগে তুই বুৰবি। তোকে নিয়ে যাচ্ছি ডলা দিতে। যতবার মন্ত্রীর টেলিফোন আসবে ততবার ডলা থাবি।

ভাই, আমি তো জবানবন্দি দিয়েছি। আপনি বলেছিলেন জবানবন্দি দিলে ডলা দিবেন না। ভাই, আপনার পায়ে ধরি, আমার স্ত্রীর সঙ্গে একটু যোগাযোগ করায়ে দেন। আমি তাকে বলব যেন আর কোনো মন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ না করে। আপনাকে আমি ভাই ডাকলাম। ধর্মের ভাই।

আখলাখ কংকনকে তার স্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিল। সুমনা বলল, তুমি ভয় পেরো না। আমি হাই লেভেলে যোগাযোগ করেছি। এখন যাচ্ছি প্রধানমন্ত্রীর অফিসে।

কংকন বলল, সব যোগাযোগ বক্ষ করো। তুমি কিসলুকে খুঁজে বের করো। যদি কেউ কিছু করতে পারে কিসলু পারবে। আর কেউ কিছু পারবে না।

কিসলু সৎকাজের সন্ধানে বের হয়েছে। চুনোপুটি সৎকাজের বদলে রঞ্জিকাতলা টাইপ সৎকাজ তার ভাগ্যে জুটেছে। বিনাইদহ থেকে এক ফ্যামিলি এসেছে ঢাকায়। বাস থেকে নামতে গিয়ে পরিবারের প্রধান ট্রাকের ধাক্কায় ছিটকে পড়েছে। এখন মারা যায়, তখন মারা যায় অবস্থা। কিসলু তাকে নিয়েই ছেটাচুটি করছে।

তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। ডাক্তার বলেছেন ছয় ঘণ্টা পার না হলে কিছু বলা যাবে না। কিসলু ঠিক করেছে ছয় ঘণ্টা সে হাসপাতালেই থাকবে। কখন কী দরকার হয়। আহত মানুষটির স্ত্রী কিসলুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলল, বাবা, আপনি আমার ছেলে। কিসলু বলল, মা, অস্ত্র হবেন না। এক মনে আল্লাকে ডাকেন। আমার মন বলছে সব ঠিক হয়ে যাবে। আল্লা মেহেরবান।

ছয় ঘণ্টা পার হওয়ার আগেই ডাক্তার বললেন, পেশেন্টের অবস্থা অনেক ইম্প্রভ করেছে। মুর্ছনার সৌজন্যে নির্মিত ই-বুক। পেশেন্ট আশঙ্কামুক্ত।

কিসলুর এখানকার দায়িত্ব শেষ। সে পরের সৎকাজের সন্ধানে পথে নেমেছে।



মেসের ঘরে হিমু শয়ে আছে। শহর জুড়ে লোডশেডিং। আকাশে থালার মতো চাঁদ ওঠায় শহর অক্কারে ডুবে যায় নি। জানালা দিয়ে হিমুর ঘরে জোছনা চুকেছে। জোছনার কোনো রঙ থাকে না। শুধু সিনেমার জোছনা হয় নীল। হিমুর কাছে আজ রাতের জোছনা সিনেমার জোছনার মতো নীল লাগছে। জোছনারাতে বনে খাওয়ার নিয়ম। হিমু চোখ বন্ধ করে বলল, শহরটা অরণ্য হয়ে যাক। হিমু চোখ মেলল, হ্যাঁ শহরটা অরণ্য হয়ে গেছে। এখন শহরের অলিতে গলিতে হাঁটা মানে গহীন বনের ভেতরের পায়ে চলা পথে হাঁটা।

দরজার আড়াল থেকে কেউ একজন ক্ষীণ গলায় ডাকল, হিমু ভাই।

হিমু বিছানায় উঠে বসতে বসতে বলল, কে ছামাদ?

জি হিমু ভাই।

বাইরে কেন? ভিতরে আসো।

লজ্জায় ঘরে ঢুকতে পারতেছি না। সারা দিন এক পিস টোষ্ট বিস্কুট আৰ এক কাপ চা ছাড়া কিছুই খাই নাই। ভাত খাইতে মন চাইতেছে। চারটা ভাতের ব্যবস্থা করতে পারবেন?

হিমু বলল, বুৰাতে পারছি না। নীল জোছনার রাতে হা করে জোছনা খাওয়া নিয়ম। ভাত খাওয়া ঠিক না।

তাহলে বাদ দেন। না খেয়ে আমার অভ্যাস আছে।

বাদ দিলাম। চলো আজ জোছনা খাব।

চলেন যাই। পুলিশের ভয়ে লুকায়া ছাপায়া থাকি। স্বাধীন চলাফেরা বন্ধ। আপনার সঙ্গে আজ হাঁটব।

হিমু বলল, জোছনারাতে পুলিশ কাউকে ধরে না। নিয়ম নাই। ভয়ঙ্কর কোনো সন্ত্রাসীর দেখা পেলেও আজ রাতে পুলিশ তার দিকে তাকিয়ে হাসবে। নীল জোছনার নিয়ম তাই।

হিমু পথে নামল। তার হাঁটা দেখে মনে হচ্ছে তার বিশেষ কোনো গন্তব্য আছে। গন্তব্যহীন পথ্যাত্মা না। তারা দু'জন প্রেসক্লাবের সামনে এসে দাঁড়াল।

পর এখনো অস্কান্ডে ভুঁবে আছে। ব্যাপ্তিল ধীভে মিচ্যহই বড় ধৰনের অম্বয়া
হয়েছে। অম্বয়া যে হয়েছে তা আকাশের ঢাঁদ ধৰতে পেছেছে। সে জোহনা
বাড়িয়ে দিয়েছে।

আৱ, যিমু ভাই বা ?

কে কিসলু ?

জি।

সৰকাজ চালিয়ে যাছ ?

এৱ উপৰেই আছি। আজ আৱা দিনে কী কী কৱেছি ওমেন। হাসপাতালে
শিয়ে জিজেস কৰলাগ কাৰও 'P' নেচেটিভ স্লাভ লাগবে কি বা। স্লাভ দিলাগ।
তাৰপৰ একজনকে পায়ো দেল বাতায় উস্টা খেয়ে পড়ে চমা ভেঙে ফেলেছে।
চমা ছাড়া কিছুই দেখে বা। আৱা। আৱ বাড়িতে নিয়া দেলাগ। সে আমাকে
ছাড়বে বা। ভাত থীওয়াৰে। তাৰপৰ....

কিসলু! সৰকাজেৰ বৰ্ণনা বলা। আমি ছামাদেৱ সঙ্গে পৰিচয় কৱিয়ে দেই।
ভোযাদেৱ বস্তু গবেষণা কেন্দ্ৰেৰ বাড়িটা ছামাদেৱ। তুমি তাৰে বাড়িৰ দখল
বুয়িয়ে দিবে। আজ বাতেই নিয়া যাবে। এই একটা সৰকাজে অনেক দুৰ
আশাৰে।

অৱশ্যই আমি উন্মাজে নিয়া যাব। বাড়িৰ দখল যেন তাৰ থাকে দেই চেষ্টা
নি। **যিমু ভাই,** আমি অনেকদুৰ আগামেছি। এখন অনেক কিছু বুঝতে পাৰি।

কী রুক্ষ ?

ছামাদ ভাই আৱা দিন কিছু থাম দাই। উন্মাজ ভাত থাইতে ইছা কৱতেছে।
এইটা পৰিষেৱ বুঝতে পাৰতেছি।

ঠিকই বুঝাই। তুমি আৱও অনেকদুৰ যাবে। চলো হাঁটতে কেৱল হই।

উন্মাজ থাওয়াৰ ব্যৱহাৰ আপো কৱি।

ব্যি।

আৱা তিঙ্গন হাঁটতে হাঁটতে ধনমণি লেকেৰ পাড়ে চলে এল। কিসলু বশল,
জোহনা ফাইটা পড়তেছে। ঠিক বা **যিমু ভাই ?**

হই।

চলেন লেকেৰ ধাঁকে বসি।

চলো।

আৱা তিঙ্গন কাঁঠালগাহেৰ মিক এলে বসল। কাঁঠালগাহেৰ বড় বড় শিকড়
কেৱল হয়ে লেকেৰ পানিৰ দিকে লেগে গৈছে। শিকড়ে কসাৰ সূন্দৰ জায়গা তৈৰি

হয়েছে। প্রকৃতির নিজের হাতে বানানো বেঞ্চ। তিনজন চুপচাপ বসে আছে। কারও মুখে কোনো কথা নাই। ঠাড়া বাতাস দিচ্ছে। বাতাসে কঁঠালগাছের পাতায় শব্দ হচ্ছে। গাছে কাকের বাসা। হঠাতে একসঙ্গে কয়েকটা কাক কা কা করে উঠল। এদের সঙ্গে আশেপাশের অনেক কাক যুক্ত হলো। চারদিকে কা কা কা কা। ছামাদ ভীত গলায় বলল, হিমু ভাই! ঘটনা কী?

হিমু বলল, প্রবল জোছনায় কাকদের মধ্যে বিভ্রম তৈরি হয়। তারা ভোর হয়েছে তেবে ডাকাডাকি শুরু করে। প্রকৃতি যে শুধু মানুষের জন্যে বিভ্রম তৈরি করে তা-না, পশুপাখি সবার জন্যেই তৈরি করে।

কে যেন এগিয়ে আসছে তাদের দিকে। বাইশ-তেইশ বছরের একজন যুবক। তার হাতে একটা পুটলি। লেকের পানি ঘেঁসে সে এগুচ্ছে। পানিতে সুন্দর ছায়া। যেন দু'জন মানুষ এগিয়ে আসছে। একজন আসছে পানির ভেতর দিয়ে। যুবক এসে তাদের সামনে দাঁড়াল। শান্ত গলায় বলল, আপনারা এখানে কী করেন?

হিমু বলল, মূর্ছনার সৌজন্যে নির্মিত ই-বুক। জোছনা দেখি।

আপনাদের মধ্যে হিমু কে?

আমি।

যুবক বলল, আপনারা কি রাতের খানা খেয়েছেন?

হিমু বলল, না।

আপনাদের জন্যে খানা নিয়ে এসেছি।

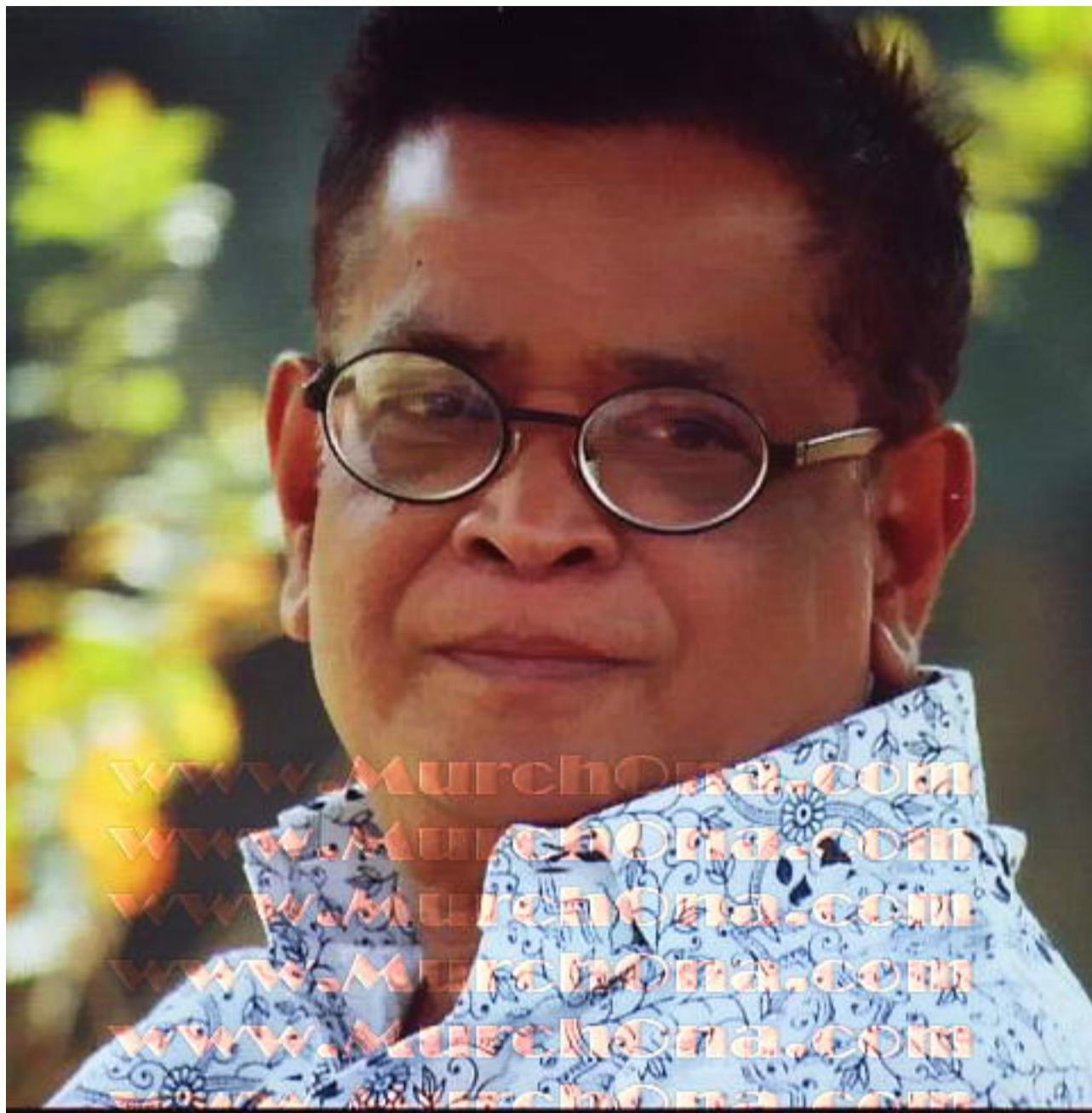
হিমু বলল, খাবার কে পাঠিয়েছে?

যুবক জবাব না দিয়ে পুটলি খুলে প্লাষ্টিকের বাক্স বের করল। তিনটা বাক্স। বড় এক বোতল পানি। কাগজের প্লেট, প্লাষ্টিকের চামচ।

হিমু আবারও বলল, খাবার কে পাঠিয়েছে?

যুবক বলল, খাবার গরম আছে খেয়ে নেন। খাবার পাঠিয়েছেন রূপা আপা। উনি জানালা দিয়ে আপনাকে দেখেছেন। আপনি উনার বাড়ির সামনে দিয়ে এসে গাছের নিচে বসেছেন।

হিমু বিড়বিড় করে বলল, আজ রজনীতে হয়েছে সময় এসেছি বাসবদত্ত। কাকদের কা কা চিৎকারের কারণে হিমুর কথা বোঝা গেল না। নীল জোছনায় কাকদের হৃদয়ে অস্ত্রিতা। তারা তাদের অস্ত্রিতা ছড়িয়ে দিতে চাইছে। মানুষ যেমন ভালোবাসা ছড়িয়ে দেয়, ফুল ছড়িয়ে দেয় সৌরভ।



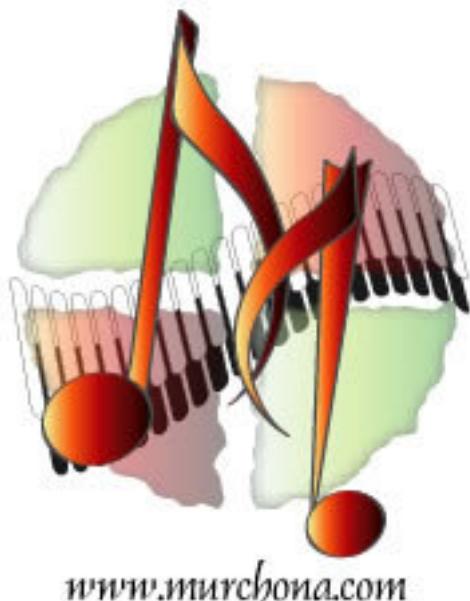
www.Murchona.com

আমি হুমায়ুন আহমেদ, ১৩ নভেম্বর ১৯৪৮

সনে নানাবাড়ি মোহনগঞ্জে (নেত্রকোণা
জেলা) জন্মাই করেছি। পাসপোর্ট এবং
সার্টিফিকেটে লেখা ১০ এপ্রিল ১৯৫০, কেন
এই ভুল হয়েছে জানি না।

মা আয়েশা আক্তার। বাবা-মা দু'জনই
লেখালেখি করতেন। কিছুদিন আগে মা'র
আত্মজৈবনিক একটি বই প্রকাশিত হয়েছে।
তিনি মোটামুটি হৈচে ফেলে দিয়েছেন।

আমার সংসার শাওন এবং পুত্র নিয়াদকে
নিয়ে। গায়িকা শাওন প্রতি রাতে ঘুমপাড়ানি
গান গেয়ে পুত্রকে ঘুম পাড়াতে চেষ্টা করে।
পুত্র ঘুমায় না, আমিই ঘুমিয়ে পড়ি। ঘুমের
মধ্যেই মনে হয়, জীবনটা খারাপ না তো!



Himur Neel Jochna by Humayun Ahmed



For More Books & Music Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : <http://www.murchona.com/forum>
suman_ahm@yahoo.com